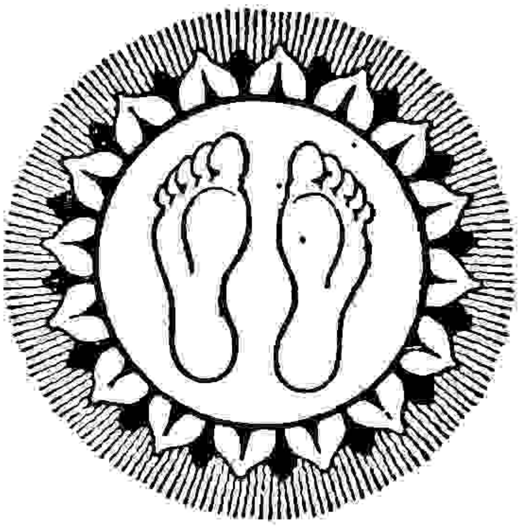
শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বামৃত



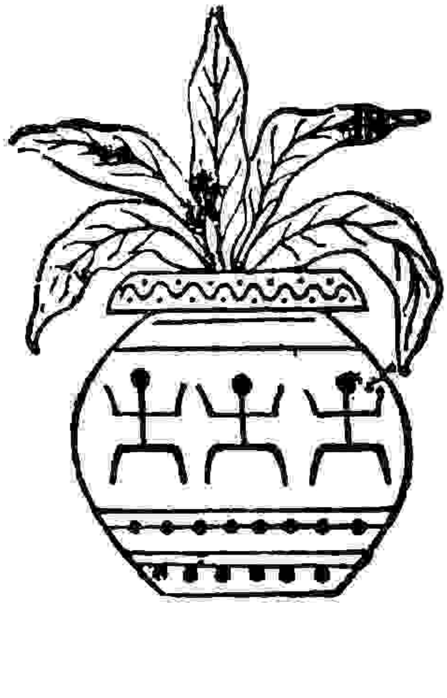
সংসাররোগদমনে যদি তেহভিলাষো
রাধাহরিং রসয়িতুং যদি চেষ্টসে ভোঃ।
গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণস্য সুভক্তিজাতং
তত্ত্বামৃতং পিব মনঃ পরিহায় সর্ব্বম্॥

পণ্ডিত শ্রীবৃন্দাবনদাস

শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বামৃত

পণ্ডিত শ্রীবৃন্দাবনদাস কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত ও সম্পাদিত

শ্রীনির্ম্মলকুমার আচার্য্য ঠাকুর কর্ত্তৃক
প্রকাশিত



প্রথম সংস্করণ
শ্রীগৌরাঙ্গাব্দ ৪৮২

পুনঃ প্রচারার্থে
ভিক্ষা দুই টাকা মাত্র

প্রাপ্তি স্থানঃ—

১। শ্রীনির্ম্মল কুমার আচার্য্য ঠাকুর

হীরাপুর,
পোঃ হীরাপুর,
জেলা বর্দ্ধমান।

২। পণ্ডিত শ্রীবৃন্দাবনদাস

নূতন ভজন কুটীর
যোগনাথতলা,
পোঃ নবদ্বীপ,
জেলা নদীয়া।

৩। শ্রীকুঞ্জ বিহারী দাসজী

(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্র মন্দির)
ব্রজানন্দ ঘেরা,
পোঃ রাধাকুণ্ড,
জেলা মথুরা, ইউ. পি.।

মুদ্রণী : কুণ্ডু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
মহাপ্রভুপাড়া,
নবদ্বীপ, নদীয়া।

শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশাবতংস



৺ শ্রীশ্রীগোপালচন্দ্র আচার্য্য ঠাকুর মহাশয়

আবির্ভাব দিবস :—

বঙ্গাব্দ—১২৯৭ কার্ত্তিক মাস, শুক্লাষ্টমী।

তিরোভাব দিবস :—

বঙ্গাব্দ—১৩৭২ আষাঢ় মাস, ২১শে শুক্লাষ্টমী, মঙ্গলবার।

উৎসর্গ পত্র

পরম করুণাময় ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বিতীয় কলেবর বিশ্ব-বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামী পাদের কৃপা প্রাপ্ত শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশাবতংস, কুলারাধ্য শ্রীশ্রীমদনগোপালজীউর একনিষ্ঠ সেবক, ব্রজচরিতানুশীলনে তৎপর, রাগ পথের পথিক, ব্রজভাবে প্রবিষ্ট, সাধ্যসার প্রেম সেবা অর্জ্জনকারী; সাধুগণের সমাগমে হৃদয় ও শ্রবণের সুখকর ভগবদ্ভক্তিপূর্ণ আলোচনার যিনি শিক্ষাগুরু মহান্তস্বরূপ হইয়াছিলেন, মাদৃশ অধমজনকে অজ্ঞানান্ধকারে পতিত দেখিয়া কৃপাপূর্ব্বক জ্ঞানাঞ্জন দ্বারা অন্ধকারাবিল দূরীভূত করিয়াছেন, কাপট্য বর্জ্জিত সদাচার ও বৈরাগ্য দ্বারা অনাসক্ত রাজর্ষি জনকের ন্যায় রাজকার্য্যাদান বিষয় ভোগকরিয়া সমুদ্রাভিমুখী গঙ্গা ধারার ন্যায় বেগবতী অহৈতুকী শুদ্ধা ভক্তির প্রভাবে শ্রীশ্রীভগবন্নামলীলা স্মরণ পূর্ব্বক নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইলেন, সেই পূজ্যপাদ পরমারাধ্য পিতৃদেব **শ্রী৺গোপাল চন্দ্র আচার্য্য ঠাকুরের** প্রীত্যর্থে মৎপ্রকাশিত শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব সম্বলিত এই **শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বামৃত** গ্রন্থ খানি উৎসর্গীকৃত হইল। ইতি—

অকৃতি সন্তান

নির্ম্মলকুমার আচার্য্য ঠাকুর

হীরাপুর

পোঃ—হীরাপুর

জেলা—বর্দ্ধমান।

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট মৎপিতৃদেব চরণ শ্রীল শ্রীযুক্ত **শ্রীগোপালচন্দ্র আচার্য্য ঠাকুরের স্মরণ কল্পে** শ্রীনবদ্বীপ নিবাসী পরম ভাগবত পণ্ডিত **শ্রীবৃন্দাবনদাস কর্ত্তৃক** সঙ্কলিত **শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বামৃত গ্রন্থ** প্রকাশ করিলাম। আমার পিতৃদেব একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ ও শ্রীগৌরগত প্রাণ ছিলেন। শ্রীগৌরতত্ত্বামৃত তাঁহার উপজীব্য ছিল। শ্রীগৌরতত্ত্ব সুধা সর্ব্বত্র বর্ষণ করিয়া জনগণের সংসার সন্তাপ দূরীভূত করিয়া ছিলেন। এই শ্রীগ্রন্থে বহু প্রমাণে প্রমাণিত শ্রীগৌরতত্ত্ব সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে কোন কোন অজ্ঞ ব্যক্তির অপপ্রচারে শ্রীগৌরাঙ্গের স্বয়ং ভগবত্তা বিষয়ে কোন কোন সাধারণ ব্যক্তির সন্দেহ হইতে পারে। এই গ্রন্থে অশিষ্টগণের অপমত খণ্ডনপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার সংশয় নিরসন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বকে এত সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করা হইয়াছে যে,—কোন ব্যক্তি কোনও কালে কোনও তর্কদ্বারা তাহা খণ্ডন করিতে সমর্থ হইবে না। এই গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীভক্তির পরমপুরুষার্থতা ও ভক্তিহীন কর্ম্ম জ্ঞানাদি সাধনের একেবারে অপুরুষার্থতা স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাকারুণ্য বৈভব ও তৎপ্রচারিত শ্রীনাম সংকীর্ত্তন প্রধান ভক্তিযোগের মহিমাতিশয় এই গ্রন্থে সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ শ্রীগৌরতত্ত্ব বিষয়ে নানা গ্রন্থে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন সেই সকল প্রমাণ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থ পাঠে ভক্তগণ পরমানন্দ লাভ লাভ করিবেন। গ্রন্থের কলেবর বৃহৎ না হইলেও কলিযুগোপাস্য ও তদুপাসনা সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহা সহজ বোধ্যরূপে এই গ্রন্থে সুব্যক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বহু শাস্ত্রবিৎ শ্রীপ্রভুসন্তান প্রভৃতি মহদ্গণের অভিমত সমূহ দেখিলে মনে হয় গ্রন্থের মহিমাতিশয় প্রকাশ পাইয়াছে, সুতরাং তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিমাত্রকে এই গ্রন্থ অনুশীলন করিতে নিবেদন করি। ইতি—

শ্রীনির্ম্মলকুমার আচার্য্য ঠাকুর।

ভূমিকা

পরতত্ত্ব বস্তুটীকে শাস্ত্রে "অবাঙ্‌মনসোঽগোচরঃ" বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে, ব্রহ্মাও এই কথা বলিয়াছেন—"জানন্ত এব জানন্ত"……ইত্যাদি বাক্যে। শ্রীসার্ব্বভৌমের মত পণ্ডিতও স্বয়ং প্রকটিত শ্রীচৈতন্যদেবকে দেখেও চিনিতে পারেন নাই শ্রীগোপীনাথাচার্য্যও বলিলেন যাঁহাকে তিনি কৃপা করিয়া জানান তিনিই মাত্র জানিতে পারেন। সার্ব্বভৌমের সময়ে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে, অর্থাৎ কৃপাব্যতীতও তিনি শ্রীচৈতন্যদেবকে চিনিতে পারেন নাই, কাজেই ইহা নিশ্চয় তাঁহার অপ্রকট বর্ত্তমানকালে তৎকৃপারহিত লোকগণ যে তৎসম্বন্ধে আশঙ্কা তুলিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। ভজন বিনা অপ্রকট সময়ে তাঁহার দর্শন বা অনুভব হইতে পারে না। শাস্ত্রীয় প্রমাণ রাজিও অভক্তের নিকট প্রমাণ বলে মনে হয় না, সুতরাং ভক্তিহীন মানবের পক্ষে শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব গোচরীভূত হয় না সে যে সেই তত্ত্ব বুঝিবার জন্য চেষ্টা করে তাহা বাতুলতা মাত্র। শাস্ত্রে বিশ্বাস না রাখিয়া কেবল তর্ক অবলম্বন করিলে তাহাতে বস্তু তত্ত্বোপলব্ধি হয় না "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর," শাস্ত্রই মূল। পাশ্চাত্য দর্শনেও পরতত্ত্ব বোধ সম্বন্ধেও দুইটী বাদ প্রচলিত আছে—একটী সবিচার বাদ আর একটী নির্ব্বিচার বাদ। নির্ব্বিচার বাদে পরতত্ত্বকে কতকগুলি ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে ধরিয়া নেওয়া হয় তাহা হইতে এ জগতে ক্রমে অবতরণ করিতে হয় অর্থাৎ সেই তত্ত্বজ্ঞানালোক ক্রমে এ জগতে আসিয়া পড়ে। সবিচার বাদে তদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট ব্রহ্ম অস্বিকার করিয়া এই জগত হইতে ক্রমে যুক্তিপূর্ব্বক তাহাতে পৌছাইতে হয়। আমাদের দর্শনেও উহা নেতি নেতি বিচারের ধারা, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ধারাই। উভয় মতেই দোষ গুণ আছে তথাপি জাগতিক বস্তু বিষয়ে সবিচার বাদ কার্য্যকরী হইলেও পরতত্ত্ব বিষয়ে উহা কোন সিদ্ধান্তে পৌছাইতে পারে না এবং শক্ত হইয়া যায়। ঐ বস্তুটী এমন উহা বাদীদের বিবাদের ভূমি হইয়া থাকে

"যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং" ইত্যাদি শাস্ত্র বলেন। এই জগতেও মণি-মন্ত্র -মাহৌষধির অলৌকিক অচিন্ত্য শক্তি প্রত্যক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। সবিচার বাদ তাহা কোন সুসিদ্ধান্ত করিতে পারে না ইহাও প্রত্যক্ষে দেখা যায়। কাজেই তথায় নির্ব্বিচার বাদে ঐ বস্তুর ধর্ম্ম আছে ধরিয়াই উহার কার্য্য-কারিতা স্বীকার করিতে হয় সেরূপ ঈশ্বর তত্ত্বেরও করিতে হয়। তথাপি দাম্ভিক পণ্ডিত তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়। তাই বলিয়া বস্তু শক্তি মিথ্যা হইয়া যায় না। শাস্ত্রে লোকে যত প্রকার প্রমাণ আছে সব প্রমাণেই ভক্তেরা শ্রীচৈতন্যকে অবতারী বা স্বয়ং ভগবানরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। অবতারের বিশেষ অলৌকিক শক্তি ও কার্য্য দেখিয়াই তাঁহাকে অবতারী বা স্বয়ংরূপ বলা হয়। "যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ। তৈস্তৈরতুল্যাতি-শয়ৈর্বীর্য্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ" এই স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ দ্বারা সব অবতার জ্ঞাত হন, ইনিও তাই। তথাপি যাহারা বিশ্বাস করিতে পারে না অকৃপাই তাহার কারণ। কলির বিশেষ ধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তন ইহা যুগাবতারের বিশেষ কার্য্য। ইহা শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে প্রকট ছিল না। ইনিই তাহা প্রচার করেন ইহাই তাঁহার তটস্থ লক্ষণ। তাঁহার সঙ্গীরা সকলেই তাঁহাকে প্রভু বলে মানিতেন কাজেই তিনি স্বয়ং ভগবদবতার। দ্বিতীয়তঃ যুগাবতার সম্বন্ধে "শাস্ত্রে "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ" বলায় শুক্ল রক্ত শ্যাম সত্য ত্রেতা দ্বাপরে ক্রমে গেলে পারিশেষ্য প্রমাণ বলে পীতবর্ণ অবতারই কলির অবতার এই দুই মূল লক্ষণে শ্রীচৈতন্য ভগবান্ সাব্যস্ত হইলেও দুর্দ্ধি ব্যক্তিগণ তাহা মানিতে চায় না। তাহাদের মানাবার সময় ও কৃপাই অপেক্ষণীয় বলিতে হয়। অনেকের ক্ষেত্রেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ইহাতে শাস্ত্র প্রমাণ অনেক দিয়াছেন তাহা উট্টঙ্কন করা বৃথা। তবে এই দুই লক্ষণই পরিভাষা সূত্র বলিয়া উল্লেখ করিলাম। অসামান্য শক্তিই স্বয়ং ভগবত্ত্ব বোধক তাই শাস্ত্রে নৃসিংহ, রাম, হইতেও শ্রীকৃষ্ণকে পরাবস্থতম বলা হইয়াছে এখানে নৃসিংহ উগ্র বিরাট মূর্ত্তি ধরায় ঐশ্বর্য্যপ্রবলরূপ, রামচন্দ্রের অস্ত্রধারণায় মাধুর্য্য মধ্যেও ঐশ্বর্য্য প্রবল দৃষ্ট হয় কিন্তু কৃষ্ণে বালকরূপেই বিনা অস্ত্রে পূতনাদিকে বধ করায় মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য রাম নৃসিংহ অপেক্ষা প্রবলতর রূপ নেয় বলা

হইয়াছে কৃপার তেমনি প্রাপ্তি ভেদে তারতম্য হইয়াছে তাহাতেও তিনি স্বয়ং ভগবান্। শ্রীচৈতন্যে তাহাও অভিনব রূপ নিয়াছে "জগাই মাধাই উদ্ধারে কুষ্ঠরোগী উদ্ধারে." শত্রুকে বিনাশ না করিয়া অস্ত্র না ধরিয়া শোধন করিয়া প্রেম পর্য্যন্ত দানেও দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখা যায় কাজেই ইনিও স্বয়ং ভগবান্ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ যে দ্বাপরে আগমন করেন তৎপরবর্ত্তী কলিযুগেই মাত্র তিনিই গৌররূপে আসেন বলিয়া শ্রীগৌরকে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বিশেষই বলিতে হয়। বিশেষতঃ ব্রজপ্রেমদানই ইঁহার বৈশিষ্ট-হেতুও প্রমাণিত হয় শাস্ত্রে যদি বা শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা উল্লেখ না থাকিত তথাপি শ্রীচৈতন্যকে ভগবান্ বলা অসঙ্গত হইত না, কারণ বেদে মঙ্গলাচরণ করিবার কোন প্রমাণ নাই তথাপি শিষ্টগণ করেন বলিয়া শ্রুতির কল্পনা করিয়া নিতে বলা হইয়াছে ন্যায়শাস্ত্রে এ বিষয় আছে। তাই এখানেও শ্রীসার্ব্বভৌম রামানন্দ, প্রভৃতি পরম শিষ্টগণের আচরণেও শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা নিরূপিত হওয়ায়—তাহা অশাস্ত্রীয় নহে। তাদৃশ আপ্তবাক্যরূপ শব্দ প্রমাণ ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার প্রমাণেরই ভ্রমাদি দোষ স্বীকার করা যায়। পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকারে আপ্ত বাক্যই প্রমাণ শিরোমণি। শ্রীচৈতন্যাবতার সম্বন্ধে শ্রীসার্ব্বভৌম প্রভৃতিই আপ্ত কাজেই তাঁহাদের বাক্যকেই বড় প্রমাণ বলিতে অভক্ত বা অজ্ঞ ব্যতীত কোন বিজ্ঞ বা ভক্ত দ্বিধা করিবেন না। শ্রীমদ্ভাগবত ২। ৬। ৪১ শ্লোকের টীকায় শ্রীল স্বামীও "অত্র বিদ্বদনুভবং প্রমাণয়তি" এই কথা বলিয়া শাস্ত্রবাক্যের প্রমাণের জন্যও বিদ্বদনুভবকে বড় প্রমাণই বলিয়াছেন। শ্রীভাগবত ১। ২। ২৫ শ্লোকের টীকায়ও "বাসুদেবভক্তৌ পূর্ব্বাচারং প্রমাণয়তি" এই কথা দ্বারা সদাচারেরই প্রামাণ্য দেখাইলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্যও ভাষ্যের প্রথমে তাহাই বলিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্র ১।১।২ "শ্রুত্যাদয়ঃ অনুভবাদয়শ্চ যথাসম্ভবমিহ প্রমাণম্"।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১। ৫ দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা।" এখানে স্পষ্টই বাস সম্বন্ধে পীতবর্ণ বলায় এবং বর্ণ সম্বন্ধে শ্যাম শব্দ প্রয়োগ করায় উহা যে একই বর্ণ নয় স্পষ্ট বুঝা যায় কাজেই দশমের (৮। ১৩) পীতাবতার কলিবিশেষেরই ইহা প্রসিদ্ধই হয় এই প্রমাণকে যাহারা দেখে না তাহারা চক্ষুহীন বই কি

বলিব "উলুক না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ," আর বিশেষ কিছু লিখিলাম না, গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব ও উপাসনা সম্বন্ধে প্রমাণসমূহ গ্রন্থে যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া বিশেষরূপে শ্রীগৌরতত্ত্ব ও উপাসনা স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার প্রয়াস সফল হউক তিনি গৌরচরণে প্রেম লাভ করুন ইহাই কামনা করি।

ইতি—

শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র পঞ্চতীর্থ বি. এ

অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ

শ্রীনবদ্বীপ।

প্রাক্ কথন

শ্রীশ্রীগৌরবিধুর্জয়তি।

ভবভয়মপহন্তুং জ্ঞানবিজ্ঞানসারং
নিগমকৃদুপজহ্রে ভৃঙ্গবদ্বেদসারম্।
অমৃতমুদধিতশ্চাপায়য়দ্ভৃত্যবর্গান্
পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি॥ (ভা ১১।২৯।৪৯)

গ্রন্থখানির নাম 'শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বামৃত'। সঙ্কলন করিয়াছেন অভিজ্ঞ শ্রীমদ্ ভাগবত বক্তা শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডবাসী এবং অধুনা শ্রীধামনবদ্বীপবাসী পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীল বৃন্দাবনদাস বাবাজী মহারাজ ব্যাকরণ-বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ। গ্রন্থখানির ছাপা সুন্দর, আয়তনে ১৬২ পৃষ্ঠা।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ কৃপা করিয়া গ্রন্থখানি আমাকে পাঠ করিতে দিলেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া প্রথমেই মনে হইল উহা যেন বিশেষ করিয়া বর্তমান যুগোপযোগিই হইয়াছে! তথাপি কেন জানি কিছু জিজ্ঞাসার উদয় হইল। তাই প্রথমতঃ জিজ্ঞাসাটি কি? তাহা বলিয়া পরে জিজ্ঞাস্য সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

জিজ্ঞাসা—জানিবার ইচ্ছা, ইহার মধ্যে আছে—জ্ঞান, ইচ্ছা ও কৃতি, এই তিনটি চেতনের ধর্ম, জড় অর্থাৎ অচেতনের ধর্ম নহে। সেইজন্য জড় কোন দিন জানিতে চায় না—জড়ের জিজ্ঞাসার উদয় হয় না। তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই চেতন, জড় নহি। সেই আমি কে? —জীবাত্মা; জড় দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের অতীত। দেহ, মন, ও ইন্দ্রিয়গুলি যে আমি নই তাহা সকলেই হয়ত জানেন। কারণ—আমার দেহ, আমার মন, আমার হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি রূপেই আমা হইতে ভিন্ন বলিয়া ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা নির্দেশ করি; 'আমি দেহ' ইত্যাদি বলি না। তবে যে দেহের অসুস্থতায় এবং মৃত্যুতে আমি অসুস্থ, আমি মরিলাম ইত্যাদি মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করি, তাহা অনাদি কাল হইতে দেহে আত্মবুদ্ধি জন্য ভ্রম বশতঃ।

তাহা হইলে চেতন জীবাত্মার জিজ্ঞাস্য কি হইতে পারে?—নিশ্চয়ই তৎসজাতীয় চেতন বস্তু সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসার উদয় হওয়া উচিৎ। সেইহেতু শাস্ত্রও (ভা ১।২।১০) বলিয়াছেন—'জীবস্য তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা'। জীবের পক্ষে তত্ত্বসম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসাই যুক্তি যুক্ত। যদিও অনেকে মনে করেন—অর্থ—টাকা পয়সা এবং তদদ্বারা বিষয়ভোগ, তার ফলে ইন্দ্রিয়সুখ—ইত্যাদিও জীবের জিজ্ঞাস্য, কিন্তু ঐসকল কয় দিন? যতদিন এই জড় দেহে বাঁচিয়া থাকা যায়। দেহান্তে কোথায় অর্থ, কোথায় বিষয়-ভোগ, আর কোথায় বা ইন্দ্রিয়সুখ। সুতরাং অস্থায়ী নশ্বর জড়ীয় জিজ্ঞাসা চেতন জীবের পক্ষে সমীচীন নহে।

এক্ষণে ঐ তত্ত্বটি কি? নিশ্চয়ই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা এস্থলে ধর্ম-জিজ্ঞাসা, কারণ যাগ-যজ্ঞাদিরূপ ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা পরলোকে স্বর্গাদি সুখ লাভ হয়, অতএব ধর্মই তত্ত্ব—এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। কিন্তু—তাহাও অনিত্য, পুণ্য ক্ষয়ে আবার মর্ত্যলোকে প্রবেশ করে—"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং, ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি" (গীতা ৯।২১)।

অতএব অভিধানে—"তত্ত্বং ব্রহ্মণি যাথার্থ্যে" অর্থাৎ তত্ত্ব-শব্দটি ব্রহ্মবস্তুতে এবং যে বস্তুর যেটি প্রকৃত স্বরূপ সেই অর্থেই প্রযুক্ত হয় এবং তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন—যে অখণ্ড জ্ঞানটি শাস্ত্রে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্—এই শব্দদ্বারা অভিহিত হয়, তাহাই 'তত্ত্ব'—তাহাই জীবের জিজ্ঞাস্য।

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ভা ১।২।১১

এক অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ তত্ত্বই উপনিষদে জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ব্রহ্ম, যোগীর দৃষ্টিতে পরমাত্মা, ভক্তের সাক্ষাৎকারে ভগবান্।

এই 'জিজ্ঞাসা' জীবের হৃদয়ে জাগে কেন? জাগে এইজন্য যে—বস্তুর যথার্থ স্বরূপ জীব জানে না। জীব সে বিষয়ে অজ্ঞ। জীব যদিও চেতন (ন্যায় মতে) জ্ঞানধর্মী, (বেদান্ত মতে) জ্ঞানস্বরূপ এবং জ্ঞানধর্মী—স্বতঃপ্রকাশ ও স্বপরপ্রকাশক, তথাপি জীবের স্বরূপ এত ক্ষুদ্র—'সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ'—(ভা ১১।১৬।১১), 'কেশাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স

বিজ্ঞেয়ঃ, স চানন্ত্যায় কল্পাতে॥ অর্থাৎ সর্ব্ব সূক্ষ্মতম। যেমন একটি কেশের অগ্রভাগের বিন্দুকে যন্ত্রের সাহায্যে শত ভাগ করিয়া তাহার এক ভাগকে পুনরায় শত ভাগে কল্পনা করা, তখন এই কল্পনা আর যন্ত্রের শক্তিতে সম্ভব নয়, একমাত্র অনন্তদেব বা কারণার্ণবশায়ীর পক্ষেই সম্ভব। জীব অনাদিকাল হইতে অজ্ঞান বা অবিদ্যাদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া চিৎস্বরূপ নিজকে জড় মনে করায়—ত্রিতাপ ভোগ করিতেছে —

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥ (ভা ১। ৭। ৫)

তাহার পক্ষে আপনা হইতে নিজের তত্ত্বজ্ঞান লাভ কখনই সম্ভব নহে, অন্যের যথার্থ স্বরূপ জ্ঞানত দূরের কথা। পরন্তু অন্য তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিই তাহার জ্ঞানদাতা হইবেন—

অনাদ্যবিদ্যাযুক্তস্য পুরুষস্যাত্মবেদনম্।
স্বতো ন সম্ভবাদন্যস্তত্ত্বজ্ঞো জ্ঞানদো ভবেৎ॥ (ভা ১১। ২২। ১০)

যদি বলা যায়—সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর বস্তুর যথার্থ-স্বরূপ জানাইবার জন্য বেদাদি শাস্ত্র স্বয়ং এবং তত্ত্বজ্ঞ মুনি-ঋষিগণের দ্বারা প্রচার করিয়াছেন, সেই সকল শাস্ত্রের ভাষা জ্ঞানদ্বারা স্বয়ং তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিব বা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যে বুঝিয়া লইব। তাহাতেও যথেষ্ট প্রতিবন্ধক রহিয়াছে—যে কাল পর্য্যন্ত পাপ-সমূহের দ্বারা চিত্ত মলিন থাকে, সে কাল পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই শাস্ত্রে যেরূপ সত্য-বুদ্ধি হয় না, সেইরূপ সদ্গুরুতেও সদ্বুদ্ধির উদয় হয় না—

"যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি।
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্বুদ্ধিঃ সদ্গুরৌ তথা॥"

জিজ্ঞাসা আবার দ্বিবিধা—সংশয়াত্মিকা এবং প্রয়োজনাত্মিকা। কারণ জিজ্ঞাসার মূলে রহিয়াছে—সংশয় ও প্রয়োজন বোধ। যেমন—'ব্রহ্ম ন জিজ্ঞাস্যং সংশয়প্রয়োজনাভাবাৎ'—ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্য হইতে পারেন না, যেহেতু ব্রহ্মে কাহারও সংশয় নাই—ব্রহ্ম বস্তুমাত্রের সত্তা এবং চেতনমাত্রই ব্রহ্ম; ব্রহ্মকে জানিবার প্রয়োজনও নাই—(ইহা পূর্ব্বপক্ষ)। উত্তর—ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যং সংশয়প্রয়োজনবত্ত্বাৎ

—ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্য, যেহেতু তাহাতে সকলেরই সংশয় আছে এবং ব্রহ্ম প্রয়োজনীয়। বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতির্দাতুঃ পরায়ণম্ ॥" বৃহদারণ্যক (৩।৯।২৮)। ব্রহ্মই বস্তুই বিজ্ঞেয়, আনন্দই প্রয়োজন, কৃপালু এবং সমর্থ ব্যক্তিই আশ্রয়ণীয়।

সংশয়াত্মিকা জিজ্ঞাসা বা অযথার্থজ্ঞান

কোন একই বস্তুতে পরস্পর বিরুদ্ধ নানা ভাব ও অভাবরূপ জ্ঞানই 'সংশয়'। নামান্তর 'অনবধারণ'—সেই পদার্থের বিশেষ ধর্ম্মকে অবধারণ করিতে না পারায় তদ্বিষয়ে সংশয়রূপ জ্ঞান—অযথার্থানুভব। যেমন রাত্রিতে পথ পার্শ্বে শাখাপত্রাদি বিহীন বৃক্ষকে দূর হইতে দেখিয়া—'ইহা কি বৃক্ষ? অথবা পুরুষ' —ইত্যাকার দ্বিকোটিক জ্ঞান। এইরূপ সংশয় উৎপত্তির কারণ—(১) বিরুদ্ধ-কোটি দুইটিতে সমান ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞান, (২) অসমান ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞান, (৩) একই আধারে বিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের বোধক যে বাক্যদ্বয়ের জ্ঞান, (৪) উপলব্ধির অব্যবস্থা বা প্রামাণ্য-সংশয়, (৫) অনুপলব্ধির অব্যবস্থা বা ব্যাপ্যসংশয়, এই সকলই বিশেষ অদর্শন জন্য। সংশয় নিবৃত্তির কারণ—বিশেষ-দর্শন বা বিজ্ঞান। (ন্যায়দর্শন ২।১) শ্রীগৌরাঙ্গের অনুগ্রহ ব্যতীত তাঁহার বিশেষ দর্শন সম্ভব নহে। সুতরাং তদ্বিষয়ে বিশেষ-দর্শন ব্যতীত সংশয়ও ছিন্ন হইবার নহে। 'যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥' (ভা ২।৯।৩১)

প্রয়োজনাত্মিকা জিজ্ঞাসা বা যথার্থজ্ঞান

ইচ্ছা দ্বিবিধা—ফল-বিষয়িণী ও উপায়-বিষয়িণী। ফল—তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকারের উপায়—প্রেমভক্তি, ভক্তিই ইঁহাকে পাইয়ে দেন, ভক্তিই ইঁহাকে দর্শন করান, পরম-পুরুষ শ্রীভগবান্ ভক্তির বশ—ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ, ভক্তিরেব ভূয়সী—(মাঠরশ্রুতি)। শ্রদ্ধাভক্তি যুক্ত নিরন্তর আবেশময়ী প্রীতিদ্বারা ভগবত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয়—

শ্রদ্ধাভক্তি-ধ্যানযোগাদবৈতি—শ্রুতি, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ (ভা ১১। ১৪। ২১)—আমি একমাত্র অনন্যা ভক্তিদ্বারা গ্রাহ্য হই।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। (গী ১৮।৫৫) আমি যে স্বরূপ ও যে স্বভাববিশিষ্ট এবং বিভূতিতে যে পরিমাণ তাহা জীব ভক্তিদ্বারা সর্ব্বতোভাবে তত্ত্বতঃ জানিতে পারে।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবং বিধোঽর্জ্জুনঃ।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ গী ১১।৫৪

হে অর্জ্জুন! আমি এইরূপে একান্ত ভক্তি দ্বারাই তত্ত্বতঃ জ্ঞাত হই, দৃষ্ট হই এবং সাক্ষাৎকৃত হই।

সুতরাং ভক্তি দ্বারা যে তত্ত্বদর্শন ইহাই—সম্যগ্ দর্শন—'স সম্যগ্দর্শনঃ পুমান্।' আর অন্য উপায়ে জ্ঞান-যোগাদি দ্বারা যে তত্ত্বদর্শন উহা খিল—দর্শন—অসম্যগ্ দর্শন—'মন্যে তৎদর্শনং-খিলম্'—সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব সাক্ষাৎকারে অনন্যা ভক্তিই একমাত্র উপায়। এই পূর্ণতম দর্শনের একটি ক্রম আছে—

যথাগ্নিনা হেমমলং জহাতি, ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্।
আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধূয়, মদ্ভক্তি-যোগেন ভজত্যথো মাম্॥
যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ, মৎপুণ্যগাথা শ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং, চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসংপ্রযুক্তম্॥ (ভা ১১।১৪।২৫-২৬)

অগ্নিদ্বারা যেমন স্বর্ণের ময়লা বিদূরিত হয় এবং পুনরায় অগ্নিসংযোগ দ্বারা স্বর্ণ নিজের প্রকৃত রূপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ভক্তিযোগ দ্বারা জীবাত্মার কর্ম্মবাসনা বিধৌত হইলে বিশুদ্ধস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) ভজন করে এবং আমার পবিত্র গাথা শ্রবণকীর্ত্তন দ্বারা যে পরিমান আত্মা পরিশুদ্ধ হয়, সেই সেই পরিমাণ বস্তুর সূক্ষ্ম তত্ত্ব-দর্শন হয়; যেমন তিমির রোগাক্রান্ত চক্ষুতে অঞ্জন সম্যক্ প্রযুক্ত হইলে ক্রমশঃ দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞানে ক্রম

১৪শ ভূমিকা

"আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ—ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানে ক্রমোন্নতির পথে চতুর্দশ ভূমিকা বিদ্যমান। প্রথমতঃ

(১) তত্ত্ববিদ্ সাধুগণের কৃপাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হওয়া, অতঃপর (২) মহদ্-গণের সেবা, তৎফলে তাঁহাদের প্রতি (৩) শ্রদ্ধা—সুদৃঢ় বিশ্বাস, তদনন্তর তাঁহাদের মধ্যে যিনি নিজের প্রতি কৃপালু চিত্তবিশিষ্ট তাঁহাকে (৪) শ্রীগুরুত্বে বরণ, তৎকর্তৃক অনুষ্ঠিত (৫) ভজনে স্পৃহা, (৬) ভক্তির অঙ্গসমূহের যথাসম্ভব যাজন, (৭) তৎফলে অনর্থ-নিবৃত্তি, (৮) তৎফলে ভজনে চিত্তবিক্ষেপাদিরহিত নিষ্ঠা,—এই পর্যন্ত শাস্ত্রের আদেশে প্রবৃত্তি। ইহার পর পরবর্ত্তি ভূমিকা লোভ-প্রবর্ত্তিকা (৯) ভজনে স্বাভাবিক রুচি, (১০) তৎফলে আসক্তি, তদনন্তর (১১) রতি (স্থায়ীভাব), (১২) তদন্তর ভগবৎপ্রেম লাভ, (১৩) তৎফলে ভগবৎসাক্ষাৎকার—অন্তরে ও বাহিরে, তদনন্তর শ্রীভগবানের (১৪) মাধুর্য্যানুভব। এই ক্রমের বিপর্যয়ে বা অভাবে কখনই ভগবৎতত্ত্বানুভব সম্ভব নহে—ইহাই বিদ্বদনুভব—প্রমাণ-শিরোমণি (শ্রীভা ১।২ ।১৬-২০)। এইরূপে ক্রমোন্নতি সোপানে ভগবৎতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের ফলে জড়-দেহের সহিত চিদাত্মার বন্ধনরূপ অহংকার বিমুক্ত হইলে পর অসম্ভাবনা বিপরীত ভাবনাদি সর্ব্ববিধসংশয় বিমুক্ত হওয়া যায়, তৎপূর্ব্বে নহে। (ভা ১।২ ।২১) তৎপূর্ব্বে তত্ত্ববিষয়ে সংশয় থাকা স্বাভাবিক, সুতরাং তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার পূর্ব্বাঙ্গরূপে 'সংশয়' অপরিহার্য।

ফলতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ে যদি কাহারও সংশয় থাকে তবে জানিতে হইবে 'শ্রীগৌরাঙ্গ' তত্ত্ববস্তু এবং জিজ্ঞাস্য—পরব্রহ্ম। শ্রুতি বলেন—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব —তদ্ব্রহ্ম। অতএব সর্ব্ববৃহত্তম তত্ত্ব পরব্রহ্মই জীবের জিজ্ঞাস্য—সর্ব্বকারণ-কারণ এক বস্তুকে জানিলেই তদধীন সর্ব্ব বস্তুর জ্ঞান লাভ হয়—'এক-বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানাৎ। আবার যিনি জিজ্ঞাস্য তিনিই প্রয়োজনীয়—তিনিই অমৃত ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি" রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি।

ভূমা যেহেতু জিজ্ঞাস্য, সেহেতু তিনি সুখস্বরূপ প্রয়োজনীয়। সুখই জগতের কাম্য—সুখন্তু জগতাং কাম্যম্। যিনি জিজ্ঞাস্য, তিনিই আনন্দ, তিনিই প্রার্থীর

প্রার্থনা পূরণে সমর্থ, তিনিই পরমাশ্রয়, "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতির্দাতুঃ পরায়ণম্" সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ জিজ্ঞাস্য তত্ত্ববস্তু—মহাভাব, প্রয়োজনীয় সুখস্বরূপ—রসরাজ, মহাবদান্য—শ্রীনামপ্রেমদাতা প্রেম-কল্পতরু, সর্ব্বকারণকারণ সর্ব্বাশ্রয়। "তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ। নামসংকীর্ত্তন সর্ব্ব আনন্দস্বরূপ॥"

এই প্রকার শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব বিষয়ে জিজ্ঞাসা আধুনিকী? অথবা সনাতনী? পরিশেষে এই প্রশ্নটিই জাগিতেছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বর্ত্তমান কাল হইতে প্রায় ৪৮১ বৎসর পূর্ব্বে (১৪০৭ শকে) নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহে শ্রীশচীদেবীর ক্রোড়ে শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভূত হন, সুতরাং তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা তৎপরবর্ত্তিই হওয়া সঙ্গত সুতরাং উহা আধুনিকী জিজ্ঞাসা।

এখন দেখা যাক যে কালে ইতিহাস সংগৃহীত হয় সেই কালটি কি? 'কাল' এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের আধার, অনন্ত অপরিসীম এবং ঈশ্বরের শক্তি-বিশেষ। এই অপরিচ্ছিন্ন মহান্ কালকে ব্যবহারের সুবিধার জন্য 'নিমেষাদি র্বৎসরান্তো মহীয়ান্' অতিসূক্ষ্ম চক্ষুর পলক ফেলিতে যত সময় লাগে তাহাই—নিমেষ, পল, দণ্ড, প্রহর, অহোরাত্রাদিক্রমে ৩৬৫ অহোরাত্রে এক বৎসর পর্যন্ত একটি কালচক্র নির্মাণ করিয়া উহার পরিবর্ত্তন দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিয়া ঐতিহাসিক গণনা করিয়া থাকি। মনুষ্য মানে এই বৎসর দেবতাদের এক দিন এবং মনুষ্যের সত্যাদি চারিযুগে দেবতাদের এক যুগ বা দিব্যযুগ। তাদৃশ একাত্তর দিব্যযুগে এক মন্বন্তর, চতুর্দশ মন্বন্তরে ও যুগসন্ধি সহ এক সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন বা কল্প এবং এই দিন পরিমিত সহস্রযুগ ব্রহ্মার রাত্রি, উভয় মিলিয়া অহোরাত্র (সূর্য্যসিদ্ধান্ত মধ্যমাধিকার)। কল্প অর্থাৎ সৃষ্টি এবং রাত্রিতে প্রলয়। ব্রহ্মার এইরূপ ৩৬৫ অহোরাত্রে একবৎসর এবং এইরূপ শতবর্ষ ব্রহ্মার পরমায়ু। ব্রহ্মা প্রতিদিন প্রাতে ঈশ্বর প্রসাদে পূর্ব্ব কল্প স্মরণ করিয়া যেমনটি পূর্ব্বে ছিল ঠিক তেমনই সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি বিশ্বের বস্তু সকল নূতন সৃষ্টি করেন। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ॥ (ঋগ্বেদ ১০।১৯০।৩)। দিনান্তে সৃষ্টি ধ্বংস হইয়া রাত্রিতে এই বিশ্ব জলমগ্ন থাকে।

এই কালচক্রের পরিবর্ত্তনে এইরূপ কত ব্রহ্মা যে গত হইয়াছেন ইতিহাসে তাহার ইয়ত্তা নাই। বর্ত্তমান এই ব্রহ্মার বয়স এখন পঞ্চাশ বৎসর পার হইয়া একান্ন বৎসরের প্রথম দিন—এই দিনটির নাম 'শ্বেতবরাহ কল্প'—চলিতেছে এবং প্রায় মধ্যাহ্নকাল অর্থাৎ সপ্তম বৈবস্বত মন্বন্তর। তন্মধ্যে সাতাইশ চতুর্যুগ গত হইয়া আঠাইশ চতুর্যুগের কলিযুগ চলিতেছে। এই কলিযুগে আজ হইতে ৪৮১ বৎসর পূর্ব্বে যদি শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা হয় তবে প্রতি কল্পে ঠিক এই সময় শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা হইতে বাধা কি ?

একটি চক্রের ঠিক আমার সম্মুখে একটি বিন্দু চিহ্ন দিয়া যদি ঐ চক্রটি ঘুরাইতে থাকি তবে প্রতি আবর্ত্তনে নিয়মিত সময়ে ঐ বিন্দুটিকে আমি আমার সম্মুখে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইব। এইরূপে ১লা বৈশাখ, পৌষপার্ব্বণ, চৈত্র সংক্রান্তি প্রভৃতি ঠিক একই সময়ে প্রতিবৎসর আমরা পাইয়া থাকি।

এই ইতিহাস যদি সত্য হয় এবং আমরা যেমন প্রতিদিন প্রাতঃকালে নিদ্রা ত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্বদিনের কার্য্যাবলী স্মরণ করিয়া বর্ত্তমান দিনের নূতন কার্যে প্রবৃত্ত হই। (এই স্মৃতি না থাকিলে জ্ঞান লোপ পায় এবং পরিশেষে মানুষের মৃত্যু হয়—'স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।' (গীতা ২। ৬৩) ব্রহ্মাও তদ্রূপ প্রতিদিন পূর্ব্বসৃষ্টির কার্যাবলী স্মরণ করিয়া যথাযথভাবে বর্ত্তমান সৃষ্টির কার্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে খুব কমপক্ষে ব্রহ্মার প্রতিদিনে একবার শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব ধরিলে এই ব্রহ্মার জীবনে গত ৫০ বৎসরে ১৮২৫০ আঠার হাজার দুইশত পঞ্চাশ বার শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হইয়া গিয়াছে, তাহা আমরা অনুসন্ধান রাখি নাই। আমরা অনুসন্ধান বা লিখিয়া না রাখিলেও আমাদের পিতামহের পিতামহ একজন নিশ্চয়ই ছিলেন—ইহা যেমন অবিসংবাদিত সত্য, সেইরূপ আমরা অনুসন্ধান বা লিখিয়া না রাখিলেও কালের খাতায় (ডায়েরিতে) শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা কোটি কোটি বার অঙ্কিত আছে—ইহা অবিসংবাদিত সত্য। এই জন্যই কথায় বলে—'ধিয়া পশ্যতি পণ্ডিতঃ, ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ।'

এই অবিসংবাদিত পরম সত্যের সংবাদ যাহাতে পাওয়া যায় তাহাকে বলা হয়—'বেদ' বা জ্ঞান-ভাণ্ডার; এই বেদেরই শিরোভাগ 'উপনিষদ' বা 'শ্রুতি' এবং চক্ষুঃস্বরূপ 'তাপিনী'। বেদার্থের পরিপূরক বা পঞ্চমবেদ অষ্টাদশ পুরাণ ও ইতিহাস—মহাভারত। —এই বেদ, পুরাণ ও ইতিহাসের প্রকাশক সাক্ষাৎ ভগবান্—সৃষ্টির আদিতে একবার গর্ভোদকশায়ী শ্রীনারায়ণ রূপে এবং মধ্যাহ্নে আর একবার শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসরূপে। এই সকল বেদ, পুরাণ, মহাভারতে যদি শ্রীগৌরাঙ্গের জিজ্ঞাসা পাওয়া যায় তবে তাহা কি আধুনিকী হইবে? না পুরাতনী? নিশ্চয়ই পুরাতনী বা সনাতনী। ইহাত' গেল অতীতের কথা, বর্ত্তমান ৪৮১ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব সম্বন্ধে সনাতন জ্ঞান ভাণ্ডারে কিছু সংবাদ আছে কি? যদি শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবের ৬০ ষাট হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাল্মীকি রচিত রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের সংবাদ পাওয়া যায় এবং উহাকে ভবিষ্য দাশরথি শ্রীরামচন্দ্রের তত্ত্ব ও লীলা জ্ঞাপক বলা হয়; তবে বেদ, পুরাণ, মহাভারতাদিতে উল্লিখিত শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব বা লীলাকে বর্ত্তমান কল্পের শ্রীজগন্নাথমিশ্র সুত শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা বলিতে আপত্তি কি থাকিতে পারে।

তত্ত্বতঃ শ্রীনাম-নামী অভিন্নহেতু শ্রীনামীর তত্ত্ব বা লীলা সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে কারণরূপে শ্রীনামের তত্ত্ব বা লীলা সাক্ষাৎকার হয়, শ্রীনামীর আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীনামের আবির্ভাব হয় এবং শ্রীনামই ভক্তহৃদয়ে স্বকীয় স্বরূপ, গুণ, লীলা, ধাম, পরিকরাদি প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাই একমাত্র শ্রীনাম অনুশীলনকারী বাল্মীকি শ্রীনামের কৃপায় ভবিতব্য শ্রীরামলীলা সাক্ষাৎকার করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীব্রহ্মা, শ্রীনারদ, শ্রীবেদব্যাস, শ্রীশুকদেব প্রভৃতি কি পূর্ব্ববর্ত্তি কি পরবর্ত্তি লীলা বর্ণনকারিগণ শ্রীনামের কৃপায় ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সর্ব্বকালীন লীলানুভব করিয়া ভগবল্লীলা বর্ণন করেন। "সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ॥" (চৈ চ ৩। ২০। ২৯)

শ্রীনামী ভগবান্ও "নাম জন্মাইয়া প্রভু জন্মিলা আপনে॥" ভগবদাবির্ভাবের দ্বার ভক্তের হৃদয়। গঙ্গার আবির্ভাবের দ্বার মহাদেবের মস্তক 'হরদ্বার'।

ভক্ত প্রথমে অন্তরে সাক্ষাৎকার পান এবং ভক্তের ইচ্ছা পূরণার্থে বহির্জগতে সর্ব্বসমক্ষে প্রকটিত হন—শ্রীভগবান 'ভক্তেচ্ছাপূরণব্যগ্রঃ', সত্যং বিধাতুং নিজভৃত্য-ভাষিতং—স্তম্ভে সভায়াং ন মৃগং ন মানুষম্।" (ভা ৭।৮।১৭)

যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি, স্বতন্ত্র বিহার।
তথাপিও ভক্তবশ স্বভাব আমার॥ (চৈ ভা ৩।১ অ)

আলোচ্য এই গ্রন্থে সর্ব্বশক্তিমান সেই শ্রীনামানুশীলনকারী বিদ্বদ্গণের অনুভবকে প্রমাণ শিরোমণি এবং শ্রীমদ্ভাগবতকে মধ্যস্থ রাখিয়া বেদ, শ্রুতি, তাপিণী, আগম, তন্ত্র, মন্ত্র, সংহিতা, পুরাণ, উপপুরাণ, মহাভারত, স্মৃতি, ভাষ্য, টীকা প্রভৃতি হইতে শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব জ্ঞাপক প্রমাণসমূহ সঙ্কলন পূর্ব্বক সর্বজন বোধ্য প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করায় একাধারে পাণ্ডিত্য, অধ্যবসায়, উপাস্যনিষ্ঠা ও স্বীয় ভজননিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন—গ্রন্থকার। যদিও স্থানে স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তায় সন্দিহান ব্যক্তিগণের প্রতি তাঁহার ভাষায় কিঞ্চিৎ উষ্মার প্রকাশ পাইয়াছে, উহা দূষণ না হইয়া ভূষণই হইয়াছে—কারণ ঐসকল বাক্য তাঁহার নিজের নহে—তাদৃশ দীনজনের প্রতি কৃপালু চিত্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনের বাক্যের পুনরুক্তি করিয়াছেন মাত্র। "হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন। সর্বোত্তম হইলেও তারে অসুরে গণন॥ (চৈ চ ১।৮।১২) ইত্যাদি। ক্রোধোঽপি দেবস্য বরেণ তুল্যঃ।

বর্ত্তমান যুগে এইরূপ একখানি গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল, এই গ্রন্থ সঙ্কলন ও প্রকাশ দ্বারা সেই অভাব দূর করিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজ এবং 'প্রকাশক' মহাশয় বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। কুতূহলী হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রের এই গ্রন্থখানি অবশ্য পাঠ্য হইবে ইহাতে আর সংশয় নাই। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

জয় সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের জয়॥

হইয়াছেন হইবেন প্রভুর যত দাস। সভার চরণ বন্দোঁ। দন্তে করি ঘাস॥

শ্রীবৈষ্ণবদাসাভাস

শ্রীকানাইলাল অধিকারী

(কাব্য-ব্যাকরণ-বেদান্ত-বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ, পুরাণ-ভক্তি-রত্ন)

শ্রীগুরুপূর্ণিমা
১৩৭৫
শ্রীনবদ্বীপধাম।

: সূচীপত্র :

কোন কোন গ্রন্থের সাঙ্কেতিক চিহ্ন—শ্রীমদ্ভাগবত—ভাঃ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—চৈঃ চঃ। শ্রীচৈতন্যভাগবত—চৈঃ ভাঃ। শ্রীলঘুভাগবতামৃত—লঃ ভাঃ।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২২	৬	বৃত্রব্ধ	বৃত্রবধ
৩৫	১৭	দ্বাপর	দ্বাপরে
৬৩	২	তদাহ্বয়ঃ	তদাহ্বয়াঃ
৪১	২৫	থাকাত	থাকাতে
৪২	২	স্কন্দে	স্কন্ধে
৪৮	২০	বদেবেদ্য	বেদবেদ্য
৫০	১৮	আকার	আমার
৫৩	৯	চতুপ্পাদ	চতুষ্পাদ
৬০	২১	মহি	মহিষী
৭২	২৬	সাস্ত্রী	শাস্ত্রী
১০০	৫	স্ফুত্তি	স্ফূর্ত্তি
১০০	২০	সাঙ্গোপঙ্গাস্ত্র	সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র
১০১	১২, ১৫, ১৭	কল্মশ	কল্মষ
১০৪	২৫	বিদ্যদনুভব	বিদ্বদনুভব
১১১	৯	সমর্থতে	সমর্থ্যতে
১১২	৬, ১৭	উর্দ্ধাম্নায়	উর্দ্ধম্নায়
১১৫	১৮	পশ্চাদশদ	পশ্চাৎপদ
১২৩	১৯	মিমাংসা	মীমাংসা
১২৯	৪	পরিভবঘ্নে	পরিভবঘ্ন
১৪৩	২	সাহচর্য্যর্থে	সাহচর্য্যার্থে
১৪৪	১৬	কেহ কেহ	কেহ কহে
১৫১	২৫	বর্জ্জিতাং	বর্জ্জিতাঃ

প্রেসাধ্যক্ষের অসাবধানতায় কোন কোন স্থলে ছাপায় অক্ষর উঠে নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বামৃত

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ ॥
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥
নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ ॥
জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥

বর্ত্তমানকালে কতিপয় অশিষ্ট ব্যক্তি বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র প্রতিপাদ্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে একজন ভক্ত মানব বলিয়া প্রচার করিতেছে। তাহারা বলে—শ্রীচৈতন্যভাগবতে ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি বৈষ্ণবগ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গের যে ভগবত্তা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা কেবল কল্পনা প্রসূত, অথবা ঐ বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ ভ্রান্ত। ভ্রমে মনুষ্যকে ভগবান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ভগবত্তার মূলে প্রমাণ শূন্য। ইত্যাদি প্রকারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপকর্ষ বা নিন্দা সূচনাকারী গৌরদ্বেষীরা আমাদের পরমারাধ্য ঠাকুরকে মনুষ্যরূপে কল্পনা করিয়া তাহাতে মরণ ধর্ম্মাদি আছে বলিয়া উল্লেখ করিতেছে। গৌরদ্বেষীরা মনে করে বৈষ্ণবেরা মূর্খ, তাহারা আমাদের তর্ক যুক্তির খণ্ডন করিতে ও কোন প্রমাণ দেখাইতে সমর্থ নহে।

শ্রীগৌরতত্ত্ব বিষয়ে এইরূপ অপপ্রচার আমাদের পক্ষে মর্ম্মন্তুদরূপে অনুভূত হয়। সদ্‌যুক্তি প্রমাণ সহ তাহা নিরাকরণ করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি। বাদী দিগকে জিজ্ঞাসা করি—শ্রীগৌরতত্ত্ব প্রতিপাদক শ্রীচৈতন্য-ভাগবতাদি গ্রন্থকারগণকে ভ্রান্ত বলা হয় কোন্ প্রমাণে? প্রমাণ হীন কোন তত্ত্ব সমালোচনা বিজ্ঞগণের অভিমত নহে। তোমরা কথায় কথায় প্রমাণ হীন যুক্তির অবতারণা কর, তাহাতে অজ্ঞতার পরিচয় বেশ বুঝা যায়। অজ্ঞের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা কাল্পনিকরূপে প্রতীত হইলেও তাহা বিজ্ঞের নিকট সপ্রমাণরূপে সুপরিচিত। যে বস্তু স্বরূপতঃ যাহা নহে, তাহাতে তাহার আরোপকে ভ্রম বলে—যেমন স্থাণুতে পুরুষত্ব বুদ্ধি। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কি মানব? যে কারণে তাঁহাতে ভগবত্তা আরোপ করিয়া তদ্‌ভক্ত-গণ ভ্রান্ত হইয়াছেন। ভ্রমের স্থিতি অভক্তে, ভক্তে নহে। শ্রীহরিভক্তগণে ভ্রম আছে, একথা কোন শাস্ত্রে আছে কি? ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্‌সা করণাপাটব। আর্ষ বিজ্ঞবাক্যে নাই এই দোষ সব (চৈঃ চঃ)।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে (শ্রীগীতা ৭।১৪)। শ্রীভগবৎ শরণাগত ব্যক্তিমাত্রই মায়ামুক্ত। মায়ামুক্ত শ্রীহরিভক্তগণে মায়ার কার্য্য বিশেষ যে ভ্রম নাই ইহা সুস্পষ্ট সপ্রমাণে বুঝা যাইতেছে। শ্রীভগবান যেমন শ্রীগীতায় বলেন—আমার শরণাগত ব্যক্তি (ভক্ত) মায়ামুক্ত, তেমন (ভাঃ ১১।২৫.২৬) নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ। টীকা—মদপাশ্রয়ঃ মদেকশরণঃ একাদশস্কন্ধেও বলেন —হে উদ্ধব! কেবল আমার শরণাগত ব্যক্তিই নির্গুণ অর্থাৎ মায়ামুক্ত। ইত্যাদি প্রমাণে **একমাত্র হরিভক্তই গুণাতীত** সেই ভক্তগণ তোমাদের মতে ভ্রান্ত হইয়াছেন কোন্ বিচারে? তাঁহারা মায়ামুক্ত বলিয়া সুদৃঢ় ভাবে শ্রীহরিভজন করেন। (গীতা ৭।২৮) তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ। বৈষয়িক মায়ামোহে পতিত ব্যক্তিগণের বুদ্ধি ও স্মৃতি ভ্রষ্ট হওয়াতে তাহারা ভ্রান্ত আখ্যা ধারণ করে। যাঁহারা ভক্তিযোগে সর্ব্বতো-ভাবে শ্রীভগবৎ তত্ত্বোপলব্ধি করেন। (গীতা ১৮।৫৫) ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। (ভাঃ ১১।১৪।২১)

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ। অর্থাৎ (শ্রীভগবান একমাত্র ভক্তিযুক্ত ভক্তগণ কর্তৃক গ্রাহ্য হন), তাঁহারা ভ্রান্ত হইলেন কোন্ প্রমাণে? সাধারণ মনুষ্য ভক্তি সাধনায় রত হইয়া যখন রতি অবস্থা লাভ করে, তখন তাদৃশ জাতরতি ভক্তের নিকট শ্রীভগবদনুভূতি বা তত্ত্ববিজ্ঞান স্বয়ংই প্রাদুর্ভূত হয়। (ভাঃ ১।২।২০)

এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে।

এই প্রমাণে জাতরতি ভক্তের পক্ষে ভগবৎ তত্ত্ব সাক্ষাৎকার ঘটে। নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা জ্ঞানের বিষয় না হওয়ার কোন কারণ নাই। তাঁহারা যাহা বুঝিতে পারেন নাই, মায়াভ্রমগর্ত্তে পতিত মহামোহান্ধ তোমরা তাহা বুঝিয়াছ ইহা বিজ্ঞগণের হাস্যরসের বিষয় হয় না কি? অর্থাৎ গৌরভক্তগণ শ্রীগৌরকে মনুষ্য বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই, আমরা মায়াসেবক হইয়াও বুঝিয়াছি, এইরূপ তাৎপর্য্য তোমাদের কথা হইতে প্রকাশ পাইতেছে, সুতরাং ইহা বিজ্ঞের হাস্যরস পোষক। শ্রীভগবানের ভগবত্তা বুঝিতে অভক্তগণের অদৃষ্টে নাই—নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া। শক্য এবম্বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা। ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ (গীতা ১১।৫৩, ৫৪)। ইত্যাদি প্রমাণে অভক্তগণ সংস্কৃতজ্ঞ হইলেও শ্রীভগবৎ প্রতিপাদক শাস্ত্র তাহাদের সম্বন্ধে দুর্ব্বোধ্য ইহাই প্রমাণিত হইল। এই কারণেই শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র বোধ হয় না।

একমাত্র শ্রীহরিভক্তেরই পরোক্ষজ্ঞান হয়, ইহা শ্রুতি প্রমাণেও দেখান হইতেছে—যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ। ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী। ইত্যাদি প্রমাণে **একমাত্র শ্রীহরিভক্তগণই পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানবান্** অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রবোধসম্পন্ন ও শ্রীভগবদৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যানুভবী, অন্য কেহ নহে ইহা প্রমাণিত হইল। ভ্রান্তদের মতে তাঁহারা যে ভ্রান্ত নহেন ইহাও ভক্তিশ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণকে জানান

হইল। শ্রীভগবান মনুষ্যদের মধ্যে স্বয়ংসিদ্ধ মনুষ্যাকৃতিরূপে অর্থাৎ নরাকৃতি পরংব্রহ্মস্বরূপে আগমন করিলেও একমাত্র ভক্তিচক্ষু দ্বারা তাঁহার পরংব্রহ্মত্ব প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ভক্তিহীন চক্ষুতে কেবল নররূপেই তিনি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। "শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবৈতি (কৈবল্যোপনিষৎ)। অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ (বেদান্তসূত্র ৩.২।২৪) অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠিত হইলে চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষে শ্রীপরমেশ্বর গ্রাহ্য হন। ভক্তিহীন চক্ষুতে তিনি দৃষ্ট হন না।

যথা (কাঠকে)—পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।

অর্থ—কঠোপনিষৎ বলেন—শ্রীব্রহ্মা চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহকে পরাঙ্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এই কারণে তাহারা অন্তরাত্মা অর্থাৎ শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ নহে; কেবল বাহ্যবস্তুই দেখিতে পায়। শ্রীব্রহ্মসংহিতাও প্রকাশ করেন—প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি। তং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং............।

ভক্তের নিকট শ্রীভগবানের ভগবত্তা সাক্ষাৎকার ঘটে, অভক্তের নিকট নহে ইহা বহু প্রমাণে প্রমাণিত হইল। এই সকল প্রমাণ অসুরগণ মানিতে চায় না, তথাপি জনকল্যাণের জন্য উল্লেখ করিলাম। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা স্থাপন করিয়াছেন তাঁহারা জাতপ্রেম বা সাধনসিদ্ধ ভক্ত নহেন; তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ ভক্ত। সেই নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদগণ অধিকাংশ শ্রীব্রজের গোপ ও গোপী। যথা শব্দকল্পদ্রুমে ধৃত অনন্তসংহিতা বাক্য—

কৃষ্ণাবতারকালে যাঃ স্ত্রিয়ো যে পুরুষাঃ প্রিয়াঃ।
কলৌ তেঽবতরিষ্যন্তি শ্রীদামসুদামাদয়ঃ।
চতুঃষষ্টিমহান্তস্তে গোপা দ্বাদশবালকাঃ॥

অর্থ—কৃষ্ণাবতার সময়ে যত স্ত্রী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কান্তা গোপীগণ ও শ্রীদাম সুদামাদি দ্বাদশ গোপবালক ইঁহারা চতুঃষষ্টি মহান্তরূপে কলিকালে অবতরণ করিবেন।

কাশিমিশ্রঃ শশিরেখা রূপঃ শ্রীরূপমঞ্জরী।
আচার্য্যরত্নশ্চন্দ্রঃ স্যাদ্ব্যাসো বৃন্দাবনঃ স্মৃতঃ॥ ইত্যাদি।

বায়ুপুরাণেও শ্রীগৌরপরিকরদের সম্বন্ধে উক্তি আছে, পরে দেখান হইবে। শ্রীগৌরভক্তগণ মহাসিদ্ধ ভক্ত। শ্রীবেদব্যাস স্বয়ংই শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীবৃন্দাবনদাসরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি উক্ত গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা স্থাপন করিয়াছেন, তাহা নাস্তিক ভিন্ন অন্য কাহারও অমান্য নহে। এই সকল মহাভক্তগণকে মহাজনও বলা যায়। ইঁহাদের কর্তৃক ধর্ম্মপথ নিরূপিত হইয়া জগতে প্রকাশ পায়—

মহাভারত বনপর্ব্বে (৩।১৩।১১৭)—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

অর্থ—তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই, শ্রুতিসকল ভিন্ন ভিন্ন, যাঁহার মত ভিন্ন নহে, তিনি ঋষি নহেন, ধর্ম্মের তত্ত্ব (যাথার্থ্য) গুহার মধ্যে নিহিত আছে অর্থাৎ ধর্ম্মের তত্ত্ব কেহ জানে না, মহাজন যেদিকে গমন করিয়াছেন অর্থাৎ মহাজন যাহা আচরণ বা ধর্ম্মরূপে অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাহাই সকলের শ্রেয় পথ।

পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজন শ্রীনারদ, ব্যাস ও ব্যাসপুত্র শুকদেবাদি ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ যত ঋষি। পরবর্ত্তী মহাজন শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পরিকরবৃন্দ। মহাজন সকল যাহা নিরূপণ করেন তাহাই শাস্ত্র। এই সকল পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী মহাজনগণ কলিতে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে ভগবান বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। তাহা অন্যথা করিতে কাহারও সামর্থ্য নাই। শ্রীমহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীনারদপঞ্চরাত্র, উপপুরাণ ও অন্যান্য পুরাণ এবং শ্রুতি প্রভৃতিতে শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবানরূপে উক্ত হইয়াছেন, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণের উক্তি বলা যায়। এই সকল শাস্ত্রের উক্তি দেখান হইবে। পরবর্ত্তী মহাজনগণের উক্তি তোমাদের গাত্রদাহ করে বলিয়া তাহা খণ্ডন করিতে তোমরা অপচেষ্টা করিতেছ। তোমাদের বোধের জন্য আরও বলা হইতেছে—প্রত্যক্ষাদি যত প্রমাণ আছে, ঐ সকল প্রমাণের মধ্যে **মহদনুভব বা বিদ্বদনুভব নামক প্রমাণই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।**

"মহদনুভব যাতে সুদৃঢ় প্রমাণ" (চৈঃ চঃ আঃ ৬)। আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি

এই প্রমাণকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। মহৎ বা বিদ্বান শব্দে "হরিভক্ত" অর্থ বুঝায়। "বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্। মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ… … যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থাঃ" (ভাঃ ৫।) ইত্যাদি প্রমাণে মহৎশব্দে হরিভক্ত অর্থ বুঝায়। মহৎশব্দে যেমন মুখ্যার্থে হরিভক্ত বুঝায়, তেমন বিদ্বান্ বলিতে মুখ্যার্থেই হরিভক্ত বুঝায়—ভাঃ ৪।২৯।৪৯ শ্লোকে শ্রীনারদ বলিয়াছেন "সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।" যয়া তস্মিন্ মতির্ভবতি সৈববিদ্যা, মহাফলত্বাৎ (**টীকা**)—অর্থাৎ যাহাদ্বারা শ্রীহরিতে মতি হয়, তাহাই বিদ্যা। শ্রীহরিতে ভক্তিভিন্ন অন্য কোন কারণে মতি হয় না, অতএব বিদ্যা বলিতে ভক্তি, সেই বিদ্যা যাঁহাতে আছে, তিনি বিদ্বান্। ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রই বিদ্বান্, তাঁহাদের অনুভবকে বিদ্বদনুভব বলে। তত্ত্বনির্ণয়াদি বিষয়ে ভক্তগণের বাক্যই গ্রাহ্য। শ্রীহরিভক্তি বিলাসে ধৃত বিষ্ণুরহস্যে শ্রীব্রহ্মোক্তি—

অর্চ্চয়ন্তি সদা বিষ্ণুং মনোবাক্‌কায়কর্ম্মভিঃ।
তেষাং হি বচনং কার্য্যং তে হি বিষ্ণুসমা মতাঃ॥

অর্থ—যাঁহারা মন, বাক্য ও দেহচেষ্টাদ্বারা নিরন্তর হরির অর্চ্চন করেন, অর্থাৎ স্মরণ কীর্ত্তন পরিচর্য্যাদি করেন, তাঁহাদের বাক্য পালন করাই কর্ত্তব্য; যেহেতু তাঁহারা শ্রীহরিসদৃশ। পাদ্মে বৈষ্ণবতন্ত্রে—

ইতিহাস পুরাণজ্ঞাঃ স্মৃতিসিদ্ধান্তবেদিনঃ।
বাসুদেবপ্রিয়া যে চ তদুক্তং বৈদিকং ভবেৎ॥

অর্থ—ইতিহাসপুরাণদর্শী, স্মৃতিসিদ্ধান্তবিশারদ বাসুদেবভক্তগণের বাক্য বেদের সদৃশ।

শ্রীহরিভক্তজনে সর্ব্বপ্রকার সদ্‌গুণ বাস করে—

সর্ব্বমহাগুণগণ বৈষ্ণব শরীরে।
কৃষ্ণের যতক গুণ ভক্তেতে সঞ্চরে॥ চৈঃ চঃ মঃ ২২
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ।
এই সব ইঁহার শরীরে প্রকাশ॥ ঐ আঃ ৮

শ্রীভাঃ ৫।১৮।১২—যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণাঃ
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

অর্থ—যে ব্যক্তির ভগবান শ্রীহরিতে নিষ্কামা ভক্তি আছে, তাঁহার দেহে ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্যাদি সমস্ত সদ্গুণের সহিত শ্রীভগবানের পরিকররূপ শ্রীশিব ব্রহ্মাদি দেবগণ ও মুনিগণ নিত্য বসতি করেন। পরন্তু যে ব্যক্তি গৃহাদিতে আসক্ত অর্থাৎ কামিনীকাঞ্চনদাস ও লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদির দাস সেই ভক্তিহীন ব্যক্তির মহদ্গুণ লাভের সম্ভাবনা কোথায়? সে সর্ব্বদা বিবিধ অসৎ মনোরথে বহির্ধাবমান হইয়া থাকে।

ভক্তিহীন ঋষিগণের বাক্যও আদরণীয় নহে। যেহেতু শ্রীভাগবত প্রমাণে (৩।৯।১০) তাঁহারা সংসারী—

অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব
যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি॥

ভক্তিসন্দর্ভ ১০৯—স্বভাবাদ্যুষ্মদ্ভজনবিমুখাঃ সংসারিণো ভবন্তি; কিং বহুনা? তত্তন্মার্গসিদ্ধা মুনয়োঽপি যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখাশ্চেৎ ইহ জগতি সংসরন্তি; অথবা মুনয়োঽপি ত্বদ্বিমুখাশ্চেত্তর্হি সংসরন্ত্যেব। কথম্ভূতাঃ সন্তঃ সংসরন্তীত্যাহ—অহ্ন্যাপৃতেত্যাদি; "আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদম্" (ভাঃ ১০।২।২৬) ইত্যাদি।

অর্থ—শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবানকে বলিয়াছিলেন—হে দেব স্বভাব বশতঃ আপনার ভজনবিমুখ হইয়া মানবগণ সংসারী হইয়া থাকে, ইহা অধিক কি? ভক্তি ভিন্ন অন্যান্য মার্গে (নিষ্কাম কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি মার্গে) সিদ্ধি প্রাপ্ত মুনিগণও যদি ভবদীয় শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তি প্রসঙ্গ বিমুখ হন, তাহা হইলে তাঁহারাও এই জগতে সংসারীদের মতই সংসার প্রাপ্ত হন। অথবা মুনি-গণও যদি আপনার ভজনবিমুখ হন, তাহা হইলে সংসার প্রাপ্ত হইয়া

থাকেন। তাঁহাদের সংসার ক্লেশ এই প্রকার—দিবাভাগে ইন্দ্রিয়সকল ভগবদিতর বিষয় সমূহে ব্যাপৃত থাকিয়া ক্লিষ্ট হয়; রাত্রিকালেও দুঃস্বপ্নাদি যোগে নিদ্রা ক্ষণে ক্ষণে ভগ্ন হওয়াতে তাঁহারা নিদ্রা সুখ লাভ করিতে পারেন না, কারণ নানাপ্রকার অসদ্ বিষয়বাসনায় বুদ্ধি বিজড়িত। সংসার সুখের জন্য অর্থ সংগ্রহে তাঁহাদের উদ্যম থাকিলেও দৈব কর্ত্তৃক উহা প্রতিহত হইয়া থাকে; এই প্রকারই সংসার ক্লেশ। দেবগণও বলিয়াছেন—ভক্তিহীন জ্ঞানাদিসাধনে অতি কষ্টে পরমপদ অর্থাৎ জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হইলেও ভক্তি-হীনতা বশতঃ সেই সকল মুক্তাভিমানীরা অধঃপতিত হয়।

ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তিমাত্রই পাপী, মূঢ় ও অসুর—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥

গীতা ৭।১৫—শ্রীভগবান বলেন দুষ্কৃতিপরায়ণ মূঢ় নরাধম ব্যক্তিরা মায়া কর্ত্তৃক জ্ঞান নষ্ট হইয়া আসুর স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমার শরণাগত হয় না অর্থাৎ আমার ভজন করে না।

ভক্তিসন্দর্ভে ধৃত (১১০) অগ্নিপুরাণ ও বিষ্ণুধর্ম্মবাক্য—

দ্বিবিধো ভূতসর্গোঽয়ং দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তিপরো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্যয়ঃ॥

অর্থ—প্রাণিগণের সৃষ্টি দ্বিবিধ—দৈব ও আসুর। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিরাই দৈব; অভক্তগণ তাহার বিপরীত অর্থাৎ আসুর সৃষ্টির অন্তর্গত।

ঐ সন্দর্ভে ধৃত মহাভারত বাক্য—

মাতৃবৎ পরিরক্ষন্তং সৃষ্টিসংহারকারকম্।
যো নার্চ্চয়তি দেবেশং তং বিদ্যাদ্ব্রহ্মঘাতকম্॥

অর্থ—মাতার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে প্রাণিগণের রক্ষক ও জগতের সৃষ্টি এবং সংহারকারী সর্ব্বদেবেশ শ্রীহরির যে ব্যক্তি ভজন করে না, সেই অভক্ত ব্যক্তিকে ব্রহ্মঘাতক বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অন্তং গতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেদ্যপি।
যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্।

ঐ সন্দর্ভে ধৃত গরুড় পুরাণ বাক্য। **অর্থ**—সর্ব্ববেদশাস্ত্রে পারঙ্গত এবং অন্যান্য সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ হইয়াও যে ব্যক্তি সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরির ভক্ত নহে, তাহাকে পুরুষাধম বলিয়া জানিতে হইবে। ইত্যাদি প্রমাণে ভক্তিহীন মুনি ঋষি প্রভৃতি ব্যক্তিগণও বিদ্বান্ বা মহৎ নহেন; সুতরাং তাঁহাদের অনুভূতি বিদদনুভূতি বা মহদনুভূতি নহে, ইহা সর্ব্বতোভাবে প্রমাণিত হইতেছে। কেবল ভক্তগণ বিদ্বান্ বা মহৎ, তাঁহাদের অনুভূতিকে বিদ্বদনুভূতি বা মহদনুভূতি বলা যায়। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণ পরমবিদ্বান্ বা পরমমহৎ, যেহেতু তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ ভক্ত। তাঁহাদের অনুভবকে পরমবিদ্বদনুভব বা পরমমহদনুভব বলা যায়, এবিষয়ে আর সন্দেহ থাকিল না।

শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা বিষয়ে কতিপয় পরমবিদ্বদনুভব প্রমাণ উল্লেখ করিতেছি—শ্রীবেদব্যাসের অবতার শ্রীপাদ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীচৈতন্যভাগবতে (আঃ ২) "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" গীতা প্রভৃতি প্রমাণের অর্থ ব্যক্ত করিয়াছেন—

কোন্ হেতু কৃষ্ণচন্দ্র করে অবতার।
কার শক্তি আছে তত্ত্ব জানিতে তাহার॥

তথাপি শ্রীভাগবতে গীতায় যে কহে।
তাহা লিখি যে নিমিত্ত অবতার হয়ে॥

তবে প্রভু যুগধর্ম্ম স্থাপন করিতে
সাঙ্গোপাঙ্গ অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে।

কলিযুগে ধর্ম্ম হয় হরি সংকীর্ত্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন। ইত্যাদি॥

"বৃহস্পতির্বাসবগুরুঃ সার্ব্বভৌমো ভবিষ্যতি" এই বায়ুপুরাণে প্রমাণিত শ্রীবৃহস্পতির অবতার শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য; অতএব তিনি এক পরমবিদ্বৎ-শিরোমণি। তাঁহার উক্তির অভিনন্দন করিয়া সন্দর্ভকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন "দর্শিতঞ্চৈতৎ পরমবিদ্বচ্ছিরোমণিনা শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যেণ"—

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।

আবির্ভূতস্তস্য পদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥

অর্থ—যিনি কাল প্রভাবে বিলুপ্ত স্বীয় ভক্তিযোগকে প্রকট করিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহার শ্রীচরণকমলে আমার চিত্ত-ভৃঙ্গ প্রগাঢ়রূপে বিলীন হউক। এই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াই তাঁহার তত্ত্ব নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত আর একটী শ্লোক ভক্তিরসামৃত সিন্ধু (১.২) শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামী টীকায় ধৃত আছে তাহা অজ্ঞগণের বোধের জন্য উল্লেখ করিতেছি—

কৃষ্ণো দেবঃ কলিযুগভবং লোকমালোক্য সর্ব্বং,
পাপাসক্তং সমজনি কৃপাসিন্ধুচৈতন্যমূর্ত্তিঃ।
তস্মিন্ যেষাং ন ভবতি সদা কৃষ্ণবুদ্ধির্নরাণাং,
ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ ধিগিতি দিগিতি ব্যাহরেৎ কিং মৃদঙ্গঃ।

অর্থ—দেব (ভগবান্) শ্রীকৃষ্ণই কলিযুগীয় লোকসকলকে পাপাসক্ত দেখিয়া করুণাসাগর শ্রীচৈতন্য মূর্ত্তিরূপে প্রকট হইয়াছেন; সেই শ্রীচৈতন্য মূর্ত্তিতে যে সকল মনুষ্যের সর্ব্বদা কৃষ্ণবুদ্ধি হয় না, তাহাদের প্রতি মৃদঙ্গ যেন ধিক্ ধিক্ বলিয়া উচ্চারণ করিতেছে অর্থাৎ তাহাদিগকে ধিক্কার করিতেছে। শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যভক্ত ছিলেন কি না? সন্দেহজাগিলে শ্রীনীলাচল-ধামে সন্ধান নেওয়া উচিত। তথায় অদ্যাবধি তাঁহার পীঠস্থান বিরাজিত আছে।

আর এক শ্রীগৌরপরিকরের নাম উল্লেখ করিতেছি—শ্রীকাশীবাসী পরম বিদ্বান্ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী। যাঁহার প্রথম নাম ছিল—প্রকাশানন্দ সরস্বতী, ইনি অনন্ত-সংহিতা প্রমাণে শ্রীরাধার পরমপ্রেষ্ঠা সখী শ্রীতুঙ্গবিদ্যার অবতার। যথা শ্রীকৃষ্ণোক্তি—

প্রবোধানন্দবিখ্যাতস্তুঙ্গবিদ্যা তথা প্রিয়া।

তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহার তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং গৌরং কৃষ্ণমপি স্বয়ম্
যো রাধাভাবসংলুব্ধঃ স্বভাবং নিতরাং জহৌ।

অর্থ—স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও গৌর সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুকে বন্দনা করি, যিনি শ্রীরাধাভাবে সংলুব্ধ হইয়া নিজের স্বভাব সতিশয় ত্যাগ করিয়াছেন অর্থাৎ ভক্ত স্বভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন। **"রূপঃ শ্রীরূপমঞ্জরী"** পূর্ব্বোক্ত প্রমাণে শ্রীরাধা গোবিন্দের অন্তরঙ্গা সেবিকা শ্রীরূপমঞ্জরীর অবতার পরম বিদ্বান্ শ্রীপাদ রূপগোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া বহু শ্লোকে তাঁহার তত্ত্বাদি প্রকাশ করিয়াছেন এ স্থলে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ,
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

অর্থ—কোনও অবতার কর্ত্তৃক কোনও কালে উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী প্রেমভক্তি এই ব্রহ্মাণ্ডে অর্পিত হয় নাই ; সেই স্বভক্তিসম্পৎ যত্র তত্র অর্পণ করিতে যিনি কেবল কারুণ্য গুণে কলিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যাঁহার স্বর্ণ অপেক্ষাও সুন্দর কান্তি সমূহ প্রকাশ পাইতেছে ; সেই শ্রীশচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়রূপ গুহায় স্ফুরিত হউন।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থে সমস্ত শ্রীগৌর-পরিকরগণের স্বরূপ নির্দ্দেশ আছে, তাহা দ্রষ্টব্য। অনন্তসংহিতা ও বায়ুপুরাণে কতিপয় পরিকরের স্বরূপ দৃষ্ট হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপাদির সাক্ষাৎদর্শী তদীয় পরিকরগণ, তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন তাহাই পরমবিদ্বদনুভব প্রমাণ। শ্রীমতী ললিতা সখীর অবতার শ্রীস্বরূপ গোস্বামী শ্রীগৌরতত্ত্ব সম্বন্ধে বলেন—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

অর্থ—শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রেমের বিকৃতিরূপা হ্লাদিনী শক্তি, এই কারণে রাধাকৃষ্ণ পরস্পর একাত্মা হইলেও পুরা অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে বিলাস

বাসনায় পৃথিবীতে দেহভেদ স্বীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই দুই একত্ব প্রাপ্ত হইয়া চৈতন্য নামে প্রকট হইয়াছেন, অতএব শ্রীরাধার ভাব ও কান্তিযুক্ত কৃষ্ণস্বরূপকে অর্থাৎ নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে নমস্কার করি।

এই প্রকার শ্রীপাদ সনাতন ও শ্রীজীব প্রভৃতি গোস্বামীগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। শ্রীরাধামদনমোহনের প্রেরণায় শ্রীকস্তুরী মঞ্জরীর অবতার শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারতাদি গ্রন্থ হইতে শ্রীগৌরতত্ত্ব সম্বন্ধে উদ্ধৃত প্রমাণসহ শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভৃতির তত্তত্ত্ব সম্বন্ধে উক্তি সমূহ সন্নিবেশিত করিয়া স্বানুভবব্যঞ্জক শ্লোকাবলিও ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

অর্থ—যাঁহাকে উপনিষদে অদ্বৈত ব্রহ্ম বলা হয়, তিনি কিন্তু এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তনুর আভা মাত্র, যোগশাস্ত্রে যিনি আত্মা অর্থাৎ জীবের অন্তর্য্যামী পুরুষ বলিয়া কথিত হন, তিনি এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অংশ বিভূতি, আর ইহ অর্থাৎ তত্ত্ববিচারে সাত্বতশাস্ত্রে যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণরূপে উক্ত হন তিনি ভগবান অর্থাৎ বিলাস মূর্ত্তি লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণ। অয়ং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ) স্বয়ং (স্বয়ং ভগবান্) এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কিন্তু স্বয়ং ভগবান ; অতএব শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন শ্রীচৈতন্য ভিন্ন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভিন্ন জগতে পরতত্ত্ব বলিয়া আর কেহ নাই।

সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্র কুমার।
আপনি চৈতন্যরূপে কৈলঅবতার॥
অতএব চৈতন্য গোসাঞি পরতত্ত্ব সীমা। চৈ চঃ আঃ ২

শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণ স্বানুভূতি সহ শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র প্রমাণে

শ্রীগৌরসুন্দরের স্বয়ং ভগবত্তা প্রমাণিত করিয়াছেন। এই ভক্তগণ ব্রহ্মসৃষ্টির দেব ঋষি বা মানব জাতি নহেন, ইঁহারা নিত্যসিদ্ধ ভক্ত। প্রকটকালে কোন কোন দেব ও ঋষি কোন কোন পরিকরে প্রবেশ করিয়া প্রেমরস আস্বাদন করিয়া থাকেন। যেমন শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যে শ্রীবৃহস্পতির প্রবেশ, শ্রীবাসপণ্ডিতে শ্রীনারদের প্রবেশ, এই প্রকার বুঝিতে হইবে। শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপাদি অধিকাংশ পরিকর শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলায় নিত্যসেবিকা সখী ও মঞ্জরীগণ। ইঁহারা প্রকাশবিশেষে শ্রীনবদ্বীপলীলায় শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্য সেবকরূপে চিরকাল আছেন। যেমন শ্রীব্রজলীলা নিত্য, তেমন শ্রীনবদ্বীপলীলাও নিত্য। উভয় লীলার পরিকরগণও নিত্য। ইঁহাদের আকার নরাকাররূপে দৃষ্ট হইলেও ইঁহারা নরজাতি নহেন, শ্রীগরুড় প্রভৃতি পার্ষদের ন্যায় নিত্য মুক্ত জীবও নহেন; ইঁহারা ভাব ও রসের মূর্ত্তি। সখী ও মঞ্জরীরা শ্রীরাধারাণীর কায়ব্যূহ-স্বরূপা, সখাগণ সখ্যরসের মূর্ত্তি, পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুগণ বাৎসল্যরসের মূর্ত্তি, সুতরাং উভয় লীলার পরিকরগণ কেবল ভাব ও রসের বিগ্রহ বুঝিতে হইবে। ইঁহাদের বাক্যই প্রমাণশিরোমণি। ইঁহারা যাহা বলেন তাহাতে কাহারও কোন সংশয় হইতে পারে না। বিদ্বদনুভব বা মহদনুভব যদি সর্ব্বপ্রমাণ শ্রেষ্ঠ হয়, তবে ইঁহাদের প্রতিটী বাক্য সর্ব্বপ্রমাণ শ্রেষ্ঠ হইবে না কেন? ইঁহাদের ন্যায় প্রাকৃত সৃষ্টি মধ্যে ও অপ্রাকৃত হরিধাম সমূহে কোন বিদ্বান্ বা মহৎ নাই। ইঁহাদের বাক্যের উপরে কোন শাস্ত্রপ্রমাণের প্রয়োজন হয় না, তথাপি ইঁহারা অবিশ্বস্ত মানবগণের হিতের জন্য শাস্ত্র প্রমাণে শ্রীগৌরতত্ত্ব স্থাপন করিয়াছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী পরমবিদ্বান্ শ্রীগৌরভক্তগণের অনুভূতি প্রমাণ দেখান হইল। অপ্রত্যক্ষদর্শী অন্য সংপ্রদায়ী বিদ্বান্‌গণও শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবানরূপে অনুভব করিয়াছেন, তাহা দুই একটী উল্লেখ করিতেছি—রামানন্দী শ্রীনাভাজীর ভক্তমাল গ্রন্থ বৈষ্ণব মাত্রের অবিদিত নহে। চতুঃসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ শ্রীভক্তমাল গ্রন্থকে আদর করিয়া থাকেন, সেই শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের ভগবত্তা নিরূপণ ও শ্রীরূপসনাতনাদি গৌরভক্তগণের মহিমা কীর্ত্তন বিশেষরূপে দৃষ্ট হয়। ঐ গ্রন্থের

প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীবৃন্দাবনবাসী মহাবৈষ্ণব শ্রীপ্রিয়াদাসজী তিনি এক সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের ভগবত্তা সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থকারোক্তি যথা—

নিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য কী ভক্তি দশোঁ দিশি বিস্তারী।
গৌড়দেশ পাখণ্ডমেঁ টিকিয়ো ভজন পরায়ণ।
করুণাসিন্ধু কৃতজ্ঞ ভয়ে অগতিন গতিদায়ন॥
দশধা রস আক্রান্ত মহন্তজন চরণ উপাসে।
নাম লেত নিহ পাপ দুরিত তিহি নরক নাস॥
অবতার বিদিত পূরব মহী উভৈ মহন্তদেহধরী।
শ্রীনিত্যানন্দ-কৃষ্ণচৈতন্য কী ভক্তি দশোঁদিশি বিস্তারী॥

শ্রীলালদাস বাবাজী মহাশয়ের পয়ারে ঐ পদের অর্থ—

নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তিরসে।
দশদিগ বিস্তারিয়া অমঙ্গল নাশে॥
কৃষ্ণভক্তিহীন গৌড়দেশ যে পাষণ্ড।
দলন করিয়া দয়াভক্তি তীক্ষ্ণ দণ্ড॥
সভেই ভজনপরায়ণ মতি হৈল।
করুণাসাগর অগতির গতি ভেল॥
দশ রস ভাবাক্রান্ত মহান্তসজ্জনে।
চরণউপাসে ভজে প্রেমবরিষণে॥
কৃষ্ণ আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম লৈতে।
মুক্ত হৈল সভে ভবদুর্গতি হইতে॥
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরাম ভুবি অবতরি।
মহী উদ্ধারিলা দোঁহে ভক্তরূপ ধরী॥ ২।

টীকায়—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বর্ণন দেখা যায়—

আপ বলদেব সদা বারুণীসোঁ মত্ত রহৈ
চহৈ মন মানো প্রেমমত্ততাই চাখিয়ে
সেই নিত্যানন্দপ্রভু মহন্তকী দেহ ধরী
ভরী সব আনি হউ পুনি অভিলাখিয়ে॥

ভয়ো বোঝ ভারী কোঁহুঁ জাতন সম্ভারী জব
ঠৌর ঠৌর পারিষদমাঁঝ ধরী রাখিয়ে।
কহত কহত ঔর সুনত সুনত জাকে
ভয়ে মতবারে বহু গ্রন্থ তাকী সাখিয়ে॥

অর্থ (ঐ পয়ার)—

ব্রজে বলদেব মত্ত বারুণীপানেতে।
এবে নিত্যানন্দরূপে মত্ত প্রেমরীতে॥
ভক্তভাব অঙ্গীকরি জগৎ তারিলা।
ধরি ধরি হরিনাম সভারে লওয়াইলা॥
নিজ পারিষদ সহ প্রেমে মাতোয়ার।
তার সাক্ষী সাধুগণ বহু গ্রন্থ আর॥ ২।

শ্রীযুক্ত নাভাজী রামানন্দী হইয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহা কারুণ্যগুণের বৈভব অনুভব করিয়া ভক্তমাল গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে তাঁহারই শ্রীচরণ ধ্যানাদি করিয়াছেন যথা অথ মঙ্গলাচরণ—"মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্য মন হরণজুকে। চরণকো ধ্যান মেরে নাম মুখ গাইয়ে॥" অস্যার্থ :—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম রূপ।
বদনেতে গাও হৃদে ধরহুঁ অনুপ॥ ১।

শ্রীল নাভাজী ভক্তমাল গ্রন্থে মুক্তকণ্ঠে শ্রীরূপসনাতনাদি গৌরভক্তবৃন্দের মহামহিমা ঘোষণা করিয়াছেন, প্রবন্ধ বিস্তার ভয়ে তাহা উল্লেখ করিলাম না। যাঁহারা শ্রীগৌরতত্ত্ব প্রতিপাদক তদ্ভক্তবৃন্দকে ভ্রান্তরূপে প্রচার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা উড়াইয়া দিতে চায়, সেই অসাধুগণ মহাসর্ব্বজ্ঞ শ্রীল নাভাজীকেও ভ্রান্ত বলিতে কুণ্ঠিত হইবে না বলিয়া মনে হয়। শ্রীগৌর ভক্তগণের বাক্যে অবিশ্বস্ত ব্যক্তিগণের প্রতি আক্ষেপোক্তি ঐ ভক্তমাল গ্রন্থে বাঙ্গালা পয়ারানুবাদে ধৃত আছে। তথাহি শ্লোক :—

যে ত্যক্তসর্ব্ববিষয়াঃ সুধিয়ো মহান্তঃ
শাস্ত্রানুগাঃ পরহিতায় কৃতপ্রবন্ধাঃ।

তেষাং বচো যদি ন সংশয়হারি তৎ তে
দুর্ভাগ্যমত্র বদ কেন বিমোচনীয়ম্ ॥

অর্থ— এতভাবি রাধা-ভাব-কান্তি অঙ্গীকরি।
নবদ্বীপে উদয় করিলা আসি হরি ॥
অঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদ সহ।
চমৎকার লীলা করে ধরি গৌরদেহ ॥
শ্রীল-কবিকর্ণপূর রূপ সনাতন।
আদি করি অনন্ত যে পারিষদগণ ॥
তাঁহা সভার একেকের শক্তিতে বুঝহ।
পণ্ডিত সর্ব্বজ্ঞ সিদ্ধ তেজপুঞ্জ দেহ ॥
মহাপ্রভাব অলৌকিক ব্যবহার।
যাঁর সভার বাক্য হয় বেদবিধি সার ॥
তেঁহো সব সাক্ষাতি দেখিয়া যে কহিল।
সেই বাক্য সুপ্রামাণ্য শত বেদ তুল্য ॥
তাহাতে প্রতীতি যেই মূঢ়ে না জন্ময়।
তার ভ্রান্তি দূর করিবারে কে পারয় ॥ ঐ ৩

শ্রীবিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীল বল্লভভট্ট (বল্লভাচার্য্য) শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সহিত তাঁহার মিলন প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তিনি ঈশ্বররূপে নিরূপণ করিয়াছেন—তুমি ঈশ্বর নিজোচিত কৃপা যে করিলা। চৈঃ চঃ অঃ ৭

তাঁহার পুত্র আচার্য্য শ্রীবিট্ঠলেশ্বর পরম ভাগবত ও পরম পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ ভগবানরূপে অবগত হইয়া তাঁহার শ্রীবিগ্রহ পূজা করিতেন ও তদীয় লীলাস্মরণে পরম বিহ্বল হইয়া থাকিতেন। প্রমাণ শ্রীভক্তিরত্নাকরে (৫)—

বিট্ঠেলের সেবা—কৃষ্ণচৈতন্য বিগ্রহ।
তাঁহার দর্শনে হৈল পরম আগ্রহ ॥ ৮০৪
শ্রীবিট্ঠলনাথ ভট্টবল্লভ তনয়।
পরম বিহ্বল গৌরচন্দ্রের লীলায় ॥ ৮১৭

শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বর শ্রীচৈতন্যমুখনির্গত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমামৃত স্তোত্রের টীকা করিয়াছেন। ঐ স্তোত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভগবান বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর প্রেস হইতে ঐ স্তোত্র প্রকাশিত হইয়াছে, দ্রষ্টব্য। ইত্যাদি সিদ্ধ-মহদ্গণের অনুভব প্রমাণে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবানরূপে প্রমাণিত হইয়েছেন।

বর্ত্তমানকালে কতিপয় যে মালা তিলকধারী (বৈষ্ণব চিহ্নধারী) শ্রীচৈতন্যকে ভগবান বলিয়া মানিতে চাহে না। তাহারা কিন্তু ভক্ত বা বৈষ্ণব নহে, তাহাদিগকে দৈত্য প্রকৃতি বলিয়া বুঝিতে হইবে। যথা (শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৮)—

পূর্ব্বে যৈছে জরাসন্ধ আদি রাজগণ।
বেদধর্ম্ম করি করে ঈশ্বর পূজন॥
কৃষ্ণ নাহি মানে তাতে "দৈত্য" করি মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে 'দৈত্য' তারে জানি॥

ভূমির্দৃপ্তনৃপব্যাজদৈত্যানীকশতাযুতৈঃ। আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণংশরণং যযৌ (ভাঃ১০।১)॥ কৃত্বা দৈত্যবধং কৃষ্ণঃ স-রামো যদুভির্বৃতঃ। ভুবোঽবতারয়দ্ভারং (ভাঃ ১১।১) ইত্যাদি।

অর্থাৎ দৈত্যগণের ভারে পৃথিবী আক্রান্তা হইয়া শ্রীব্রহ্মাকে নিবেদন করিলে তাঁহার প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেব যদুগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া সেই সকল দৈত্যদিগকে বিনাশ করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন। ইত্যাদি প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণদ্বারা নিহত জরাসন্ধাদি রাজগণকে কৃষ্ণদ্বেষী বলিয়া দৈত্য বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই রাজগণ ধার্ম্মিক ছিল, বেদধর্ম্মের সহিত বিষ্ণুপূজাও করিত, তাহাদের চরিত দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন—কেবল ভক্তিযোগে ভক্ত সর্ব্বাবতারের তত্ত্ব ও তদ্ভক্তাদির তত্ত্ব সর্ব্বতোভাবে জানিতে পারে ইহার দৃষ্টান্ত তোমাদের বৈষ্ণবশাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন মূল বৈষ্ণবগ্রন্থে আছে কি ?

উত্তর—ইহার দৃষ্টান্ত শত শত আছে, শ্রীনাভাজীর দৃষ্টান্তেও বলা হইয়াছে. সর্ব্বশাস্ত্র চূড়ামণি ও সর্ব্বপ্রমাণ চক্রবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে দেখা যায়—শ্রীনারদের উপদেশে শ্রীবেদব্যাস প্রেমভক্তিরূপ সমাধিযোগে পরতত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়া-

ছিলেন এবং সর্ব্বতত্ত্বপ্রতিপাদক শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় পুত্র শ্রীশুকদেবের নিকট তাহা প্রকাশ করেন। প্রমাণ (ভাঃ ১।৭)—

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদুপাশ্রয়াম্ ॥

ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য। যাঁহারা পরম ভক্ত, তাঁহারা উৎকণ্ঠা সংকারে সাতিশয় ভক্তিরস বিভাবিত হৃদয়ে শ্রীভগবানকে ধারণ করেন বলিয়া তাঁহাদের বাঙ্মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ অসৎ মার্গে পতিত হয় না, এই কারণে তাঁহাদের ভগবদনুভূতিমাথা বাক্য সত্য হয়—

ন ভারতী মেঽঙ্গ মৃষোপলক্ষ্যতে
ন বৈ কচিন্মে মনসো মৃষা গতিঃ।
ন মে হৃষিকাণি পতন্ত্যসৎপথে
যন্মে হৃদৌৎকণ্ঠ্যবতা ধৃতো হরিঃ ॥ ভাঃ ২।৭।৩৪

অর্থ—শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদকে বলিয়াছেন—হে নারদ! আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাতে তুমি বিশ্বস্ত হও। কারণ আমার বাক্য কদাচিৎ মিথ্যাগতি প্রাপ্ত হয় না, আমার ইন্দ্রিয় সমূহও কদাচিৎ অসৎ পথে পতিত হয় না, যেহেতু আমি উৎকণ্ঠাসহ ভক্ত্যুদ্রিক্ত হৃদয়ে শ্রীহরিকে ধারণ করি।

যাঁহারা এই প্রকার সাক্ষাদ্ভগবদনুভূতিযুক্ত নহেন, তাঁহাদের বাক্য প্রমাণ যোগ্য নহে বুঝিতে হইবে।

প্রশ্ন—আমরা শ্রীভাগবতশাস্ত্রকে প্রামাণিকশাস্ত্র বলিয়া মানিতে ইচ্ছুক নই অর্থাৎ আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীভাগবতকে প্রকৃত শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করি না। তাহা হইতে পুনঃ পুনঃ প্রমাণ উদ্ধৃত করিলেও আমরা গ্রহণ করিব না।

উত্তর—যাহারা শ্রীমদ্ভাগবতকে মানে না, উহারা হিন্দু নহে, কিন্তু **যবন**। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—(১।১) উক্ত আছে—

ভাগবত যে না মানে সে যবন সম।
তার শাস্তা আছে জন্মে জন্মে প্রভু যম ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ সংক্ষেপে দেখান হইতেছে। স্বয়ং ভগবান

শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমুখোক্তি—

গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণঅবতার ॥
সবে পুরুষার্থ '**ভক্তি**' ভাগবতে হয়।
প্রেমরূপ ভাগবত চারিবেদে কয় ॥
চারিবেদ দধি—ভাগবত নবনীত।
মথিলেন শুক—খাইলেন পরীক্ষিত ॥
মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত।
ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব অভিমত ॥
মুক্তি, মোর দাস, আর গ্রন্থ ভাগবতে।
যার ভেদ আছে তার নাশ ভাল মতে ॥
মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
ইহা না বুঝয়ে বিদ্যা তপ প্রতিষ্ঠায় ॥
ভাগবত বুঝি হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত অর্থ ভক্তিসার ॥ চৈঃ ভাঃ মঃ ২১
কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ ভাগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব ॥ চৈঃ চঃ মঃ ২৫
যেন রূপ মৎস্য-কূর্ম্ম-আদি অবতার।
আবির্ভাব তিরোভাব যেন তা'সভারে ॥
এইমত ভাগবত কারো কৃত নহে।
আবির্ভাব তিরোভাব আপনেই হয় ॥
ভক্তিযোগে ভাগবত ব্যাসের জিহ্বায়।
স্ফূর্ত্তি সে হইল মাত্র কৃষ্ণের কৃপায় ॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন বুঝনে নে যায়।
এইমত ভাগবত—সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥

অজ্ঞ হই ভাগবতে যে লয় শরণ।
ভাগবত অর্থ হয় তার দরশন॥
বেদ শাস্ত্র পুরাণ কহিয়া বেদব্যাস।
তথাপি চিত্তের নাহি পাইয়া প্রকাশ॥
যখনে শ্রীভাগবত জিহ্বায় স্ফুরিল।
ততক্ষণে চিত্ত বৃত্তি প্রসন্ন হইল॥
সকল শাস্ত্রই মাত্র **"কৃষ্ণ ভক্তি"** কয়।
বিশেষত ভাগবত—কৃষ্ণরসময়॥
মূর্ত্তিমন্ত ভাগবত—ভক্তিরসমাত্র।
ইহা বুঝে—যে হয় কৃষ্ণের কৃপাপাত্র॥
ভাগবত পুস্তক থাকয়ে যার ঘরে।
কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে॥
ভাগবত পূজিলে সে কৃষ্ণপূজা হয়।
ভাগবত পঠন-শ্রবণ ভক্তিময়॥
নিত্য পূজে পড়ে শুনে চাহে ভাগবত।
সত্য সত্য সেহো হইবেক সেই মত। চৈতন্য ভাঃ অঃ ৩

শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও বলেন—শ্রীবেদব্যাসকৃত **বেদান্তসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত** অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যই শ্রীভাগবত। (চৈঃ চঃ মঃ ২৫)

অতএব ভাগবত সূত্রের অর্থরূপ।
নিজকৃত সূত্রের নিজভাষ্য স্বরূপ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১০) (শ্রীভাগবতমাহাত্ম্যপ্রকরণে) গারুড় বচনম্—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ॥
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥

অর্থ—গরুড় পুরাণে লিখিত আছে, **শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তসূত্রের অর্থস্বরূপ, মহাভারতের অর্থবিনির্ণায়ক, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ, বেদার্থবোধক এবং নিখিলপুরাণমধ্যে সামরূপ অর্থাৎ গরীয়ান্।** এই ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবানকর্তৃক প্রোক্ত, দ্বাদশস্কন্ধসমন্বিত, শতপ্রকরণে যুক্ত এবং অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে নিবদ্ধ।

সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্। ভাঃ ১.৩।৪২

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।

তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥ ঐ ১২।১৩।১৫

অর্থ—মহর্ষি বেদব্যাস এই শ্রীমদ্ভাগবতে সকল বেদ ও ইতিহাসের সার সার উদ্ধার করিয়াছেন। এই শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ববেদান্তসার, যে ব্যক্তি ইহার অমৃতরসে পরিতৃপ্ত তাঁহার আর কখন অন্যত্র অর্থাৎ অন্য শাস্ত্রাদিতে অন্যকোন রসে বা রতি হয় না।

গায়ত্রীর অর্থ এই গ্রন্থ আরম্ভণ।

'সত্যং পরং'—সম্বন্ধ, 'ধীমহি'—সাধন প্রয়োজন॥ চৈঃ চঃ

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্

তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।

তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা

ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥ ভাঃ ১।১।১

এই মন্ত্রটী সমগ্রগ্রন্থের বীজস্বরূপ। গায়ত্রীর সহিত এই শ্লোকের একবাক্যতা আছে। গায়ত্রীর ধীমহি এবং এই শ্লোকের ধীমহি একার্থকই। গায়ত্রীর 'প্রচোদয়াৎ' এবং এই শ্লোকের 'তেনে' এই ক্রিয়াদ্বয়ও এক তাৎপর্য্যক। গায়ত্রীর 'বরেণ্যং ভর্গঃ' ভাগবতের 'সত্যং পরং'। গায়ত্রীতে 'সবিতুর্দেবস্য' পদের তাৎপর্য্য 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' পদে উদ্দিষ্ট, সুতরাং শ্রীভাগবতের বীজস্বরূপ এই শ্লোকটীর সহিত গায়ত্রীমন্ত্রের সর্ব্বথা সাদৃশ্য থাকাতে শ্রীভাগবত যে গায়ত্রীর ভাষ্য—তাহা প্রমাণিত হয়। শ্রীভাগবতের টীকাকার শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন—হৃদা মনসৈব তেনে বিস্তৃতবান্। অনেন বুদ্ধিবৃত্তিপ্রবর্ত্তকত্বেন গায়ত্র্যর্থোঽপি

দর্শিতঃ। শ্রীস্বামিপাদ প্রমাণও উল্লেখ করিয়াছেন—যথোক্তং মৎস্যপুরাণে পুরাণদানপ্রস্তাবে—যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ। বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে॥ লিখিত্বা তচ্চ যো দদ্যাদ্ধেমসিংহসমন্বিতম্। প্রোষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং স যাতি পরমাং গতিম্। অষ্টাদশসহস্রাণি পুরাণং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্। পুরাণান্তরে চ (স্কান্দ এব)—গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রো দ্বাদশস্কন্ধসম্মিতঃ। হয়গ্রীব-ব্রহ্মবিদ্যা যত্র বৃত্রবধস্তথা॥ গায়ত্র্যা সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং বিদুরিতি॥ পদ্ম-পুরাণে চ অম্বরীষং প্রতি গৌতমবচনম্—অম্বরীষ শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু। পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদীচ্ছসি ভবক্ষয়মিতি॥ অত এব ভাগবতং নামান্য-দিত্যপি নাশঙ্কনীয়ম্। তত্ত্বসন্দর্ভে (১৯) দুইটী শ্লোকের অর্থ দেখা যায়—অত্র গায়ত্রীশব্দেন তৎসূচকতদব্যভিচারিধীমহিপদসম্বলিততদর্থ এবেষ্যতে। সর্ব্বেষাং মন্ত্রাণামাদিরূপায়াস্তস্যাঃ সাক্ষাৎ কথনমনর্হত্বাৎ। তদর্থতা চ জন্মাদ্যস্য যতস্তেনে ব্রহ্ম হৃদেতি সর্ব্বলোকাশ্রয়ত্ববুদ্ধিবৃত্তিপ্রেরকত্বাদিসাম্যাৎ। ধর্ম্মবিস্তর ইত্যত্র ধর্ম্মশব্দঃ পরমধর্ম্মপরঃ ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরম ইত্যত্রৈব প্রতি-পাদিতত্বাৎ। স চ ভগবদ্ধ্যানাদিলক্ষণ এবেতি·····অত্র হয়গ্রীবব্রহ্মবিদ্যেতি বৃত্রবধসাহচার্য্যেণ নারায়ণবর্ম্মৈবোচ্যতে। হয়গ্রীবশব্দেনাত্রাশ্বশিরা দধীচিরে-বোচ্যতে। তেনৈব চ প্রবর্ত্তিতা নারায়ণবর্ম্মাখ্যব্রহ্মবিদ্যা······।

অর্থ—মৎস্যপুরাণে পুরাণদানপ্রস্তাবে উক্ত আছে—

যে শাস্ত্রে গায়ত্রীকে অধিকার করিয়া ধর্ম্মবিস্তর বর্ণিত হয় এবং যাহাতে বৃত্রাসুরবধ প্রসঙ্গ আছে, তাহাকেই শ্রীভাগবত বলা যায়। গায়ত্রীশব্দে তৎসূচক তদ্ অব্যভিচারীধী মহিপদসম্বলিত তদর্থই বুঝায় অর্থাৎ গায়ত্রীর অর্থ প্রতিপাদন করে। সমস্ত মন্ত্র মধ্যে গায়ত্রীমন্ত্রই আদি মন্ত্র, এই কারণে ঐ মন্ত্রের সাক্ষাৎ বলা চলে না। ঐ মন্ত্রের অর্থই "জন্মাদ্যস্য যতঃ, তেনে ব্রহ্মহৃদা" অর্থাৎ সর্ব্বলোকাশ্রয়ত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তিপ্রেরকত্বাদি অর্থের সহিত সাম্য আছে, এই কারণে এই শ্লোক ধীমহিপদসম্বলিত হইয়া গায়ত্রীর অর্থ প্রতিপাদন করিতেছে। ধর্ম্মশব্দে এস্থলে পরম ধর্ম্ম অর্থ বুঝায়। এই গ্রন্থের ১।১।২ শ্লোকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাভিলাষরূপ কৈতব বা কাপট্যকে

নিরসন করিয়া পরমধর্ম্ম (ভাগবতধর্ম্ম) নিরূপিত হইয়াছে তাহা ভগবদ্ধ্যানাদি-লক্ষণ ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। যিনি ভাদ্রমাস পূর্ণিমায় স্বর্ণসিংহাসনোপরি লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ স্থাপন করিয়া দান করেন তিনি পরমা গতি লাভ করিয়া থাকেন। এই পুরাণ অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। স্কন্দপুরাণেও লিখিত আছে—যে গ্রন্থ অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে নিবদ্ধ ও দ্বাদশ স্কন্ধে সমন্বিত, যাঁহাতে হয়গ্রীবব্রহ্মবিদ্যা ও বৃত্রাসুর বধ উক্ত আছে, গায়ত্রীমন্ত্রদ্বারা যে গ্রন্থের সমারম্ভ; সেই গ্রন্থই শ্রীভাগবত। হয়গ্রীবব্রহ্মবিদ্যার অর্থ—নারায়ণ কবচ। হয়গ্রীব শব্দে এস্থলে অশ্বশিরা দধীচি মুনি অর্থ বুঝায়, তাঁহার কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নারায়ণবর্ম্মাখ্য ব্রহ্মবিদ্যা বুঝিতে হইবে। পদ্মপুরাণে অম্বরীষের প্রতি গৌতম বলিয়াছেন—হে অম্বরীষ! তোমার যদি ভবক্ষয়ের ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে নিত্যই শ্রীশুকমুনিপ্রোক্ত শ্রীভাগবত শ্রবণ কর ও স্বমুখে পাঠ কর। অতএব শ্রীভাগবত নামে অন্য কোন শাস্ত্র আছে বলিয়া সন্দেহ করা উচিত নহে। উক্ত লক্ষণ সমূহ যুক্ত শাস্ত্রই শ্রীভাগবত বুঝিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা পদ্মপুরাণে ও স্কন্দপুরাণে বিশেষ ভাবে উক্ত আছে। পদ্মপুরাণোক্ত ও স্কন্দপুরাণোক্ত "শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্য" নামক গ্রন্থদ্বয় সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। প্রায় সর্ব্বদেশে এই গ্রন্থদ্বয়ের বহুল প্রচার হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত-সপ্তাহপাঠের পূর্ব্বদিবসে মাহাত্ম্য পাঠ হয় ইহা শ্রীভাগবত পাঠক পণ্ডিত-মাত্রই জানেন।

পদ্মপুরাণও শ্রীমদ্ভাগবতকে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বা বিগ্রহরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—

পাদৌ যদীয়ৌ প্রথমদ্বিতীয়ৌ, তৃতীয়তুর্য্যৌ কথিতৌ যদূরূ।
নাভিস্তথা পঞ্চম এব ষষ্ঠো, ভুজান্তরং দোর্যুগলং তথান্যৌ॥
কণ্ঠস্তু রাজন্ নবমো যদীয়ো, মুখারবিন্দং দশমঃ প্রফুল্লম্।
একাদশো যস্য ললাটপট্টং, শিরোঽপি যদ্দ্বাদশ এব ভাতি॥
তমাদিদেবং করুণানিধানং তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্।
অপার-সংসারসমুদ্র-সেতুং ভজামহে ভাগবতস্বরূপম্॥

অর্থ—যাঁহার পদদ্বয় প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ, উরুদ্বয়—তৃতীয় ও চতুর্থ,

নাভি—পঞ্চম, ভুজান্তর—ষষ্ঠ, বাহুযুগল—সপ্তম ও অষ্টম, কণ্ঠ—নবম, প্রফুল্লিত মুখারবিন্দ—দশম, ললাটদেশ—একাদশ, মস্তক ও দ্বাদশ স্কন্ধরূপে শোভা পাইতেছে, সেই করুণানিধান, তমালবর্ণ সুহিতাবতার ও অপারসংসারসমুদ্রের সেতুরূপ আদিদেব ভাগবতস্বরূপের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের ভজনা করি। শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থের বহু টীকা দেখা যায়—হনুমদ্ভাষ্য, বাসনাভাষ্য, সম্বন্ধোক্তি, বিদ্বৎকামধেনু, তত্ত্বদীপিকা, ভাবার্থদীপিকা, পরমহংসপ্রিয়া, শুকমনোহরা, শ্রীধরী ভাবার্থদীপিকা, শ্রীমাধ্বাচার্য্যকৃত ভাগবততাৎপর্য্য, বিজয়ধ্বজকৃত পদরত্নাবলী, বীররাঘবকৃত ভাগবতচন্দ্রিকা, শুকদেব কৃত সিদ্ধান্তপ্রদীপ, বল্লভাচার্য্যকৃত সুবোধিনী, অদ্বৈত সিদ্ধিকার শ্রীমধুসূদন সরস্বতীকৃত ভাবার্থপ্রবেশিকা, শ্রীসনাতন-প্রভুপাদের বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী, শ্রীজীবপ্রভুপাদের লঘুতোষণী, বৃহৎ ও লঘু ক্রম-সন্দর্ভ, শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদের সারার্থদর্শিনী, শ্রীনাথচক্রবর্ত্তির শ্রীচৈতন্যমত-মঞ্জুষা ইত্যাদি পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী মহাজনগণের বহু টীকা দেখা যায়। বিস্তার ভয়ে সেই সকল টীকার নাম উল্লেখ করিলাম না, শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাভিধানে দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মসৃষ্টির মধ্যে ঋষিপ্রণীত কোন শাস্ত্রেও এত টীকা দেখা যায় না। শ্রীমদ্ভা-গবত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী প্রায় মহাজনগণ এই রস-ময় গ্রন্থকে বিবিধ টীকাদ্বারা আস্বাদন করিয়াছেন। পুরাণচক্রবর্ত্তি শ্রীমদ্ভাগ-বতের স্বরূপ সংক্ষেপে দেখান হইল। বিদ্বদনুভব বা মহদনুভব প্রমাণে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং ভগবান, ইহা উক্ত হইয়াছে। প্রমাণ চূড়ামণি শ্রীভাগবত প্রমাণেও তাঁহার ভগবত্তা দেখান হইবে।

প্রশ্ন—শ্রীকৃষ্ণ নরবিগ্রহ হইলেও অসুরসংহার ও গোবর্দ্ধনধারণাদি কার্য্যে তাঁহাকে ভগবানরূপে স্বীকার করা যায়, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবানরূপে স্বীকার করা একেবারে অনুচিত। কারণ ইঁহার অসুরমারণাদিকর্ম্ম দেখা যায় না। কোন্ লক্ষণে ইঁহাকে ভগবান বলিয়া স্বীকার করা হবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। একজন ভক্তমানুষকে যদি ভগবান বলা হয় তাহা হইলে প্রত্যেক ভক্ত মানবকে ভগবান বলা হইবে না কেন?

উত্তর—শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তার পরিচায়ক তাঁহার অতুল্যাতিশয় প্রভাব।

শ্রীভাগবতে ১০।১০।৩০ শ্লোকে উক্ত আছে—

ভগবত্তার পরিচায়কই অতুল্যাতিশয় প্রভাব।

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ॥

অর্থ—শরীরীদের মধ্যে অশরীরী অর্থাৎ প্রাকৃত শরীর রহিত শ্রীভগবানের অবতার সমূহ অবতীর্ণ হইলেও অর্থাৎ মৎস্যাকৃত্যাদিরূপে প্রকট হইলেও তাঁহাদের যে অতুল্যাতিশয় বীর্য্য (প্রভাব) যাহা জীবসমূহে সম্ভবপর নহে, সেই অসমাতিশয় প্রভাবদ্বারা ঐ সকল অবতার জানা যায় অর্থাৎ তাদৃশ প্রভাব দ্বারা জীবজাতি হইতে ইঁহাদিগকে ভগবদবতার বলিয়া সকলে বুঝিতে পারে।

এই প্রমাণদ্বারা নরজাতির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়া ভক্তবেশ ও ভক্তভাব গ্রহণ করিলেও তাঁহার অসমাতিশয় প্রভাবদ্বারা তিনি ভক্তরূপী পরমেশ্বররূপেই বিজ্ঞগণের নিকট অনুভূত হইয়াছিলেন। তদ্বিষয়ে বিদ্বান্‌গণের অনুভূতি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, অনন্তসংহিতা ও বায়ুপুরাণের প্রমাণও সূচনা করা হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গের অতুল্যাতিশয় প্রভাবের দিগ্‌দর্শন মাত্র করিতেছি—

বন্দে স্বৈরাদ্ভুতেহং তং চৈতন্যং যৎ প্রসাদতঃ।
যবনাঃ সুমনায়ন্তে কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ॥ চৈঃ চঃ আঃ ১৭

অর্থ—যাঁহার প্রসাদ হেতু অতি নীচ যবন সকলও কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করত সাধুর ন্যায় আচরণ করিয়াছিল অর্থাৎ মহাভাগবত হইয়াছিল, সেই স্বেচ্ছাময় অদ্ভুত চেষ্টাশালী শ্রীচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি।

গচ্ছন্ বৃন্দাবনং গৌরো ব্যাঘ্রেভৈণ-খগান্ বনে।
প্রেমোন্মত্তান্ সহোন্নৃত্যান্ বিদধে কৃষ্ণজল্পিনঃ॥ ঐ মঃ ১৭

অর্থ—শ্রীগৌরাঙ্গদেব বৃন্দাবন গমন করিতে করিতে বনপথে ব্যাঘ্র, হস্তী, মৃগ ও পক্ষিগণকে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করাইয়াছিলেন অর্থাৎ তাহারা শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত প্রেমোন্মত্ত হইয়া উদ্দণ্ড-নৃত্যও করিয়াছিল।

প্রভু কহে কৃষ্ণ কহ ব্যাঘ্র উঠিল
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল ॥
আরদিন বনে প্রভু করেন নদী স্নান।
মত্ত হস্তী যূথ আইল করিতে জল পান ॥
প্রভু জল কৃত্য করেন আগে হস্তী আইল।
কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু জল ফেলি মাইল।
সেই জলবিন্দুকণ লাগে যার গায়।
সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে প্রেমে নাচে ধায় ॥
কেহো ভূমিপড়ে কেহো করয়ে চিৎকার।
দেখি ভট্টাচার্য্য মনে লাগে চমৎকার ॥

ইত্যাদি ঐ গ্রন্থের প্রমাণে অতুল্যাতিশয় প্রভাবের কার্য্যবিশেষ—জঙ্গমমাত্রের কৃষ্ণ-প্রেমোন্মত্ততা দেখান হইল, স্থাবর মাত্রের তাদৃশ প্রেমোন্মত্ততা ঐ গ্রন্থের অঃ ৩ পরিচ্ছেদে দেখান হইতেছে—

পুনরপি ভঙ্গিকরি (প্রভু) পুছয়ে তাহারে।
পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর জঙ্গম।
ইহা সভার কি প্রকারে হইবে মোচন ॥
হরিদাস কহে যাতে সে কৃপা তোমার।
স্থাবরজঙ্গমের আগে করিয়াছ নিস্তার ॥
তুমি করিয়াছ যাতে উচ্চ সংকীর্ত্তন।
স্থাবর জঙ্গমের সেই হয়েত শ্রবণ ॥
শুনিতেই জঙ্গমের সংসার হয় ক্ষয়।
স্থাবরে শব্দ লাগে সেই প্রতিধ্বনি হয় ॥
প্রতিধ্বনি নহে সেই করয়ে কীর্ত্তন।
তোমার কৃপায় এই অকথ্য কথন ॥
সকল জগতে উচ্চে হয় সংকীর্ত্তন।
শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম ॥

যৈছে কৈলে ঝাড়িখণ্ডে বৃন্দাবন যাইতে। ইত্যাদি।

এই প্রকার ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদান করা কোনও ভগবদবতারে দেখা যায় নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের যে অতুল্যাতিশয় প্রভাব কোনও ভগবদবতারে যদি প্রকাশ না পায় তাহা হইলে শ্রীগৌরাঙ্গকে স্বয়ং ভগবান না বলিয়া তাঁহাকে একজন ভক্তমানব বলা হয় কোন্ বিচারে? অসুর-মারণ অপেক্ষা অসুরদিগকে প্রেমদিয়া মহাবৈষ্ণব করা শ্রীগৌরভগবানের মহাকারুণ্যদ্যোতক ভগবত্তার অসাধারণ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। এই মহাকারুণ্যগুণপ্রভাবেই পুরুষার্থশিরোমণি-রূপ প্রেমধন লাভে জীবের আত্যান্তিকী দুঃখনিবৃত্তি ও আত্যন্তিকী সুখপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। ভুক্তি (মায়িক ভোগ) দ্বারা জীবের দুঃখনিবৃত্তি হয় না বরং বৃদ্ধি পায়। চিন্ময় ভোগে মায়িক দুঃখ নিবৃত্তি হইলেও আত্মসুখ নিবৃত্তি হয় না বলিয়া ভক্তিসুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। সাযুজ্য মুক্তিতে কেবল দুঃখ নিবৃত্তি হয়। সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তিতে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হইলেও ভগবৎসেবা সুখ না থাকায় আত্যন্তিক সুখ প্রাপ্তি হয় না। এই কারণে পরমকারুণিক শ্রীগৌরভগবান স্থাবর ও জঙ্গম জাতিকে কেবল কৃষ্ণপ্রেমই দান করিয়াছেন। এই প্রকার মহা দয়ালু আর কেহ নাই। এক্ষণে—

মহাদয়ালুতা সমন্ধে বিচার

ভালভাবে উত্থাপনা করা হইতেছে—গৌড়ীয় বৈষ্ণবাভিধানে দয়ার অর্থ দেখা যায়—পরদুঃখ নিরাকরণের অহৈতুকী ইচ্ছা। পাদ্মে ক্রিয়াযোগসারে—

যত্নাদপি পরক্লেশং হর্ত্তুং যা হৃদি জায়তে
ইচ্ছা ভূমিসুরশ্রেষ্ঠ! সা দয়া পরিকীর্ত্তিতা॥

বেদান্তশাস্ত্রে (গোবিন্দ ভাষ্যে) দেখা যায়—"ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি (মায়া) কাল ও কর্ম্ম, এই পঞ্চতত্ত্ব। এই পঞ্চতত্ত্ব মধ্যে দয়ার আধার কে কে?—প্রকৃতি কাল ও কর্ম্ম এই তিনতত্ত্বে দয়া নাই। যেহেতু ইহারা "জড়"। জীব ও ঈশ্বর চেতনতত্ত্ব। অণুচৈতন্য জীব, বিভুচৈতন্য ঈশ্বর, অণুচৈতন্য জীবে কণা-মাত্র দয়াধর্ম্ম থাকিলেও না থাকার মত। কারণ—অপরের আধ্যাত্মিক, আধি

ভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখত্রয় নাশকরিতে সে সমর্থ নহে। ভগবৎ বিমুখ জীবের দুঃখ ক্লেশ অনন্ত। কোন কৃপালু তাহা নিরাকরণের জন্য ইচ্ছা করিলেও পারেন না; কালকর্ম্মাদির অধীনে থাকাহেতু তিনি একেবারে দুর্ব্বল। জগতে দেখাযায়—পিতার সম্মুখে পুত্রের মৃত্যু হইতেছে, তথাপি পুত্রবৎসল পিতা পুত্রকে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। কারণ—কালের উপরে উঁহার প্রভুতা নাই।

"অসমর্থস্য করুণা দুঃখায়ৈব হি কেবলম্"

অর্থাৎ অসমর্থ ব্যক্তির করুণা কেবল দুঃখে পর্য্যবসিত হয়। অতএব জীবে দয়া নাই—"দয়াকণা" বন্ধ্যামাত্র। পরতত্ত্বমধ্যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপে দয়াধর্ম্ম নাই, কারণ—ব্রহ্ম নির্দ্ধর্ম্মক। পরমাত্মস্বরূপ সধর্ম্মক হইলেও উদাসীন। জীবের হৃদয়ে চিরকাল সাক্ষীরূপে পরমাত্মা (অন্তর্য্যামী) অবস্থান করিতেছেন; তিনি নিয়ামকও হন। তাহাতে দয়াধর্ম্মের বিকাশ হয় না। জীবের হৃদয়ে থাকিয়াও জীবের প্রতি যখন ভালবাসা নাই অর্থাৎ জীব অনন্তদুঃখ ভোগিতেছে তথাপি তিনি জানিয়াও যেন জানেন না, দেখিয়াও যেন দেখেন না এইরূপ ঔদাস্য ধর্ম্মে তাঁহাকে দয়ালু বা দয়ার আধার বলা যায় না। একমাত্র শ্রীভগবানকেই দয়ালু বা দয়ার আধার বলা যায়। **দয়া শ্রীভগবানের অসাধারণ-ধর্ম্মপ্রতিপাদক মহাগুণ বিশেষ।** সৌন্দর্য্যাদি অনন্ত অপ্রাকৃত গুণগণ শ্রীভগবানে চিরন্তন থাকিলেও দয়াব্যতীত সেই সকল রসময় গুণরাজি জীব-জগতের আস্বাদ্য হইতে পারে না। গুণ তাহাকে বলে—যাহা জনগণের সুখের হেতু হয়—"জনসুখহেতবো ধর্ম্মা হি গুণাঃ" (ভাঃ ১০।৯।১৪ এবং··· শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ)। এই সকল গুণরাজি একমাত্র দয়ার অভাবেই জন-গণের সুখের হেতু যদি না হয়, তবে ঐসকল প্রশংসার বিষয় হয় না। নির্দ্দয়-ত্বরূপদোষে শ্রীভগবানও দোষী হইয়া পড়েন, সুতরাং কাহারও আদরের বিষয় তিনি হবেন না কেবল দয়া গুণেই তিনি জীবজগতে আসেন এবং মায়াবদ্ধ জীবদিগকে আত্মসাৎ করিয়া তাহাদিগকে নিজের সৌন্দর্য্যাদি গুণ মৃত উপ-ভোগ করান। তাঁহারই অসাধারণী দয়ার গুণে মায়াবদ্ধ জীবের আত্যন্তিকী

দুঃখনিবৃত্তি ও আত্যন্তিকী সুখপ্রাপ্তি ঘটে। অবতারী শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্যান্য অবতারে নিখিল জীবের সংসার নাশ হয় না। শ্রীনৃসিংহ অবতারে শ্রীপ্রহ্লাদের মনে যে সকল জীবের সংসারনাশের কথা উদয় হইয়াছিল শ্রীনৃসিংহদেব কৃপাপূর্ব্বক তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন। ভাঃ ৭।৯।৫২ "প্রহ্লাদ···শ্লোকের সারার্থদর্শিনী টীকা—তেন প্রহ্লাদবুদ্ধিবিষয়ীকৃতাস্তাৎকালিকা জীবা নিস্তীর্ণা এব"। অর্থাৎ প্রহ্লাদমহাশয় তৎকালে যে জীবসকলকে বুদ্ধির বিষয় করিয়াছিলেন সেই তাৎকালিক জীববৃন্দ শ্রীনৃসিংহ কৃপায় নিস্তার পাইয়াছে। শ্রীপ্রহ্লাদের মনে বিমূঢ় জীবগণের কথা উদয় হইয়াছিল—ঐ ৪৩। জ্ঞানলবদুর্ব্বিদগ্ধদিগকে ও স্থাবরসমূহকে উদ্ধার করিতে শ্রীপ্রহ্লাদ প্রার্থনা করেন নাই। শ্রীনৃসিংহ অবতারে নৃসিংহ কর্ত্তৃক নিহত হিরণ্যকশ্যপ ও তদনুচরবৃন্দ মুক্ত হয় নাই। শ্রীরামাবতারেও শ্রীরামহস্তে নিহত অসুর রাক্ষসবৃন্দ মুক্ত হয় নাই। শ্রীরামচন্দ্র কিন্তু স্বীয় বৈকুণ্ঠে আরোহণ সময়ে কেবল অযোধ্যাবাসী জীবসকলকে সঙ্গে নিয়াছিলেন। পূর্ব্বপূর্ব্ব অবতার অপেক্ষা শ্রীরামে এই বৈশিষ্ট্য আছে। কেবল অযোধ্যাবাসী ভিন্ন অন্যান্য জাগতিক জীবসমূহ বৈকুণ্ঠে যায় নাই। বানরভল্লুকাদি শ্রীরামের পরিকর, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাহাদের সঙ্গেও অন্যান্য জীব মুক্ত হইয়াছে, কিন্তু শ্রীরামাবতারে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী স্থাবরজঙ্গম মুক্ত হয় নাই। সমস্ত স্থাবরজঙ্গমকে মুক্তি দিতে শ্রীনৃসিংহে ও শ্রীরামে তাদৃশী দয়াশক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই বুঝিতে হইবে।

শ্রীনৃসিংহ ও শ্রীরামচন্দ্রে ভাব বিকাশও কিঞ্চিৎ লক্ষিত হয়—প্রহ্লাদের প্রতি শ্রীনৃসিংহের বাৎসল্য প্রকাশ, সুগ্রীব ও গুহকের প্রতি শ্রীরামের সখ্যতাউদয়। স্বীয় ভক্ত ভিন্ন অন্যত্র ইঁহাদের ভাবোদয় দেখা যায় না। বিশ্ব কার্য্যের জন্য যাঁহারা অবতীর্ণ হন, তাঁহারা চারি প্রকার—আবেশ, প্রাভব, বৈভব ও পরাবস্থ (লঃ ভাঃ) পরাবস্থাপেক্ষা পূর্ব্ব পূর্ব্বাবতারে শক্তি বিকাশের ন্যূনতা থাকায় কেবল পরাবস্থ (শ্রীনৃসিংহ, শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ) সম্বন্ধেই দয়াশক্তি বিকাশের বিবরণ দেওয়া হইতেছে। শ্রীনৃসিংহ ও শ্রীরাম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে দয়াশক্তির পূর্ণবিকাশ। কারণ—পূতনা প্রভৃতি নিহত শত্রুগণকেও যিনি সদ্গতি [পূতনা

প্রভৃতিকে প্রেমভক্তি, কংস প্রভৃতিকে মুক্তি] দিয়াছেন। শ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন—(ভাঃ ৩.২।২৩ অহো বকী শ্লোকে) যিনি হিংসা কারিণী পূতনাকেও ধাত্র্যুচিতা গতি দান করিয়াছেন সেই শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন কে দয়ালু আছে ? আমরা যাঁহার শরণাগত হইব—'কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম।'

শ্রীকৃষ্ণলীলায় জাগতিক স্থাবরাদি মুক্তি পাইলেও প্রেম পায় না। সর্ব্বত্র প্রেমদান সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশী উদারতা নাই। ভজনকারী (সাধক ভক্ত) দিগকেও শ্রীকৃষ্ণ সহজে প্রেম দেন না, অনেক স্থলে ভুক্তি মুক্তি দিয়া থাকেন—(ভাঃ ৫।৬।১৮)

অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম নো ভক্তিযোগম্।

শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণের প্রতি যদি প্রেমদাতৃত্ব গুণ সহজে উদয় হয় না, তাহা হইলে অভক্ত অসুরদের প্রতি যে উহা উদয় হয় না, বলা বাহুল্যমাত্র। তবে যে তিনি পূতনাপ্রভৃতিকে প্রেম দিয়াছেন—তাহাদিগকে হিংসা করিয়াই অর্থাৎ মৃত্যুরূপ দুঃখ দিয়াই পরে প্রেম দিয়াছেন। হিংসা না করিয়া যদি প্রেম দিতেন, তবে শ্রীকৃষ্ণকে পরম করুণ বলা যাইত। শুদ্ধভাবে ভজন করিলেও শ্রীকৃষ্ণের শীঘ্র করুণা উদয় হয় না অর্থাৎ ভজনকারীদিগকে শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্র ভাব বা রতি দিতে ইচ্ছা করেন না—(ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ১।১।৩৫) 'হরিণা চাশ্বদেয়া'। এই কারণে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে দয়াশক্তির পূর্ণতমরূপে বিকাশ নাই। সেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে প্রকট হইলে ঐ **গৌরস্বরূপে দয়া শক্তির পূর্ণতম বিকাশ হইয়াছে।** "স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রেম নিগূঢ় ভাণ্ডার। বিলাইল যারে তারে নাকৈল বিচার" (চঃ চঃ)। প্রেমানন্দঠাকুরের মনঃশিক্ষা গ্রন্থেও উক্ত আছে—রামাদি অবতারে ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে, অসুরের করিল সংহার। এবে অস্ত্র না ধরিল প্রাণে কারে না মারিল, চিত্ত শুদ্ধি করিল সভার।

অনুমান প্রমাণেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দয়ালুতা সিদ্ধ

হইতেছে—

যদি বা তার্কিক কহে তর্ক সে প্রমাণ।
তর্ক শাস্ত্রে সিদ্ধ যেই সেই সেব্যমান॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥
বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তভুত না পায় কৃষ্ণ পদে প্রেমধন ॥

* * * * * * * * *

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিলা যথা তথা।
জগাই মাধই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা॥ চৈঃ চঃ আঃ

অনুমান—১। প্রতিজ্ঞা, ২। হেতু. ৩। উদাহরণ ও প্রত্যুদাহরণ, ৪। উপনয়, ৫। নিগমন, এই পঞ্চাঙ্গ।

প্রতিজ্ঞা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকৃপাং বিনা প্রেমভক্তির্ন লভ্যা।

হেতু—সুদুর্ল্লভত্বাৎ, নিগূঢ়ত্বাৎ, স্বাপরাধজনে স্বমহিমাপ্রকাশরহিতত্বাচ্চ।

উদাহরণ—(অন্বয়ব্যাপ্তি)--যত্র যত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকৃপা বর্ত্ততে তত্র তত্র প্রেমভক্তিঃ সুলভা।

যথা—শ্রীবাসপণ্ডিতাদৌ, জগন্নাথমাধাবাদৌ চ।

প্রত্যুদাহরণ—(ব্যতিরেকব্যাপ্তি) যত্র যত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকৃপা নাস্তি, তত্র তত্র প্রেমভক্তেরভাবঃ।

যথা—শ্রীচৈতন্যপ্রেমপ্রকাশাৎ প্রাক্—দেবানন্দপণ্ডিতাদৌ।

উপনয়—তথা চায়ম্।

নিগমন—তস্মাত্তথা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকৃপয়ৈব প্রেমভক্তিঃ সুলভা, নান্যথা।

অর্থ—প্রেমভক্তি লাভই—প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ সাধ্য নির্দ্দেশ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপাবিনা ঐ প্রেমভক্তিলাভ সম্ভবপর নয়। যেহেতু—প্রেমভক্তি সাধনসমূহেও লাভ হয় না বলিয়া সুদুর্ল্লভা, শ্রীকৃষ্ণ যত্রতত্র তাহা দেন না এবং ভজনকারী দিগকেও দিতে চাহেন না। যদি কোন কোন ভক্তকে দেন তাহাও শীঘ্র দিতে ইচ্ছা করেন না, ইত্যাদি কারণে ঐ ভক্তিকে শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় ভাণ্ডার বলিতে হইবে। শ্রীভক্তিদেবীও সাপরাধজনে নিজের মহিমা প্রকাশ করেন না।

উদাহরণ—যে যে মনুষ্যাদিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপা উদয় হয়, সেই সেই

ব্যক্তির পক্ষে প্রেমভক্তি সুলভা। যেমন শ্রীবাসপণ্ডিতাদি ও জগাই মাধাই প্রভৃতির প্রতি কৃপোদয় হওয়াতে তাঁহারা সুখে প্রেমভক্তি লাভ করিয়াছেন।

প্রত্যুদাহরণ—যে যে ব্যক্তিতে যাবৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকৃপা সঞ্চরিত হয় না তাবৎ সেই সেই ব্যক্তিতে প্রেমভক্তির অভাব ঘটে। শ্রীচৈতন্যের প্রেমপ্রকাশের পূর্ব্বে যেমন দেবানন্দ পণ্ডিতাদিতে কৃপাসঞ্চারের অভাবে প্রেমভক্তি উদয় হয় নাই। এস্থলে আরও বুঝিতে হইবে যে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে যুগে অবতীর্ণ হন, সেই যুগবাসী জীবসমূহে তাঁহার কৃপা সঞ্চরিত হয় বলিয়া প্রেমভক্তি যত্র তত্র দেখা যায়। সেই যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী যুগসমূহে তাঁহার প্রাকট্যের অভাবে কৃপাসঞ্চারের অভাবহেতু প্রেমভক্তি উদয় হন না। তিনি প্রতিকল্পে একবারমাত্র বৈবস্বত মন্বন্তর অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় কলিতে অবতীর্ণ হন। বর্ত্তমান কলিই সেই কলি। প্রকট সময়ে তাঁহার কৃপা অতি শীঘ্র যত্র তত্র উদয় হয় বলিয়া প্রেম তৎকালে সর্ব্বত্র প্রকাশ পায়। অপ্রকট সময়ে তাঁহার কৃপা যুগপৎ সর্ব্বত্র সঞ্চরিত হয় না, ক্রমে ক্রমে সঞ্চরিত হয়। যেমন যেমন কৃপাসঞ্চরিত হয়, তেমন তেমন প্রেমোদয়ের শ্রদ্ধাদিক্রম প্রকাশ পায়। এই যুগের তিনি উপাস্য, তাঁহার কৃপা এযুগের শেষপর্য্যন্ত অর্থাৎ ৪৩২০০০ বৎসর পর্য্যন্ত এই ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থান করিবে। এই ধন্য যুগে জন্মিয়া যাহারা সেই প্রভুর চরণ আশ্রয় না করে তাহারাই চিরকালের জন্য ভক্তি লাভে বঞ্চিত হয়।

উপনয়—ইহাও তদ্রূপ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপার অভাবে প্রেমভক্তি অলভ্যা।

নিগমন—সেই হেতু তাহাই অর্থাৎ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকৃপায় প্রেমভক্তি লাভ হয়, অন্যকোন উপায়ে লাভ হয় না বুঝিতে হইবে।

স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তারে না ভজিলে কভু নাইক নিস্তার॥ চৈঃ চঃ আঃ ৮

শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র ঈশ্বর, কিন্তু অত্যন্ত উদার নহেন। তাঁহারই আবির্ভাব বিশেষ শ্রীগৌরাঙ্গ স্বতন্ত্র ঈশ্বর হইয়াও অত্যন্ত উদার হওয়াতে প্রেম বিতরণ করিয়া

থাকেন। **অনুমাণ প্রমাণেও শ্রীগৌরাঙ্গের স্বয়ং ভগবত্তা সিদ্ধ হইয়াছে।** মহদনুভব প্রমাণও পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। এক্ষণে

শাস্ত্র প্রমাণে শ্রীগৌরাঙ্গের স্বয়ং ভগবত্তা

দেখান হইতেছে—সাধারণ কলিযুগে ও বিশেষ বা অসাধারণ কলিযুগে শ্রীভগবদবতার আছে। সাধারণ কলিযুগে যুগাবতার কৃষ্ণবর্ণ। বিশেষ কলিযুগে স্বয়ং ভগবানই অবতীর্ণ হন তিনি গৌরবর্ণ। "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" (গীতা ৪।৮) এই প্রমাণে বিশিষ্ট যুগে স্বয়ংরূপেই শ্রীভগবান প্রকট হন।

ইহা বৈবস্বত মন্বন্তর অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপরের অব্যবহিত যে কলিযুগ তাহাতে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ঐ দ্বাপরকে বিশেষ দ্বাপর এবং ঐ কলিকে বিশেষ কলি বলা হইয়া থাকে। যে হেতু এই দুইটী যুগে স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হন। শ্রীকরভাজন সাধারণ যুগাবতার বর্ণন প্রসঙ্গে বিশিষ্ট যুগে অবতারের কথাও বলিয়াছেন।

শ্রীলঘুভাগবতামৃতে (১।২৫) সাধারণ যুগাবতারের বর্ণ ও নাম দেখা যায়। মূলশ্লোক ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ টীকা দেওয়া হইল—

কথ্যতে বর্ণনামভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ।
রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ ॥

অর্থ—বর্ণ এবং নামদ্বারা হরি সত্যযুগে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত, দ্বাপরে শ্যাম, এবং কলিতে কৃষ্ণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।

বর্ণ 'শুক্ল' নামও 'শুক্ল' এইরূপ চারি অবতারের বর্ণ ও নাম বুঝিতে হইবে। এ স্থানে সাধারণ যুগাবতারের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু যুগবিশেষে ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। এই শ্লোকের টীকা—বর্ণনামভ্যাং ইতি চতুর্ষু যোজ্যম্। কলৌ কৃষ্ণ ইতি সামান্যতঃ সর্ব্বেষু কলিষু ; "কৃষ্ণঃ কলিযুগে বিভুঃ" ইতি হরিবংশাৎ। যস্মিন্ কলৌ স্বর্ণগৌরঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ স্যাৎ তদা কৃষ্ণঃ স তত্রান্তর্ভবেদিতি বোধ্যম্। এতে চৈকাদশে (ভাঃ ১১।৫।২০।৩২) করভাজনোক্তা দ্রষ্টব্যাঃ। কলিতে 'কৃষ্ণবর্ণ' ইহা সাধারণ সর্ব্ব কলিযুগপরই বুঝিতে হইবে।

হরিবংশ প্রমাণেও জানা যায়—ভগবান কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু যে কলিতে স্বর্ণকান্তি শ্রীচৈতন্যদেব অবতরণ করেন, তৎকালে এই যুগের কৃষ্ণবর্ণ অবতার তাঁহাতেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন তাঁহাতেই তৎকালের যুগাবতার যেমন প্রবিষ্ট হন, সেইরূপ এস্থানেও বুঝিতে হইবে। শ্রীভাগবত একাদশে করভাজন যোগীন্দ্রের উক্তিতে সাধারণ ও বিশেষ যুগের অবতারের কথা উক্ত আছে, তাহা দ্রষ্টব্য।

আরও স্পষ্টভাবে বলা হইতেছে—প্রত্যেক মন্বন্তরের প্রতিযুগেই সেই সেই মন্বন্তরাবতার যুগাবতাররূপে প্রকট হইয়া যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন। যথা—ঐ ২৬

উপাসনাবিশেষার্থং সত্যাদিষু যুগেষ্বসৌ।
মন্বন্তরাবতারস্তু তথাবতরতি ক্রমাৎ॥

অর্থ—সেই মন্বন্তরাবতার—উপাসনা বিশেষের নিমিত্ত (যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন নিমিত্ত) সেই সেই মন্বন্তরের সত্যাদি যুগে যথাক্রমে শুক্লাদিরূপে অবতরণ করিয়া থাকেন।

কিন্তু বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরে কৃষ্ণাবতার হয়, সেই দ্বাপরের সন্নিকৃষ্ট কলিযুগের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অবতার হইয়া থাকে। লঘুভাগবতামৃতে সাধারণ কলিযুগের অবতার কথাও ১।২৫ শ্লোকে উক্ত আছে। ঐ অবতারের বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ।

শ্রীভাঃ ১১।৫।২৫ "দ্বাপরে ভগবান্" শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর প্রমাণে বলা হইয়াছে—সামান্যতস্তু দ্বাপরে শুকপত্রবর্ণত্বং কলৌ শ্যামত্বং। অর্থাৎ সাধারণ দ্বাপরে শ্রীভগবান শুকপত্রের (শুকপাখীর পালকের) মত বর্ণ এবং সাধারণ কলিতে শ্যামবর্ণ—দ্বাপরে শুকপত্রাভং কলৌ শ্যামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)। কৃষ্ণাবতারবিরহিতদ্বাপরে তু শুকপত্রবর্ণত্বং কলৌ শ্যামত্বম্ (দীপিকাদীপনটীকা)। শ্রীকৃষ্ণবিরহিত দ্বাপরে শুকপত্র সদৃশ বর্ণ এবং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিরহিত) কলিতে শ্যাম (কৃষ্ণ) বর্ণ। ইহা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর প্রমাণে দীপিকাদীপন টীকাকারও বলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত, লঘুভাগবতামৃত, হরিবংশ ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদি বচনে কলিযুগে শ্রীভগবদবতারের কথা সুস্পষ্ট আছে; কিন্তু যাঁহারা বলেন কলিযুগে অবতার নাই তাঁহারা একপ্রকার অন্ধ। ভগবন্মায়ায় তাঁহারা মোহিত হওয়ায় শাস্ত্র বাক্য তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয় না।

পুর্ব্বোক্ত গীতা প্রমাণে স্বয়ংরূপের প্রাকট্য সূচিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিযুগে অবতীর্ণ হন না। কল্পমধ্যে বিশিষ্ট যুগে তিনি অবতীর্ণ হন।

বিশেষ যুগের পরিচয়

কল্পমধ্যে অর্থাৎ সহস্র চতুর্যুগমধ্যে কেবল বৈবস্বতমন্বন্তর অষ্টাবিংশচতুর্যুগীয় দ্বাপর ও তদুত্তর কলিযুগকে বিশেষ বা অসাধারণ যুগ বলা যায়। সহস্র দ্বাপর মধ্যে একমাত্র ঐ দ্বাপরে ও সহস্র কলিমধ্যে একমাত্র ঐ কলিতে স্বয়ংরূপের আবির্ভাব হয়। ৯৯৯ সংখ্যক দ্বাপরে, ৯৯৯ সংখ্যক কলিতে, ১০০০ সত্যযুগে ও ১০০০ ত্রেতাযুগে স্বয়ংরূপের প্রাকট্য হয় না; সুতরাং ৩৯৯৮ যুগ সাধারণ যুগ। স্বয়ংরূপের আবির্ভাব হয় বলিয়া ঐ দ্বাপর ও কলিকে বিশেষ যুগ বা অসাধারণ যুগ বলা যায়। যে দেশকালাদির বিশেষ গুণ আছে তাদৃশ দেশ কালাদিকে অসাধারণ বা বিশিষ্ট দেশ কালাদি বলা যায়। ভগবৎসম্বন্ধী দেশ কালাদির বৈশিষ্ট্য স্বতঃসিদ্ধ ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। শ্রীভাঃ ১১।৫।২৭ "দ্বাপর ভগবান্ শ্যামঃ" এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভে উক্তি আছে—দ্বাপরযুগাবতারং কথয়ন্ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবময়তদ্যুগবিশেষস্য চ বৈশিষ্ট্যাতিশয়মভিপ্রেত্য তমেব তত্তৎসর্ব্বময়মাহ দ্বাপর ইতি। অর্থাৎ শ্রীকরভাজন দ্বাপরযুগাবতারের কথা বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবময় তদ্যুগবিশেষের (দ্বাপরের) বৈশিষ্ট্যাতিশয় অবগত হইয়া সেই শ্রীকৃষ্ণকেই তত্তৎ সর্ব্বময়রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ইত্যাদি প্রমাণে বৈবস্বতমন্বন্তর অষ্টাবিংশচতুর্যুগীয় দ্বাপরের বৈশিষ্ট্যাতিশয় দেখান হইয়াছে; সুতরাং ঐ দ্বাপরকে বিশেষ বা অসাধারণ দ্বাপর বলা যায়। তদুত্তর কলিযুগও অসাধারণ কলিযুগ। কারণ—যে যুগে স্বয়ংরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়া ব্রজপ্রেমরস-বিভাবিত শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন প্রচার দ্বারা মধুরপ্রেম-বন্যায় জগতকে নিমজ্জিত করিয়াছেন। লঘু ভাঃ ১।৪—

শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরে কৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্ণি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ॥

অর্থ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীমুখ নিঃসৃত 'হরেকৃষ্ণ' প্রভৃতি দ্বাত্রিংশৎ বর্ণাত্মক শ্রীকৃষ্ণনামাবলী জগতকে (স্থাবর জঙ্গম মাত্রকে) প্রেমপ্রবাহে নিমজ্জন করিতে করিতে সর্ব্বোপরি বিরাজ করুন। —ঐ—

অসাধারণ কলিযুগের মহিমা

শ্রীভাঃ ১১।৫।৩৬-৩৮ শ্লোকে সুব্যক্ত আছে—এতেষু চতুর্ষু যুগেষু কলিরেব শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ কলিমিতি।

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে॥
নহ্যতঃ পরমলাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ॥
কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ কিল ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ॥

অর্থ—কলির দোষ গ্রহণ না করিয়া শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনরূপ গুণ যাঁহারা জানেন সেই সারগ্রাহী পণ্ডিতগণ কলির প্রশংসা করিয়া থাকেন; কেন না যে যুগে কেবল নামসংকীর্ত্তনমাত্রেই সর্ব্বযুগপ্রাপ্য সাধ্য (ধ্যানাদির ফল) লাভ হইয়া থাকে। সংসার মার্গে ভ্রমণকারী দেহধারিগণের সংকীর্ত্তন অপেক্ষা পরম লাভ কিছুই নাই। যে সংকীর্ত্তন হইতে পরমা ভক্তি লাভ হয়, যে ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলে সংসারদুঃখ নাশ ও মুখ্যফল কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইয়া থাকে। কলিযুগে প্রজাগণ প্রায় নারায়ণ পরায়ণ (পরম ভাগবত) হইবেন, তাঁহাদের সঙ্গে ভক্ত হওয়ার জন্য ধ্যানাদিনিষ্ঠ সত্যাদি যুগবর্ত্তী প্রজাগণ কলিতে জন্ম গ্রহণ করিতে বাঞ্ছা করেন।

শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন কলিযুগের পরমধর্ম্ম, বলিয়া কলির প্রশংসা—ভাঃ ১২।৩।৫১-৫২

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥

ইদানীং কলিং স্তৌতি…(স্বামী টীকা) কলিদোষনিবর্ত্তকং হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনাদিকং স এব চ কলৌ পরমধর্ম্ম ইতি ঐ ৩।৫।২।

অর্থ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী কলির স্তুতি (প্রশংসা) করিতেছেন—হে রাজন্ কলি দোষসমূহের আকর বা সমুদ্র হইলেও তাহার একটী মহাগুণ আছে—ঐ যুগবর্ত্তী মনুষ্যগণ কেবল- কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়াই সংসারবন্ধন মোচনপূর্ব্বক ভগবৎ প্রেম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সত্যযুগে বিষ্ণুধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞসমূহে বিষ্ণুর যজন করিয়া ও দ্বাপরযুগে বিষ্ণুর পরিচর্য্যা করিয়া যে যে ফলপ্রাপ্তি ঘটে, সেই সকল কলিতে হরিকীর্ত্তন মাত্রেই পাওয়া যায়। অর্থাৎ সর্ব্বযুগগত সাধনসমূহের ফল ভগবৎপ্রাপ্তি; উহা কলিযুগে কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন মাত্রেই ঘটিয়া থাকে। এই কারণে টীকাকার শ্রীধরস্বামী বলেন—কলিদোষনিবর্ত্তক শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তনাদিই কলিযুগে পরমধর্ম্মরূপে উক্ত হইয়াছে।

শ্রীনাম সংকীর্ত্তনমুখ্য ভক্তিযোগ ব্যতীত কলিযুগে অন্য কোন সাধনে (যোগ জ্ঞানাদি সাধনে) কোন প্রকার গতি নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদিগ্রন্থে ধৃত বৃহন্নারদীয়ে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

অনায়াসে জীব নিস্তারক শ্রীমৎসংকীর্ত্তনের প্রভাব সমস্ত যুগে অব্যাহত থাকিলেও বৈবস্বতমন্বন্তর অষ্টাবিংশচতুর্যুগীয় কলিতে স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ পরম কৃপায় জীবদিগকে গ্রহণ করান বলিয়া শ্রীসংকীর্ত্তনের বিশেষ প্রশংসা বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত "কৃতাদিষু" শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ দ্রষ্টব্য। কীর্ত্তনং হি কলাবপি সর্ব্ব-গুণবারিধিঃ। (ভাঃ ১২।৩। কৃতে যদ্ধ্যায়তঃ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ)। অর্থাৎ সর্ব্ব-দোষযুক্ত কলিকালেও কেবল সংকীর্ত্তনই সকল গুণের সমুদ্র। শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন প্রচার হেতু **কলি চৌদ্দভুবনবাসীগণের প্রণম্য**—

প্রণমহ কলিযুগ সর্ব্বযুগসার
হরিনাম সংকীর্ত্তন যাহাতে প্রচার ॥ (হাটপত্তন)

প্রশ্ন—প্রতি কলিযুগের ধর্ম্ম যদি সংকীর্ত্তন হয়, যুগাবতার কর্ত্তৃক তাহা যদি প্রবর্ত্তিত হয়, তবে প্রতি কলিযুগই প্রণম্য। বৈবস্বতমন্বন্তর অষ্টাবিংশ-চতুর্যুগীয় কলির এত প্রশংসা কেন?

উত্তর—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (১।১৯) সূত্রধারের উক্তিতে দেখা যায়—অতস্তদবতারেণ কলিরপি কৃতার্থঃ। অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারে বর্ত্তমান কলিও কৃতার্থ হইয়াছে। সুতরাং বৈবস্বতমন্বন্তর অষ্টাবিংশচতুর্যুগীয় কলিই প্রণম্য ও প্রশংসার বিষয়; অন্যান্য কলিযুগ প্রশংসার বিষয় নহে। ঐ গ্রন্থের ঐ অঙ্কে পারিপার্শ্বিক উক্তিতে ভাঃ ১২।৩।৩৭ প্রমাণে দেখা যায়—

কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং
ত্রিলোকনাথানতপাদপঙ্কজম্।
প্রায়েণ মর্ত্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং
যক্ষ্যন্তি পাষণ্ড-বিভিন্নচেতসঃ॥ ইতি নিন্দা শ্রবণাৎ

অর্থ—শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্ কলিযুগে পাষণ্ড (নাস্তিক) গণ কর্ত্তৃক বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া প্রায় লোক ব্রহ্মাদি দেবগণের বন্দিত জগতের পরম গুরু শ্রীভগবান অচ্যুতের আরাধনা করে না।

পারিপার্শ্বিক বলিলেন—এই শ্লোক দ্বারা কলির নিন্দা শুনা যায়। সুতরাং শ্রীচৈতন্যাবতারে কলি ধন্য হইল কোন্ প্রমাণে? সূত্রধার উত্তর দিতেছেন—তত্তু শ্রীকৃষ্ণাবতারতঃ পূর্ব্বপূর্ব্বকলিপরম্। অন্যথা—

কলৌ জনিষ্যমাণানাং দুঃখশোকতমো নুদম্
অনুগ্রহায় ভক্তানাং সুপুণ্যং ব্যতনোদ্ যশঃ॥
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ।
কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্॥

ইত্যাদীনি ভাবি চৈতন্যাবতারপরাণি বচনানি বিরুধ্যেরন্। অর্থ—কলিযুগের নিন্দাবোধক বাক্য শ্রীকৃষ্ণাবতারের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কলিপর বুঝিতে হইবে। নচেৎ (ভাঃ ৯।২০।৬১ ও ১১।৫।৩৫) "কলিযুগে যে সকল শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত জন্মগ্রহণ করিবেন তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিতে শ্রীকৃষ্ণ দুঃখশোকরূপ অন্ধকার (সংসার)

নাশক সুপুণ্য যশ বিস্তার করিয়াছেন। কলিযুগে জাত লোকসকল অবশ্যই নারায়ণপরায়ণ (শ্রীচৈতন্যভক্তি পরায়ণ) হইবেন। এই কারণে সত্যাদি-যুগত্রয়ে জাত প্রজাগণ কলিযুগে জন্মগ্রহণ নিমিত্ত বাঞ্ছা করেন। ইত্যাদি ভবিষ্যৎ শ্রীচৈতন্যাবতার বোধক বাক্যসমূহের সহিত কলির নিন্দা বোধক ঐ বাক্যের বিরোধ ঘটে। সুতরাং 'কলৌ ন রাজন্' ইত্যাদি কলির নিন্দা বোধক বাক্য শ্রীকৃষ্ণাবতারের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কলিপর। শ্রীমন্মহাপ্রভু কিন্তু যে কলিতে অবতীর্ণ হন "কলৌ জনিষ্যমাণানাং" ইত্যাদি বাক্যে ঐ কলির কেবল প্রশংসাই দেখা যায় বুঝিতে হইবে।

এই ভাগবতীয় শ্লোকদ্বয়ের শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা টীকাও উল্লেখ করিতেছি—

অতঃ পরং কলৌ অবতারান্তরং ভবিষ্যতি ন বেত্যাহ যদা যদা হি ধর্ম্মস্য ক্ষয়ো বৃদ্ধিশ্চ পাপ্মনঃ। তদা তু ভগবানীশ আত্মানং সৃজতে হরিরিত্যাদিনা কলৌ অবতারান্তরং সূচিতম্ (ভাঃ ৯।২৪।৫৬)।

অত এবাহ—কলৌ জনিষ্যমাণানামিত্যাদি। কলৌ জনিষ্যমাণানাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পার্ষদানাং দুঃখশোকতমো নুদং যশো ব্যতনোৎ। অতঃ কুন্তীস্তুতৌ প্রথমে (ভাঃ ১।৮।৩৫) "শ্রবণ-স্মরণার্হাণি করিষ্যন্নিতি ভবিষ্যন্নির্দ্দেশাৎ, অন্যথা তৎকালীন-জনানাং শ্রবণস্মরণার্হাণি যদি ভবেত্তদা কুর্ব্বন্নেবেতি ব্রূয়াৎ। অতো বাক্যৈকবাক্যতা তেন সহেতি স্থিতম্।

কলৌ কিল ভবিষ্যন্তীতি শ্রীকৃষ্ণঃচৈতন্যপরায়ণা এব নারায়ণপরায়ণাঃ, অতঃ-ক্বচিৎ গৌড়োৎকলয়োরিতি ব্যাখ্যাতম্। উক্তঞ্চ নবমে (ভাঃ ৯।২৪।৬১) 'কলৌ জনিষ্যমাণানাম্' ইত্যাদি। এতেন

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারো বোদ্ধব্যঃ।

উক্তং (৯।২৪।৫৫) নবম এব তৎ সূক্তং কৃষ্ণাবতারকথানন্তরং 'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য ক্ষয়ো বৃদ্ধিশ্চ পাপ্মনঃ তদা তু ভগবানীশ আত্মানং সৃজতে হরি'রিতি কলৌ কৃষ্ণাবতারান্তরমস্যেবাবতার ইতি সূচিতঃ।

অর্থ—শ্রীকৃষ্ণাবতারের পরবর্ত্তী কলিযুগে অবতারান্তর হইবেন কি না?

এই প্রকার জিজ্ঞাসা শ্রীপরীক্ষিতের মনে জাগিলে শ্রীশুকদেব গোস্বামী তাহা অবগত হইয়া বলিলেন—

যে যে সময়ে ধর্ম্মের ক্ষয় ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি পায় সেই সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ নিজকে প্রকট করিয়া থাকেন। ইত্যাদি প্রমাণ বাক্যে কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের অবতারান্তর (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতার) সূচিত হইয়াছে। এই কারণেই শ্রীশুকদেব বলিলেন—কলৌ 'জনিষ্যমাণানাং' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর পার্ষদগণ কলি যুগে জন্মিবেন তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ যশ বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, যে যশের কার্য্য—দুঃখশোকরূপ অন্ধকার নাশ করে ইহা গৌণ, মুখ্যকার্য্য কিন্তু প্রেমদান করা। যথা যথ ভাবে শ্রীকৃষ্ণের গুণ আস্বাদনকারী একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ভক্তগণ বুঝিতে হইবে। যদি কেহ বলে—শ্রীকৃষ্ণ তাৎকালিক (দ্বাপর-যুগীয়) ভক্তগণের জন্য যশ বিস্তার করিয়াছেন। ইহা বলা চলে না—শ্রীশুক বলিলেন "কলৌ জনিষ্যমাণানাং" ইত্যাদি বাক্যে ভবিষ্যৎ প্রয়োগ আছে। শ্রীকুন্তীও বলিয়াছেন—কেহ কেহ বলেন শ্রীকৃষ্ণ 'শ্রবণস্মরণার্হাণি কর্ম্মাণি 'করিষ্যন্' অর্থাৎ ভবিষ্যৎকালে জাত ভক্তগণের জন্যই শ্রবণ ও স্মরণার্হ কর্ম্মবিস্তার করিয়াছেন। এস্থলে করিষ্যন্ এই ক্রিয়াদ্বারা ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশ হইয়াছে। তাৎকালিক জনগণের জন্য যদি তাহা হইত তাহা হইলে শ্রীকুন্তী, 'করিষ্যন্' না বলিয়া 'কুর্ব্বন্' এইরূপ বর্ত্তমান প্রয়োগ করিয়া বলিতেন। অতএব শ্রীকুন্তী-বাক্যের সহিত এই বাক্যের একবাক্যতা আছে বুঝিতে হইবে। শ্রীগীতা শ্লোকও (৪।৭) স্মরণ পথে আসে না কি?

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

অর্থ—হে অর্জ্জুন যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি নিজকে প্রকট করি। ধর্ম্মের গ্লানি বলিতে বেদোক্ত ধর্ম্মের নিন্দা অনাদর ও হেয় প্রতিপাদন এবং বিনাশ অর্থও বুঝায়। অধর্ম্মের অভ্যুত্থান অর্থাৎ অধর্ম্মের অত্যধিক রূপে প্রাদুর্ভব। জনগণ গোবধাদি মহাপাতকে লিপ্ত হইয়া পড়ে। সেই সময় ভগবান প্রকট হন, শ্রীগীতায় এই শ্রীমুখোক্ত প্রতিজ্ঞা বাণী

ইহা কে না জানে? কলিযুগে যে অত্যধিক অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ঘটে ইহা কি অস্বীকার্য্য? কলির এক নাম অধর্ম্মবন্ধু। (ভাঃ ১।১৭।৩১-৩২) শ্রীপরীক্ষিৎ কলিকে বলিয়াছেন—ত্বমধর্ম্মবন্ধুঃ। ত্বাং বর্ত্তমানং নরদেবদেহেষ্বনুপ্রবৃত্তোঽয়মধর্ম্ম-পূগঃ। লোভোঽনৃতং চৌর্য্যমনার্য্যমংহো জ্যেষ্ঠা চ মায়া কলহশ্চ দম্ভঃ। হে কলি তুমি নৃপতিগণের দেহে প্রবেশ করিলে সকল প্রকার অধর্ম্মই তাঁহাদের দেহে ও রাজ্যে প্রবেশ করিবে। লোভ, মিথ্যা, চৌর্য্য, দৌর্জ্জন্য, স্বধর্ম্মত্যাগ, অলক্ষ্মী ও কাপট্য ইত্যাদি অধর্ম্ম সমূহের প্রাদুর্ভূত হইবে।

এই প্রকার ধর্ম্মগ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থানসময়ে শ্রীভগবান প্রকট না হওয়ার কোন কারণ আছে কি? তাঁহার প্রতিজ্ঞা বাণী কি অসত্য হয়? প্রতি যুগে ধর্ম্মগ্লানি নাশের জন্য শ্রীভগবদবতার আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, বর্ত্তমান যুগে তাঁহার অবতার হয় নাই ইহা কি বিবেকী ব্যক্তির উক্তি? যদি বল—কলিযুগে শ্রীবুদ্ধের অবতার হইয়াছে তাহা স্বীকার করা হয়। উত্তর—শ্রীবুদ্ধ বেদবিহিত ধর্ম্মের নাশক ও পাষণ্ড-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ছিলেন—প্রমাণ পরে দেওয়া হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে পাষণ্ড-ধর্ম্মের অত্যধিক অভ্যুত্থান ও যবনরাজগণ কর্ত্তৃক বেদোক্ত-ধর্ম্মের অত্যধিক বিপ্লব ঘটিয়াছিল ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। পাষণ্ডী ক্রিয়ার অভ্যুত্থান ও সনাতন ধর্ম্মের চরম গ্লানি কোনও কালে হয় নাই। এমন সময়ে শ্রীগৌরসুন্দর অবতীর্ণ হইয়া ভগবদ্ভক্তিরূপ পরমধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া ধর্ম্মের গ্লানিকারী ও অধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ম্লেচ্ছ, পতিত ও পাষণ্ড প্রভৃতিকে ভগবৎ প্রেমসাগরে নিমগ্ন করিয়াছিলেন। যদি কেহ বলে—ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে হইলে অধর্ম্মকারীদিগকে বিনাশকরাই শ্রীভগবদবতারের কার্য্য বিশেষ। গীতাশাস্ত্রেও সুস্পষ্ট আছে (৪।৭) সাধুগণের পরিত্রাণ দুষ্কৃতিকারীগণের বিনাশ ও ধর্ম্ম সংস্থাপন নিমিত্ত শ্রীভগবান প্রকট হন। দুষ্টবধরূপ কার্য্য যদি না থাকে তবে তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবদবতার বলিয়া বলা যায় কি? উত্তর—শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপে কারুণ্যগুণ চরম বিকাশ থাকাত দুষ্ট সংহাররূপ কার্য্য নাই। তাঁহার কারুণ্যগুণে সর্ব্বপ্রকার অধর্ম্মকারী দুষ্ট ব্যক্তিরা পরবশিষ্ট হইয়াছে ইহা পূর্ব্বেও বলা

হইয়াছে, এস্থলেও সংক্ষেপে বলি—

দুরমতি অতি পতিত পাষণ্ডী
প্রাণে না মারিল কারে
হরিনাম দিয়া হৃদয় শোধিল
যাচি দিল ঘরে ঘরে।
(শ্রীপ্রেমানন্দ মনঃশিক্ষা।)

যবন পাষণ্ড অসুরাদি যাঁহার কারুণ্য গুণে মহাবৈষ্ণব হইল ইহা দ্বারা ধর্ম্মসংস্থাপন কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অন্যান্য অবতারে অসুরাদি যথাবস্থিত দেহে প্রেম পায় নাই বা অসাধারণ ধার্ম্মিক হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণাবতারে অসুরগণ নিহত হইয়া কেহ কেহ ভক্তি এবং অনেকেই মুক্তি পাইয়াছে, কিন্তু জীবিত অবস্থায় কোনও অসুর ভক্তি পায় নাই। শ্রীগৌরভগবানে যেরূপ ভগবত্তা বিকাশ পাইয়াছে ইহা অন্য কোন অবতারে দেখাযায় নাই সুতরাং **ধর্ম্ম সংস্থাপনা কার্য্য শ্রীগৌরাঙ্গাবতারেই সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে**। শ্রীনামসংকীর্ত্তনাদি ভক্তিরূপ পরমধর্ম্ম সংস্থাপিত হইয়াছে, অন্যান্য অবতারে এইরূপ ধর্ম্ম সংস্থাপিত কোনও যুগে হয় নাই বুঝিতে হইবে। যথা পূর্ব্বোক্ত শ্রীরূপগোস্বামীবাক্য—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।

"কালৌ কিল" ইত্যাদি শ্লোকের টীকার্থ—

কলিতে সকলে নারায়ণ পরায়ণ হইবে। নারায়ণ পরায়ণ বলিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পরায়ণ অর্থ বুঝায়। যেহেতু মূল শ্লোক আছে—ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষুচ ভূরিশঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ শব্দে গৌড় ও উৎকলদেশ অর্থ বুঝায়। এইরূপ অর্থ ক্রমসন্দর্ভেও দেখা যায়—ক্বচিৎ ক্বচিৎ গৌড়াদৌ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবাবতারেণ। সারার্থদর্শিনী-টীকায় উক্ত আছে—'দ্রবিড়েষুচ' চকারাদ্গৌড়োড্রয়োঃ দীপিকাদীপনটীকায়ও উক্ত আছে—ক্বচিৎ ক্বচিৎ গৌড়াদাবিতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারাভিপ্রায়েণেতি। অর্থাৎ কলিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারহেতু গৌড় ও উৎকলাদি দেশে জাত মনুষ্যগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যভক্তি পরায়ণ হইবে। এই প্রকার শ্রীকরভাজনযোগীন্দ্রের বাক্যার্থ।

অতএব কালৌ জনিষ্যমাণানাং ইত্যাদি বাক্যদ্বারা কলিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতার বুঝিতে হইবে। তৎসম্বন্ধে নবম স্কন্দে 'যদা যদা' (২৪।৫৬) ইত্যাদি সযুক্তিক বাক্য বা উত্তম বাক্য উক্ত হইয়াছে। কারণ শ্রীকৃষ্ণাবতার কথার পরে এই বাক্যটী উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীশুক শ্রীকৃষ্ণাবতারের পর কলিযুগীয় অবতারকে লক্ষ্য করিয়াই এই উক্তিটী প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং এই বাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতার সূচিত হইয়াছে। শ্রীবুদ্ধ সাক্ষাৎ অবতার নহেন তিনি আবেশাবতার ও সমূল ধর্ম্মনাশক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ঐ শ্লোক বলা হয় নাই। শ্রীগৌরাবতার সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে আরও প্রমাণ পরে দেওয়া হইবে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর অবতারেই বৈবস্বতমন্বন্তর-অষ্টাবিংশচতুর্যুগীয় কলি ধন্য হয় বলিয়া প্রশংসনীয়। এই কলিযুগে জাত মনুষ্যগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণায় মহাপ্রেম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং এই **কলিযুগই বিশেষ কলিযুগ ইহা দেখান হইল।** এই কলিযুগ ব্যতীত অন্যান্য কলিতে যে যুগাবতার প্রকট হন তিনি জীব বিশেষ অর্থাৎ আবেশাবতার। তৎকর্ত্তৃক যে সংকীর্ত্তন প্রচার হয়, তাহার ফল চতুর্ব্বিধ মুক্তি, ব্রজপ্রেম নহে। সেই মুক্তি কোন কোন মনুষ্য পায় সকলের ভাগ্যে ঘটে না। বৈকুণ্ঠেশ্বরাদি প্রতিপাদক নামাবলী প্রচারিত হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিপাদক সাক্ষাৎ নাম প্রচারিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে বলিয়াছেন—চৈঃ চঃ আঃ

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হইতে।
আমাবিনে অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥
চিরকাল নাই করি প্রেমভক্তি দান।
ভক্তিবিনু জগতের নাই অবস্থান॥
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম সংকীর্ত্তন
চারি ভাবের ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥

চিরকাল বলিতে কল্পমধ্যে সাধারণ যুগসমূহ অর্থ বুঝিতে হইবে। সাধারণ যুগ-সংখ্যা ৩৯৯৮। বিশেষ দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের বৈশিষ্ট্য আস্বাদন করিয়া ব্রজের বৃক্ষলতা, পশু ও পক্ষী প্রভৃতিকে

তাহা দান করেন; কিন্তু ঐ জাতীয় বিশুদ্ধ প্রেম ব্রজ ভিন্ন অন্যত্র বিতরণ করেন না। সেই শ্রীকৃষ্ণ পরবর্ত্তী কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে প্রকট হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্র স্থিত স্থাবর জঙ্গমমাত্রকে ঐ ব্রজপ্রেম বিতরণ করিয়া থাকেন।

প্রশ্ন—ভগদ্ভক্তিকে পরম ধর্ম্ম বলা হয় কোন্ প্রমাণে? শ্রীগীতা উক্তির ধর্ম্মসংস্থাপন বলিতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বুঝায়। উহাই মনুষ্যগণের কর্ত্তব্য। তাহার সংস্থাপনার্থ শ্রীভগবদবতার প্রকট হন। শ্রীহরিভক্তি সকলের পক্ষে বিহিত নহে। বর্ণবাহ্য ও আশ্রমবাহ্য ব্যক্তিরা তাহা করিতে পারে। বৈদিক ধর্ম্ম বা কর্ম্মে অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে তাহা অবিহিত। নামসংকীর্ত্তন প্রধান ভক্তিযোগ প্রচারের জন্য শ্রীভগবানের প্রকট হওয়া নিষ্প্রয়োজন, যেহেতু বর্ত্তমানকালে কত সাধক মনুষ্য ও লাভপূজাপ্রতিষ্ঠাকামী কত শত ব্যক্তি উহা প্রচার করিতেছেন। বৈদিকসদাচার পালন করিতে সুদুষ্কর বলিয়া বেদবাহ্য অপকৃষ্ট বা হীনধর্ম্ম নামকীর্ত্তনাদি ভক্তি যাজন করিতে মনুষ্যগণ প্রবৃত্ত হয়, এই প্রকার আমরা মনে করি। বেদশাস্ত্র ধর্ম্ম বা কর্ম প্রতিপাদন করে, ভক্তি প্রতিপাদন করে না; সুতরাং বৈদিকধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য শ্রীভগবান—অবতীর্ণ হন, এইরূপ সিদ্ধান্ত নির্ব্বিবাদ।

উত্তর—ভক্তিহীন বা ঈশ্বরবিমুখ ব্যক্তি ধর্ম্মের স্বরূপ বা তত্ত্ব অবগত নহে বলিয়া তাহার মনে এই জাতীয় প্রশ্ন উঠিতে পারে। ভক্তিহীন ধর্ম্ম অত্যন্ত অশুভ বা অমঙ্গল তাহা প্রচারের জন্য শ্রীভগবান অবতীর্ণ হন ইহা শিশু বলিতে পারে। বেদকর্ত্তা শ্রীভগবান ধর্ম্মের লক্ষণ করিয়াছেন—ধর্ম্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তঃ (ভাঃ ১১।১৯।২৫) ধর্ম্মো মদ্ভক্তিকৃৎ ততঃ স এব প্রোক্তঃ প্রকৃষ্ট উক্তঃ শাস্ত্রেষু (স্বামীপাদ টীকা)। মদ্ভক্তিরেব ধর্ম্মঃ প্রকর্ষেণোক্তো নান্যঃ ততঃ স এব মুখ্যা বৃত্ত্যা ধর্ম্মশব্দেন বাচ্য ইত্যর্থঃ। এবমেব ভক্তাবপি ধর্ম্মশব্দঃ। এবং ধর্ম্মৈরিতীতি ভাবঃ (ক্রমসন্দর্ভ)। এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্। ময়িমিত্তিং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় জায়তে। তমমনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ। যৎ করোষি যদশ্নাসি। কুর্ব্বাণা যত্র কর্ম্মাণীত্যাদি (দীপিকাদীপন)।

অর্থ—শ্রীভগবান বলেন হে উদ্ধব আমার ভক্ত্যনুষ্ঠানকে ধর্ম্ম বলিয়া

জানিবে, ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রে প্রকৃষ্টরূপে উক্ত আছে। ভক্ত্যনুষ্ঠান ভিন্ন অন্য-প্রকার অনুষ্ঠানকে ধর্ম্ম বলা যায় না। ঐ অনুষ্ঠানই ধর্ম্মশব্দের মুখ্যা বৃত্তি অর্থাৎ মুখ্যা বৃত্তিদ্বারা ধর্ম্মশব্দের বাচ্য ভগবদ্ভক্ত্যনুষ্ঠানই। বর্ণাশ্রমক্রিয়াকে যে ধর্ম্ম বলা যায় তাহা আরোপিত বা গৌণ ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। "শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে" (ঐ ২০) ইত্যাদি ভক্ত্যঙ্গযাজনকে শ্রীভগবান ধর্ম্ম বলিয়াছেন—হে উদ্ধব আমার চরণে আত্মনিবেদনকারী মনুষ্যগণের এইপ্রকার মদ্ভক্ত্যঙ্গযাজনকে ধর্ম্ম বলে। শ্রীহরিভক্তি বিলাসে (১) ধৃত পাদ্মবচনে শ্রীভগবান বলেন—আমার উদ্দেশ্যে কৃত পাপও ধর্ম্ম হয়, আমাকে অনাদর করিয়া ধর্ম্ম করিলেও উহা ধর্ম্ম নহে আমার প্রভাবে উহা পাপে পর্য্যবসিত হয়। ভক্ত্যনধিকারী জনগণের বর্ণগত ও আশ্রমগত করণীয়কে গৌণধর্ম্ম বা আরোপিত ধর্ম্ম বলে ঐ করণীয়সমূহ শ্রীভগবানে অর্পিত করিতে হয়—যৎকরোষি ইত্যাদি শ্রীগীতা ও ভাগবত প্রমাণ। বর্ণাশ্রম ধর্মানুষ্ঠানকারীরা যদি ভক্তিহীন হয় তাহাদিগকে অধার্ম্মিক বলা হয়, তাহারা অধর্ম্মের ফল অধোগতি লাভ করে।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ গীঃ ৭।১৫

এই প্রমাণে ভক্তিহীন ব্যক্তিমাত্রকে অসুর বলা হয় বুঝাযাইতেছে। ভক্তিহীন চারিবর্ণাশ্রমীরও রৌরবগতি অনিবার্য্য—

চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাই ভজে
স্বধর্ম্ম করিয়াও রৌরবে পড়ি মজে। চৈঃ চঃ ম ২২

শ্রীভাঃ ১১।৫।২-৩ "মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ" ইত্যাদি।

ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

ভগবদনর্পিত ধর্ম্ম বা কর্ম্ম শ্রীভাগবতমতে বৈদিক নহে, যাহা পরম অমঙ্গল জনক অধোগতিদায়ক তাহা স্বয়ং ভগবান প্রচার করেন এইরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত। ভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্ম করেণ চিত্তশুদ্ধি হয় বলিয়া তাদৃশকর্ম্মী জ্ঞানীর সঙ্গে জ্ঞানযোগ ও ভক্তের সঙ্গে ভক্তিযোগ লাভ করিতে পারে।

"অপাম সোমমমৃতা অভূম অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি"

ইত্যাদি অর্থবাদ বাক্যে রত হইয়া মূর্খ ব্যক্তিরাই সকাম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ।
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥

সকামকর্ম্মের স্বরূপ গীতায় এইরূপ নিরূপণ করা হইয়াছে, উহা মূর্খদের আদরণীয় পণ্ডিতদের নহে। ভোগাসক্ত মূর্খব্যক্তিরা বেদকে স্বর্গপর বলিয়া মনে করিলেও বেদ কিন্তু ভগবৎপর। কেবল বেদ নহে বেদপ্রতিপাদিত ধর্ম জ্ঞানাদি সমস্তই ভগবৎপর—(ভাঃ ১।২।২৮-২৯) বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ। বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ॥ বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ। বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ॥

অর্থাৎ শ্রীবাসুদেবই উপাস্যরূপে বেদের তাৎপর্য্যবিষয় হইয়াছেন। সেইরূপ যজ্ঞ, যোগ, ক্রিয়া, জ্ঞান, তপস্যা ও ধর্ম বাসুদেবপর অর্থাৎ যজ্ঞাদির তাৎপর্য্য সেই বাসুদেবই ; অধিক কি, চরম প্রাপ্য বা গতি বাসুদেবপরই। শ্রীভক্তির মহিমা দর্শন করিয়া কর্ম্মী ব্রাহ্মণগণ আত্মধিক্কার করিয়াছেন। (ভাঃ ১০।২৪ ৩৯)

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্বিদ্যা ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্ কুলং ধিক্ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে।

অর্থ—আমাদের শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ এই ত্রিবিধ জন্মকে ধিক্, আমাদের ব্রহ্মচর্য্য, বহুজ্ঞতা ও কুলকে ধিক্ এবং কর্ম্মনৈপুণ্যকেও ধিক্, কারণ আমরা শ্রীকৃষ্ণবিমুখ।

অভক্ত কর্ম্মীগণের কেবল দুর্গতিই—(গীতা ৯।২৪)

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥

ইত্যাদি প্রমাণে ভক্তিহীন ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলা যায় না ভক্তিযুক্ত ধর্ম্মই ভক্ত্যানধিকারী সম্বন্ধে ব্যবস্থা আছে—বিষ্ণুপুরাণ (৩।৮।৯)

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্ ॥

শ্রীঅর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ—গীতা (২।৪৫)

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।

অর্থ—শ্রীভগবান বলেন হে অর্জ্জুন! কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদ ত্রিগুণময় তৎপ্রতিপাদিত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বেদের শিরোভূত বেদান্তনিষ্ঠ হও। অতএব গুণাতীত ধর্ম্ম অবৈদিক নহে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—বেদ বাসুদেবপর। শ্রীগীতায়ও উক্ত আছে (১৫।১৫)—শ্রীভগবান বলেন বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেববেদ্যঃ। অর্থাৎ শ্রীভগবান যখন সর্ব্ববেদবেদ্য, তদীয় ভক্তি অবৈদিক হইল কোন্ বিচারে?

গৌণ মুখ্য বৃত্তি কিবা অন্বয় ব্যতিরেকে
বেদের প্রতিজ্ঞা সেই কহয়ে কৃষ্ণকে। চৈঃ চঃ মঃ ২০
কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্য হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥ ভাঃ ১১।২১।৪২

অর্থ—শ্রীভগবান বলেন কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যে কি বিধান করে, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যে কি প্রকাশ করে এবং জ্ঞানকাণ্ডে কোন্ বস্তু অনুবাদ করিয়া তর্কবিতর্ক করে, এইরূপ বেদের হৃদয় অর্থাৎ তাৎপর্য্য লোকমধ্যে আমাভিন্ন কেহ জানে না।

এই প্রমাণে প্রমাণিত হইতেছে যে—অভক্ত কর্ম্মীরা বেদের অর্থ জানেন না।

মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্।
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥ ঐ ৪৩

অর্থ—শ্রীভগবান বলেন যোগাদিবিধিসমূহের মদ্ভক্তিবিধানে তাৎপর্য্য থাকাতে আমার স্বরূপ হইতে ভক্তি অভিন্নহেতু বেদ আমার ভক্তিকে কর্ত্তব্যরূপে বিধান করে। (ভাঃ ১১।১৪।৩ ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ)। আমিই সর্ব্ববেদার্থ এই কারণে বেদ আমার তাৎপর্য্যেই যজ্ঞাদি বিধান করিয়া আমাতেই পর্য্যবসান

করে বুঝিতে হইবে। শব্দাত্মক বেদ মদ্ভক্তিবিধায়করূপে আমাকেই আশ্রয় করিয়া ত্রিগুণময় কর্ম্ম, যোগ ও বিদ্যাময় (স্বাত্ত্বিকরূপ) জ্ঞানযোগ এই দ্বয় মায়ামাত্র এই প্রকার অনুবাদ করত অন্তে প্রতিষেধ করিয়া প্রসন্ন হয় অর্থাৎ আমার নিগুর্ণা ভক্তির ফলস্বরূপ আমার মাধুর্য্য আস্বাদনে সজ্জনদিগকে আনন্দিত করিয়া স্বয়ং আনন্দলাভ করে। (টীকাদ্বয়ের তাৎপর্য্যার্থ)।

শ্রীগীতায় (১৫।১৫) শ্রীভগবান বলিয়াছেন আমিই বেদান্তকর্ত্তা ও বেদবিৎ।

বেদকর্ত্তা ও বেদবিৎ শ্রীভগবান বলেন বেদে মৎস্বরূপভূত ধর্ম্ম (ভক্তিযোগ) আছে, তাহা কল্পের আদিতে ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়াছি—(ভাঃ ১১।১৪।৩)

কালেন প্রলয়ে নষ্টা বাণীয়ং বেদসজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তো ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ।

মদাত্মকঃ মৎস্বরূপভূতঃ হ্লাদিনীসাররূপত্বাৎ (ক্রমসন্দর্ভ)। হ্লাদিনী শক্তির সার বলিয়া ধর্ম্ম (ভক্তিযোগ) শ্রীভগবানের স্বরূপভূত।

শ্রীব্রহ্মা তিনবার সর্ব্ববেদ বিচার করিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন যে—সেই ভক্তিযোগই সর্ব্ববেদসিদ্ধ। স হি ভক্তিযোগঃ সর্ব্ববেদসিদ্ধ ইত্যাহ (ভাঃ ২।২।৩৪)—ভগবান্ ব্রহ্ম কাৎর্স্নেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া। তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ। ভগবান শব্দে ব্রহ্মা। কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার। আত্মন্ অর্থাৎ পরমাত্মা হরিতে যাহা হইতে রতি হয় সেই ভক্তিযোগই সকল বেদসিদ্ধ। কাৎর্স্নেন—সাকল্যেন। ব্রহ্ম—বেদঃ (ভক্তিসন্দর্ভ ৩০)। ইত্যাদি প্রমাণে শ্রীনাম সংকীর্ত্তনাদি ভক্তিযোগ বেদবাহ্য নহে, উহা বাস্তব ধর্ম্মশব্দ বাচ্য, মনুষ্যমাত্রের তাহাই করণীয়, বেদবিৎ শ্রীভগবান সর্ব্ববদেবেদ্য ও তদীয় ভক্তিই পুরুষার্থশিরোমণি, তদভাবে বর্ণাশ্রমীদিগেরও অধঃপাত ঘটে দেখান হইল। শ্রীভাগবত এই বাস্তবধর্ম্ম ভক্তিযোগকেও পরমধর্ম্মরূপে স্থানে স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন—(৬।৩।১২)

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ।

পুংসাং **জীবমাত্রাণাং পরঃ ধর্ম্মঃ সার্ব্বভৌমো ধর্ম্ম** এতাবান্ স্মৃতঃ,

নৈতদধিকঃ। তন্নামগ্রহণাদিভির্যো ভক্তিযোগঃ সাক্ষাদ্ভক্তির্ভবতি। এব কারেণানাবাবৃত্তত্বং স্পষ্টয়তি ভগবতীতি। নামগ্রহণাদীন্যপি যদি কর্ম্মাদৌ তৎসাদ্গুণ্যার্থং প্রযুজ্যন্তে তদা তস্য পরত্বং নাস্তি তুচ্ছফলার্থং প্রযুক্তত্বেন তদপরাধাদিতার্থঃ। তথৈব ক্ষয়িষ্ণুফলদাতৃত্বঞ্চ ভবতীতিভাবঃ (ভক্তিসন্দর্ভ ৯১) **অর্থ ঃ—** শ্রীযমমহারাজ দূতদিগকে বলেন—জীবমাত্রেরই বিহিত পরম বা সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম এতৎস্বরূপ। ইহা অপেক্ষা অধিক বা শ্রেষ্ঠ অন্য কোন ধর্ম্ম নাই। সেই পরম ধর্ম্মের স্বরূপ—ভগবন্নামাদিগ্রহণ দ্বারা শ্রীভগবানে যে সাক্ষাৎ ভক্তি হয়। কর্ম্মাদির সাদ্গুণ্যের জন্য যদি শ্রীভগবন্নামগ্রহণাদি প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে তাদৃশ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব হইতে পারে না। কেননা ভগবৎপ্রীতি ব্যতীত অন্য তুচ্ছ ফললাভের জন্য প্রযুক্ত হওয়ায় নামাপরাধ ঘটিয়া থাকে। এই প্রকার নামাপরাধযুক্ত নামগ্রহণাদি ক্ষয়শীল (নশ্বর) ফল দান করে—ইহাই ভাবার্থ।

আরও বলি—বৈদিককর্ম্ম যদি বাস্তব ধর্ম্ম হয়, তবে তাহা ত্যাগ করিতে শ্রীভগবান উপদেশ করেন কেন?—"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত" ইত্যাদি (ভাঃ ১১।২০।৯)। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ (গীতা ১৮।৬৬) সর্ব্বধর্ম্মান্ বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্ সর্ব্বান্ (টীকা) পরিত্যজ্য স্বরূপতস্ত্যক্ত্বা (ভাষ্য)

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম—জড়ীয় বা মায়িকধর্ম্ম, তাহা নিঃশেষরূপে ত্যাগ করিয়া বাস্তব বা চিন্ময় ধর্ম্ম শ্রীভগবৎ শরণাগতি লাভ করিলেই জীবের মঙ্গল নচেৎ অমঙ্গল বুঝিতে হইবে। "ন কর্ম্মণা" ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ বহু আছে বিস্তার ভয়ে উল্লেখ করিলাম না। প্রভাস পুরাণোক্ত বাক্যও স্মরণীয়—

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং ত্রায়তে কৃষ্ণনাম।

তোমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে ত? বেদরূপ কল্পবল্লীর শ্রীকৃষ্ণনাম সৎফল ও চিৎস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রেও "নিগমকল্পতরোর্গলিতফলং" (১।১।৩) অর্থাৎ বেদরূপ কল্পতরুর বিগলিত ফল শ্রীভাগবত পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন।

জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা বৃক্ষ বা লতার ফল খান, ডাল পাতা খান না। বৃক্ষের সারই ফল, ইহা যাহাদের বোধ নাই তাহারা ডাল পাতা গ্রহণ করে। বেদের ফল শ্রীনামসংকীর্ত্তনাদি ভক্তিযোগ ইহা বেদবাহ্য নহে দেখান হইল। চৈঃ চঃ গ্রন্থে (মঃ ১৭) ধৃত পদ্মপুরাণ বচনে শ্রীনামের স্বরূপ—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

অর্থঃ—শ্রীনামই চিন্তামণি অর্থাৎ সর্ব্বাভীষ্টদাতা, যেহেতু নাম চৈতন্যরস-স্বরূপ, পূর্ণ (অপরিচ্ছিন্ন) শুদ্ধ অর্থাৎ মায়া-সম্বন্ধশূন্য এবং নিত্যমুক্ত কৃষ্ণ (কৃষ্ণস্বরূপ)। নাম ও নামী অভিন্ন অর্থাৎ একই সচ্চিদানন্দরূপ তত্ত্ববস্তু।

এই নামসংকীর্ত্তনমুখ্য ভক্তিযোগরূপ পরম ধর্ম্ম যাঁহারা গ্রহণ করেন তাঁহারা (হরিভক্তগণ) জগৎপূজ্য শ্রীভগবানের ন্যায় পূজ্য হন। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে (১০।৯১) ধৃত ইতিহাসসমুচ্চয়বাক্য—

ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।

তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥

অর্থ—শ্রীভগবান বলেন—মদ্ভক্তিরহিত চতুর্ব্বেদী ব্যক্তিও আমার প্রিয় নহে। মদ্ভক্তিযুক্ত শ্বপচ ব্যক্তিও আমার প্রিয় হয়। অতএব সেই শ্বপচকেও দান করিতে হয় এবং তাহা হইতে গ্রহণ করিতে হয়। আমি যেমন জগৎ-পূজ্য, সেই শ্বপচ ভক্তও আমার ন্যায় জগৎপূজ্য বুঝিতে হইবে।

ইত্যাদি প্রমাণে পরমধর্ম্ম বা ভাগবত ধর্ম্মের এবং তদ্‌যাজনকারীগণের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠত্ব দেখান হইল। তোমাদের বোধোদয়ের জন্য আরও বলি—**একমাত্র শ্রীভগবান ও তদীয় ভক্তগণ ধর্ম্মের প্রমাণ**—

ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্ সর্ব্ববেদময়ো হরিঃ।

স্মৃতঞ্চ তদ্বিদাং রাজন্ যেন চাত্মা প্রসীদতি॥ (ভাঃ ৭।১১।৭)

শ্রীধরস্বামীর টীকা ও তাৎপর্য্য ভক্তিসন্দর্ভে (৫৮) উক্ত আছে—ধর্ম্মস্য মূলং প্রমাণং ভগবান্ যতঃ সর্ব্ববেদময়ঃ। স্মৃতং স্মৃতিশ্চ তদ্বিদাং বেদময়-ভগবদ্-বিদাং তস্য প্রমাণম্। আভ্যাং তদ্বহির্মুখধর্ম্মস্যাপার্থত্বং ভগবদ্ধর্ম্মস্যৈবাবশ্যক-

ত্বশ্লোক্তম্। অতএব "বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্। আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ॥" (মনু ২।৬) ইতি মনুস্মৃতিবাক্যাদপ্যত্র বিশিষ্টতরোপদিষ্টম্। তচ্চ যুক্তম্, "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।" (১।১।২) ইত্যুক্তত্বাৎ। যেনৈব ধর্ম্মেণ 'আত্মা' মনঃ প্রসীদতি'।

অর্থ—শ্রীভগবানই ধর্ম্মের মূল অর্থাৎ প্রমাণ, যেহেতু ভগবান শ্রীহরি সর্ব্ব বেদময়। এবং বেদময়-ভগবদ্‌বিদ্‌গণের অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ববিৎ ভক্তগণের স্মৃতিও ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রমাণ। ভগবৎপ্রতিপাদক বেদ ও ভগবৎতত্ত্ববিদ্‌গণের স্মৃতি, এই শাস্ত্রদ্বয় দ্বারা ভগবদ্বহির্ম্মুখধর্ম্মের তুচ্ছতা বা অসারতা (এই কারণে অনাবশ্যকতা) এবং ভগবদ্ধর্ম্মের আবশ্যকতা উক্ত হইল। এইরূপ ধর্ম্মের আবশ্যকতা থাকাহেতু মনুস্মৃতিবাক্য হইতেও [নিখিল বেদ, বেদজ্ঞগণের স্মৃতি ও ব্রহ্মণ্যতাদিরূপ স্বভাব, সাধুগণের আচার ও আত্মার সন্তুষ্টি এই কয়েকটি ধর্ম্মেরমূল, এইরূপ বাক্য অপেক্ষাও] শ্রীনারদোক্ত এই শ্লোকে বিশেষরূপে ধর্ম্মের প্রমাণ উপদেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীমনুবাক্যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রমাণ, শ্রীনারদবাক্যে ভগবদ্ধর্ম্মের প্রমাণ উপদিষ্ট হইয়াছে। এইপ্রকার শ্রীনারদোক্ত উপদেশ যুক্তিযুক্ত; কারণ ভাঃ ১।১।২ শ্লোকে যে ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে তাহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাভিসন্ধিরূপ কৈতব (কপট বা ছলনা) রহিত, এবং নির্ম্মৎসর সাধুগণের অনুষ্ঠেয় বলিয়াই পরম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। যে ধর্ম্মদ্বারা বাস্তব বস্তু শ্রীপরমেশ্বরই বেদ্য হন বলিয়াই জীবের অনায়াসে তাপত্রয় উন্মূলিত হয়, এই ধর্ম্মদ্বারাই আত্মা (মন) প্রসন্ন হয়। শ্রীনারদও স্থানান্তরে বলিয়াছেন—(ভাঃ ১।৫।১২) যখন ভক্তিহীন নিরুপাধি বা নির্ম্মল জ্ঞানও শোভা পায় না। অর্থাৎ অপবর্গ সাধনে সমর্থ হয় না। তখন সাধনকালে ও ফলকালে দুঃখরূপ যে কাম্যকর্ম্ম বা নিষ্কামকর্ম্মও যদি শ্রীভগবানে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে উহা যে অশোভার বিষয় হইবে অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে নিষ্ফল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং" ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য।

মায়িক ধর্ম্মানুষ্ঠানে বহু দোষ প্রকাশ পায়, তাহা নির্গুণ ধর্ম্ম বা ভক্তিযোগ

কর্তৃক অনুগৃহীত হইলে ফল প্রসব করে। শ্রীশুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন (ভাঃ ৮।২৩।১৬)—

মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রমনুসংকীর্ত্তনং তব।

অর্থ—হে ভগবন্ মন্ত্র, তন্ত্র ও দেশকালোপযোগী বস্তু হইতে বৈদিক যজ্ঞাদি পূর্ণতা লাভ করে না, কারণ মন্ত্রাদি ছিদ্রযুক্ত। আপনার সংকীর্ত্তন নিরন্তর অনুষ্ঠিত হইলে যজ্ঞাদি ধর্ম্ম কর্ম ছিদ্রমুক্ত হয় বলিয়া ফলপ্রসব করিতে সক্ষম হয়।

প্রশ্ন ঃ—ভক্তিহীন কর্ম্মের যদি অসারতা থাকে, তাহা হইলে বেদ ভক্তিহীন ব্যক্তিগণের প্রতি এতাদৃশ কর্ম্ম বিধান করেন কেন?

উত্তর ঃ—ভক্তিহীন মানবসম্বন্ধে বেদ যে কর্ম্ম বিধান করিয়াছেন, তাহা কেশবার্পণ উদ্দেশ্যেই বিহিত হইয়াছে, কেশবার্পিত কর্ম্ম হইতে নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি (কর্ম্ম মুক্তিরূপ সিদ্ধি) লাভ হইয়া থাকে। বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে। নৈষ্কর্ম্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ (ভাঃ ১১।৩।৪৬)।

জড়ীয় বা মায়িক কর্ম্ম ধর্ম্মের ফল বিপরীতও কদাচিৎ দেখা যায়। (ভাঃ ৬।৯।১২)—"ইন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্ব" এই শ্লোক প্রমাণ। চিন্ময় বা বাস্তব ধর্ম্মাচরণে কোন প্রকার প্রত্যবায় ও নাশ নাই। গীতা (২।৪০)—

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।

যথা কর্ম্মযোগে আরম্ভং কৃত্বা কর্ম্মাননুতিষ্ঠিতবতঃ কর্ম্মনাশপ্রত্যবায়ৌ স্যাতামিতি ভাবঃ। ইহ ভক্তিযোগে অতিক্রমে আরম্ভমাত্রে কৃতেঽপ্যস্য ভক্তিযোগস্য নাশো নাস্তি ততঃ প্রত্যবায়শ্চ ন স্যাৎ। ··· (সারার্থবর্ষিণী টীকা)। অর্থাৎ কর্ম্মযোগ আরম্ভ হইয়া তাহা সম্পূর্ণ না হইলে তাহাতে কর্ম্মনাশ ও প্রত্যবায় ঘটে। ভক্তিযোগে কিন্তু সেইরূপ নাশ ও প্রত্যবায় নাই। এই ভক্তিযোগের কিঞ্চিৎ মাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও মহাভয়ের স্থান যে সংসার, তাহা হইতে ত্রাণ করে। নামাভাসেও অজামিলাদি সংসার হইতে ত্রাণ পাইয়াছে

ইহাই জলন্ত দৃষ্টান্ত। এই বাস্তব ধর্ম সংস্থাপনার জন্য স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তিনি স্বয়ংই এই ভাগবত ধর্ম্মের বক্তা। (ভাঃ ১১।২।৩৪)—

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে। পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে—"ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তো ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ।" 'যে বৈ' শ্লোকের স্বামিপাদ টীকায় উক্ত আছে—মন্বাদিমুখেন বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মানুক্ত্বা অতিরহস্যত্বাৎ স্ব-মুখেনৈব ভগবতা…প্রোক্তাঃ। বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্ম (গৌণধর্ম্ম) প্রচারের জন্য স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হন না, ঐ জড়ীয় ধর্ম্ম মনু প্রভৃতিদ্বারা প্রচারিত ও সংস্থাপিত হয়। (ভাঃ ৮।১৪।৫)—

তেতো ধর্ম্মং চতুষ্পাদং মনবো হরিণোদিতাঃ।
যুক্তাঃ সঞ্চরয়ন্ত্যদ্ধা স্বে স্বে কালে মহীং নৃপ॥

একমাত্র শ্রীভগবান কর্ত্তৃক প্রকাশিত যে বাস্তব ধর্ম্ম (ভাগবতধর্ম্ম), ইহাকে দেব ও ঋষি প্রভৃতি বলিতে পারেন না; কেবল ভক্তগণই জানেন। ভাঃ ৬।৩।১৯—২১—

ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং, ন বৈ বিদুঋর্ষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ॥
স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভট্টাঃ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে॥

অর্থ—শ্রীধর্ম্মরাজ স্বীয় দূতগণকে বলিয়াছেন—সাক্ষাদ্ভগবান যে ধর্ম্ম প্রণয়ন (প্রকাশ) করিয়াছেন, ঋষিগণ, দেবগণ ও মুখ্য মুখ্য সিদ্ধগণ ঐ ধর্ম্ম (ভাগবত ধর্ম্ম) জানেন না। যদি দেব ও ঋষিগণ জানেন না, তদপেক্ষা নিকৃষ্ট অসুর মনুষ্যাদি তাহা কিরূপ জানিবে? হে দূতগণ! ব্রহ্মা, নারদ, শিব, চতুঃসন, কপিল, স্বায়ম্ভুবমনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, ব্যাসপুত্র শুকদেব ও আমি (যম) আমরা এই দ্বাদশজন (বৈষ্ণব) ভাগবতধর্ম্ম জানি। যে ভাগবতধর্ম্ম গুহ্য, বিশুদ্ধ ও দুর্ব্বোধ্য, যাহা অবগত হইলে জীব অমৃত (পার্ষদদেহ)

প্রাপ্ত হয়।

ইত্যাদি প্রমাণে বাস্তব বিজ্ঞ বলিতে ভক্ত ও বাস্তব ধর্ম্ম বলিতে ভক্তি ধর্ম্ম দেখান হইল। যাহারা নামসংকীর্ত্তনাদি বাস্তবধর্ম্মের মহিমা না জানিয়া জড়ীয়ধর্ম্মের সহিত তুলনা করে তাহারা মহাপরাধী হরিভক্তি বিলাসে ধৃত পদ্ম-পুরাণ বাক্য—ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্ব্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ। জড়ীয় ধর্ম্মের সহিত চিন্ময় ধর্ম্মের সাম্য ভাবনায় নামাপরাধরূপ মহাপরাধ হয়, যাহারা অচিৎধর্ম্ম হইতে চিন্ময় ধর্ম্মকে হীন মনে করে, সেই সকল ব্যক্তির কদাচিৎ নরক হইতে নিস্তার আছে কি? উঁহাদিগকে মহা অসুরভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? কলিযুগের ধর্ম্ম শ্রীনামসংকীর্ত্তনপ্রধান ভক্তিযোগ—শ্রীবিষ্ণু-পুরাণে (৬.২।১৭), পদ্মোত্তরখণ্ডে (৭২.৭৫) ও বৃহন্নারদীয়ে (৩৮।৯৭)—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্য কেশবম্॥

শ্রীভাঃ ১২।৩।৫২—কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥ **অর্থ**—সত্যযুগে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান করিয়া যে ফল হয়, ত্রেতায় যজ্ঞদ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া যে ফল হয়, দ্বাপরে তদর্চ্চনে যে ফল হয়, কলিযুগে সেই শ্রীহরির কীর্ত্তনে সেইসকল ফল (সিদ্ধি) পাওয়া যায়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে আর একটী বাক্য আছে, (৩৮।১২৬) তাহা সর্ব্বদা স্মরণীয়—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

যদি তোমরা বল—কলিযুগে যোগ জ্ঞানাদি সাধন করিলে কি গতি হয় না? **উত্তর**—কোনও সাধন সাঙ্গ হয় না বলিয়া গতি হয় না—ভক্তিসন্দর্ভে ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বচন—কলৌ চ দীনত্বং যথা—

অতঃ কলৌ তপোযোগবিদ্যাযজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
সাঙ্গা ভবন্তি ন কৃতাঃ কুশলৈরপি দেহিভিঃ॥

অর্থ—কলিযুগে মানবগণের দীনত্ব বর্ণিত হইয়াছে,—কারণ কলিযুগে তপস্যা, যোগ, জ্ঞান ও যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াসমূহ সুনিপুণ জনগণ কর্ত্তৃক আচরিত হইলেও তাহা সাঙ্গ হয় না। অতএব কলৌ স্বভাবত এবাতিদীনেষু লোকেষ্বাবিভূর্য় তাননায়াসেনৈব তত্তদ্যুগগতমহাসাধনানাং সর্ব্বমেব ফলং দদানা সা কৃতার্থয়তি (ভক্তিসন্দর্ভ ২৭০)। **অর্থ**—অতএব কলিযুগে মানবগণ স্বভাবতই অতি দীন, তাহাদের মধ্যে এই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি আবির্ভূতা হইয়া তাহাদিগকে অনায়াসে অন্যান্য যুগগত মহাসাধনসমূহের যাবতীয় ফলই (সিদ্ধিই) প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিয়া থাকেন।

প্রশ্ন—শ্রীহরিভক্তিকে পরম পুরুষার্থ বলা হয় কোন্ প্রমাণে? মুক্তির উপরে আর পুরুষার্থ নাই বলিয়া আমরা জানি।

কর্ম্মের ন্যায় ইন্দ্রিয় ব্যাপার বিশেষ ভক্তি। শ্রীভগবান গুণাতীত নহেন অর্থাৎ তিনি মায়াশবলিত ব্রহ্ম। ভক্তিও গুণাতীত নহে। ভগবদ্বিগ্রহের নশ্বরতা থাকায় তন্নিষ্ঠ প্রেমভক্তি চরম পুরুষার্থ হইল কোন্ বিচারে? ব্রজপ্রেমও মায়াগুণবিকারমাত্র, বাস্তব পুরুষার্থ নহে। সাযুজ্য মুক্তিলাভের জন্যই সগুণ ব্রহ্মের (ভগবানের) উপাসনা করিতে হয়। যদি প্রেমের পরম পুরুষার্থতা প্রমাণিত না হয় তাহা হইলে প্রেমদাতা শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা শত সহস্র মুখে কীর্ত্তন করা অসঙ্গত। প্রেম যদি গুণাতীত হয় এবং তাহার উপরে মুক্তির শ্রেষ্ঠত্ব যদি না থাকে তবে আমরা প্রেমদাতার মহিমায় কর্ণপাত করিতে পারি। প্রমাণ ব্যতীত তোমাদের ভাবের উক্তি আমাদের মনস্তুষ্টি করিতে পারে না।

উত্তর—তোমরা যেমন কল্পিত বাক্য ব্যবহারে সুদক্ষ, আমরা সেই প্রকার নই। আমাদের প্রতিটী বাক্যই শাস্ত্র প্রমাণ প্রসূত। মুক্তি প্রভৃতি সিদ্ধিসকল শ্রীহরিভক্তির অনুগত বলিয়া একমাত্র

শ্রীহরিভক্তিই পরম পুরুষার্থ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে (১।১।৩৩) ধৃত নারদপঞ্চরাত্র বাক্য তোমাদের

কর্ণে প্রবেশ করুক।

হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদিসিদ্ধয়ঃ।
ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ॥

অর্থ—হরিভক্তিরূপা মহাদেবীর দাসীর ন্যায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ মুক্তি প্রভৃতি সিদ্ধি সকল, অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয় ভোগাদিও গমন করিয়া থাকে।

বহির্মুখ ব্যক্তি ভিন্ন সাযুজ্যমুক্তি গ্রহণ করিতে ভক্ত কদাপি ইচ্ছা করেন না। সাযুজ্য মুক্তির কথা দূরে থাকুক, সালোক্য সামীপ্যাদি মুক্তিও গ্রহণ করেন না। ভাঃ ৩।২৯।১৩—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

অর্থ—শ্রীভগবান বলেন হে মাতঃ! সালোক্য (সমানলোকে বাস), সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য), সামীপ্য (সান্নিধ্যে বাস), সারূপ্য (চতুর্ভুজত্বাদি) এবং একত্ব (সাযুজ্য বা নির্ব্বাণ মুক্তি) এই পঞ্চবিধা মুক্তি, আমি ইহা ভক্তগণকে দিতে ইচ্ছা করিলেও অথবা এই মুক্তি সকল গ্রহণ করিতে তাহাদিগকে অনুরোধ করিলেও তাহারা গ্রহণ করে না কেবল আমার সেবাই গ্রহণ করিতে চায়।

ভক্তিরসাস্বাদন অপরিমিত ও বৈচিত্র্যময়; এই কারণে মুক্ত্যানন্দ ভক্তগণের নিকট অতিতুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। এই প্রকার মহিমাযুক্ত ভক্তি তোমাদের নিকট মায়িক কর্ম্ম বলিয়া যে প্রতীত হয়, বহির্মুখতাহেতু বুঝিতে হইবে।

শ্রুতি বলেন—ভক্তিভিন্ন ভগবৎ সাক্ষাৎকার হয় না—

ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ
পুরুষঃ ভক্তিরেব ভূয়সী (সাধনেষু শ্রেষ্ঠা)।

ভগবান ভক্তিবশ মুক্তিবশ নহেন ইহাও তাৎপর্য্য।

নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাহা অজামিল সাক্ষী॥
ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।

অজামিলোঽপ্যগান্নাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ ভাঃ ৬।২

অজামিল পুত্রে বোলায় বুলি নারায়ণ।
বিষ্ণুদূত আসি তারে ছোড়ায় বন্ধন ॥
যদ্যপি অন্যত্র সঙ্কেতে হয় নামাভাস।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ ॥ চৈঃ চঃ অঃ ৩

শ্রীনৃসিংহ পুরাণে—

দংষ্ট্রি-দংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥

ইত্যাদি শাস্ত্রপ্রমাণে মূঢ় ব্যক্তিরাও নামাভাসে একেবারে মায়ামুক্ত হয়, জ্ঞানীব্যক্তিরা কি কারণে জ্ঞান যোগাদি কঠিন সাধন করিয়া ক্লেশ লাভ করেন আমরা বুঝিতে পারি না। ভক্তিবিমুখ ব্যক্তিরা সাযুজ্য মুক্তিও পায় না। তণ্ডুল লাভের আশায় স্থূল তুষাবঘাতীরন্যায় তাহাদের কেবল ক্লেশাধিক্যই সার—

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো!
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ভাঃ ১০।১৪

ইহা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার বাক্য মনে রাখা উচিত।

শ্রীভগবানের বাক্যও স্মরণীয়—

শ্রীভগবান বলেন—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে আসক্তিচিত্ত ব্যক্তিগণের অধিকতর ক্লেশ লাভ হয়। যথা—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥

অধিকতর ক্লেশে ও অধিকতর দুঃখে ব্রহ্ম সাযুজ্য মুক্তি লাভ হইলেও উহা ভক্তিমিশ্র জ্ঞানেই লব্ধ হয়; ভক্তিশূন্যজ্ঞানে হয় না। ভক্তিরহিত জ্ঞানে কখনও মুক্তি হয় না এ বিষয়ে প্রমাণ—পূর্ব্ব শ্লোক (ব্রহ্মার বাক্য ১০।১৪)।

শ্রীহরিভক্তির মুখ্য ফল "প্রেম" গৌণ ফল—সংসার ধ্বংস। ভক্তের সংসার ধ্বংস অনায়াসে হয়। ভক্ত সংসার ধ্বংসকে চেষ্টা করেন না, উহা স্বয়ংই ধ্বংস হইয়া যায়—ভাঃ ৩।২৬।৩২

অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা॥

সা ভক্তিঃ সিদ্ধেঃ মুক্তেরপি গরীয়সী। কোশং লিঙ্গশরীরং জরয়তি ক্ষপয়তি (স্বামী টীকা)।

নিষ্কামা ভগবদ্ভক্তি মুক্তি অপেক্ষা গরীয়সী (শ্রেষ্ঠতর)। যে ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে আনুষঙ্গিকরূপে মুক্তি হইয়া যায় (মুক্তিশ্চ প্রাসঙ্গিকী ভবতীত্যাহ। ঐ টীকা)—যেরূপ জঠরানল ভুক্তপীত অন্নজলাদিকে জারণ করিয়া দেয়, সেই প্রকার হরিভক্তি লিঙ্গশরীরকে ধ্বংস করিয়া দেয়।

যে ভক্তি ভগবানকে বশীভূত করেন ও আনুষঙ্গিকরূপে জীবকে মায়ামুক্ত করেন, তাঁহাকে (সেই ভক্তিকে) মায়ার বৃত্তি বলা বাতুলতা মাত্র। মহৎ কৃপাপাত্র মনুষ্য যখন জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীনামাদি সেবা করিতে উন্মুখ হয় তখন স্বপ্রকাশিকা শ্রীনামকীর্ত্তনাদি ভক্তি যথাযোগ্য ইন্দ্রিয়ে স্ফুরিত হন। বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত "মধুরমধুরং" ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত আছে—"সৎফলং চিৎস্বরূপম্" শ্রীনাম যদি চিৎস্বরূপ হন, তাহা হইলে শ্রীনামী অর্থাৎ ভগবান অচিৎ স্বরূপ বা অচিদ্বিগ্রহ হইলেন কোন্ মতে বা প্রমাণে? যে গৌরগোবিন্দের নামাদি গ্রহণ করিয়া জীব সংসার মুক্ত হয় অর্থাৎ ভক্ত যথাবস্থিত দেহে নিগুর্ণ হন—নিগুর্ণো মদপাশ্রয়ঃ (ভাঃ ১১।২৫।২৬) ইহা প্রমাণে পাওয়া যায়, সেই ভগবান মায়াশবলিত ব্রহ্ম হইলেন কেমন করিয়া? ঐ (ভাঃ ১১।২৫) অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলেন—আমি প্রতিমারূপে যে স্থানে আবির্ভূত হই, সে স্থানও নিগুর্ণ (মন্নিকেতন্তু নিগুর্ণম্), মদ্‌বিষয়ক জ্ঞানও নিগুর্ণ, (মন্নিষ্ঠং নিগুর্ণং স্মৃতম্), মদ্‌বিষয়ক সুখ নিগুর্ণ (মদপাশ্রয়ং নিগুর্ণম্) ও মৎসেবাবিষয়িণী শ্রদ্ধাও নিগুর্ণা (মৎসেবায়ান্তু নিগুর্ণা)। ভগবৎ সম্পর্কিত এই সকল যদি নিগুর্ণ হয়, তাহা হইলে তামস বা অসুর প্রকৃতি ব্যক্তি

ভিন্ন অন্য কেহ শ্রীভগবানকে মায়াগুণযুক্ত বলিতে পারেন কি? "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যং" (গীতা ৪।৯) শ্রীভগবান বলেন আমার জন্ম ও কর্ম্ম (লীলা) দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত। শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদ ও শ্রীরামানুজস্বামী প্রভৃতি টীকাকারগণ দিব্য শব্দে অপ্রাকৃত অর্থ করিয়াছেন দ্রষ্টব্য। দিব্য শব্দে অলৌকিক অর্থ করিলেও অপ্রাকৃত অর্থ বুঝায়, যেহেতু লোকসমূহই প্রকৃতি-সৃষ্ট, সুতরাং অলৌকিক বলিতে অপ্রাকৃত অর্থ হয়। শ্রীভগবান বলেন— সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ব্যক্তিরা আমাকে প্রাপ্ত হয় না, একমাত্র আমার ভক্ত নির্গুণ বলিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয়। যথা (ভাঃ ১১।২৫।২২)—

সত্ত্বে প্রলীনাঃ স্বর্যান্তি নরলোকং রজোলয়াঃ।
তমোলয়াস্তু নিরয়ং যান্তি মামেব নির্গুণাঃ॥

অর্থ—সত্ত্বগুণে মৃত্যু হইলে স্বর্গলোকে গমন করে, রজগুণে মৃত্যু হইলে নরলোকে গমন করে, তমোগুণে মৃত্যু হইলে নরকে গমন করে এবং নির্গুণ লোকেরা আমাকে প্রাপ্ত হয়।

ইত্যাদি প্রমাণে একমাত্র শ্রীহরিভজনই নির্গুণ, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা ও বৈরাগ্য প্রভৃতি কোন সাধন নির্গুণ নহে দেখান হইল। ভক্তির নির্গুণত্ব থাকায় শ্রীভগবদবতারমাত্র যে নির্গুণ ইহাতে মনুষ্যগণের কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং ভগবান যেহেতু তিনি শ্রীকৃষ্ণ। শাস্ত্রসমূহ মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে—

ভগবদবতার মাত্রই মায়াতীত।

ভঃ রঃ সিঃ গ্রন্থে (১।২।২৪৪) ধৃত মহাবরাহ পুরাণ বাক্য—

সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ।
হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ॥
পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ।
সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতাঃ॥

বৈষ্ণবতন্ত্রেঽপি (ঐ ২৪৬)

অষ্টাদশমহাদোষৈ রহিতা ভগবত্তনুঃ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী সত্যবিজ্ঞানানন্দরূপিণী॥

অর্থ—পরমাত্মা ভগবানের সকল দেহই অর্থাৎ সর্ব্বাবতারের দেহই নিত্য (জন্মরহিত) শাশ্বত (পুনঃ পুনঃ আবির্ভাবশীল), বাল্যাদি ত্যাগ এবং পোগণ্ডাদি গ্রহণ সত্ত্বেও হানোপাদান রহিত অর্থাৎ তত্তদ্রহিত, কখনও প্রকৃতি সম্ভূত নহে অর্থাৎ অপ্রাকৃত, পরমানন্দ ঘন, সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানময়, সর্ব্বগুণে পূর্ণ ও সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত। বৈষ্ণবতন্ত্রেও উক্ত আছে—ভগবদ্বিগ্রহ অষ্টাদশ মহাদোষবিবর্জ্জিত, সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় এবং সচ্চিদানন্দ ঘন, অষ্টাদশমহাদোষ (ঐ) গ্রন্থে বিষ্ণুযামল প্রমাণে উক্ত আছে যথা—মোহ, তন্দ্রা, রুক্ষরসতা, উল্বণ (দুঃখদ লৌকিক) কাম, লোলতা, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম (জগদাবেশ) বৈষম্য ও পরাপেক্ষা।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ (ব্রহ্মসংহিতা)। গোপালতাপিনী শ্রুতিও বলেন—"সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে" ইত্যাদি। "গূঢ়ং পরব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্" (ভাঃ ৭।১০।৪৮) "যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি" (বিষ্ণুপুরাণ ৪।১১।২)।

ইত্যাদি বহু প্রমাণ বাক্য নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আচার্য্যগণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

প্রশ্ন ঃ—শ্রীকৃষ্ণে কোন মহাদোষ নাই বলিয়া প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে; কিন্তু শ্রীভাগবতাদি গ্রন্থে দেখা যায়—অসুরহিংসা, অসত্যভাষণ, আকাঙ্ক্ষা, মদ, মাৎসর্য্য, মোহ ও তন্দ্রা প্রভৃতি মহাদোষ শ্রীকৃষ্ণে যে প্রকাশ পাইয়াছে, ইহার কোন উত্তর আছে কি? যদুবংশধ্বংস, মহিষী হরণ, শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবচন্দ্রের দেহ-ত্যাগও শ্রুত হয়, ইহা কি মিথ্যা? শ্রীকৃষ্ণের দেহ-ত্যাগবৎ শ্রীগৌরাঙ্গের দেহত্যাগ হইয়াছে এইরূপ কল্পনা করিয়া প্রচার করিলে কোন দোষ হয় কি?

উত্তর ঃ—ভক্তপ্রেমসম্বন্ধেই শ্রীকৃষ্ণে মোহতন্দ্রাদি জন্মিয়া থাকে তাহা দোষ নহে, মোহতন্দ্রাদিকে গুণ বলিতে হয়। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহে ভক্তপ্রেম সম্বন্ধে অসত্যভাষণাদি যাহা কিছু প্রকাশ পায়, তাহা ভক্তগণের পরমানন্দদায়ক এবং

লীলা-পুষ্টিকারক বলিয়া মহাগুণই বুঝিতে হইবে। ভক্তপ্রেম সম্বন্ধেন ত্বেতে চ গুণত্বায় কল্পন্তে (ঐ টীকা)। যদুবংশধ্বংস ও মহিষীহরণ প্রভৃতি কেবল ইন্দ্রজাল বিদ্যাবৎ অর্থাৎ ভোজবাজী বা ভেল্‌কিবৎ মায়ারচিত বুঝিতে হইবে। ভগবদ্ভজনগুণে শ্রীধ্রুবমহাশয় যথাবস্থিত দেহে চিদানন্দত্ব প্রাপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ গমন করিয়াছেন, তাঁহার দেহপাত হয় নাই শ্রীভাগবতে স্পষ্ট উক্ত আছে। জাতপ্রেম ভক্তগণের দেহ ধ্বংস হয় না, নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণের যে তাহা হয় না, বলা বাহুল্য মাত্র। মৌষললীলাদি কেবল মায়াময় (ভোজবাজীবৎ) বুঝিতে হইবে—

মৌষললীলা আর কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান।
কেশাবতার আর যত বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান॥
মহিষী হরণআদি **সব মায়াময়**।
ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয়॥ চৈঃ চঃ সনাতন শিক্ষা।

ভাঃ ১১।৩১ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে টীকাকার শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন—শ্রীকৃষ্ণঃ স্বেচ্ছয়া স্বতন্বৈব সমাবিশৎ।

অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় স্বদেহে ধামে (অপ্রকট প্রকাশে) প্রবিষ্ট হইলেন। যোগিনো হি স্বচ্ছন্দমৃত্যবঃ স্বাং তনুমাগ্নেয্যা যোগধারণয়া দগ্ধ্বা লোকান্তরং প্রবিশন্তি, ভগবাংস্তু ন তথা কিন্তু অদগ্ধ্বৈব স্বতনুসহিত এব স্বকং ধাম বৈকুণ্ঠাখ্যমাবিশৎ। ঐ ১১।৩১।৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীস্বামিপাদ বলেন—যোগীগণের মৃত্যু স্বাধীন বলিয়া তাঁহারা যোগধারণাগ্নিতে নিজদের দেহ দগ্ধ করিয়া লোকান্তর প্রবেশ করেন। ভগবানের সম্বন্ধে এইরূপ নহে, তিনি কিন্তু স্বদেহেই নরলোক হইতে স্বীয় ধাম বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিয়া থাকেন। এই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সম্বন্ধে অসুর প্রকৃতি মানবগণের কোন বিবেক নাই বলিয়া তাহারা শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহকে মনুষ্যদেহের সহিত তুলনা করিয়া জন্ম মরণাদি কল্পনা করিয়া থাকে। ভগবদ্বিগ্রহে মায়িকী ভাবনা থাকিলে চরম দুর্গতি হয়, ইহা অসুর ব্যক্তিরা বুঝে না। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বলেন—

বিষ্ণুনিন্দা নাই ইহার উপর।
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর ॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সে হয় পাষণ্ডী।
অদৃশ্য অস্পৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী ॥ চৈঃ চঃ

শ্রীগৌরগোবিন্দকে মনুষ্যরূপে কল্পনা করিয়াই নরাধমগণ মহারৌরব নরকে সপরিকরে গমন করিয়া থাকে, তাহাদের মতাবলম্বী বা তাহাদের মতে পক্ষপাতী মানবগণও নরকে গমন করে, ইহাই প্রমাণিত হইল। আরও প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (১০৬) ধৃত বৃহদ্বৈষ্ণব বাক্য—

যো বেত্তি ভৌতিকদেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
স সর্ব্বস্মাদ্বহিঃ কার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্তবিধানতঃ ॥
মুখং তস্যাবলোক্যাপি সচেলঃ স্নানমাচরেৎ।
পশ্যেৎ সূর্য্যং স্পৃশেদ্গাঞ্চ ঘৃতং প্রাশ্য বিশুদ্ধ্যতি ॥

অর্থঃ—যে ব্যক্তি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের দেহকে পাঞ্চভৌতিক মনে করে, সে ব্যক্তিকে সকল কর্ম্ম হইতে বহিষ্করণীয়, যেহেতু সে মহা পতিত। তাহার মুখাবলোকন করিলে বস্ত্রের সহিত স্নান করিতে হয়, কেবল তাহা নহে, সেই মহাপাতকীর মুখাবলোকনে শরীর অশুদ্ধ হয় বলিয়া সূর্য্য দর্শন, গো স্পর্শন ঘৃত পান করিলে শরীর শুদ্ধ হয়। শ্রীভগবদুক্তিও (গীতা ৯।১১,১২) উল্লেখ করিলাম—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥

অর্থঃ—হে অর্জ্জুন মূঢ় ব্যক্তিরা আমার এই মনুষ্যাকৃতির পরম ভাব অর্থাৎ জ্ঞানানন্দাত্মত্ব, সর্ব্বেশত্ব মোক্ষদত্ব ও মধ্যমাকারত্বেঽপি বিভুত্বাদি স্বভাব অথবা পরম ভাব (পরম সত্তা) বিশুদ্ধ সত্ত্ব অর্থাৎ সচ্চিদানন্দরূপত্ব অবগত না হইয়া এবং আমি যে ভূতমহেশ্বর অর্থাৎ নিখিল জগদেকস্বামী

সত্যসঙ্কল্প সর্ব্বজ্ঞ মহাকারুণিক ইহা না জানিয়া নরাকৃতি পরব্রহ্মত্ব বাদদিয়া কেবল মানবতনুবোধে অবজ্ঞা (অনাদর) করিয়া থাকে। অর্থাৎ মূঢ় ব্যক্তিরা মনে করে যে প্রপঞ্চবিধির বাধ্য হইয়া কৃষ্ণ ঔপাধিক শরীর গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ নহে। এতাদৃশ ব্যক্তিরা ভক্ত হইলেও মল্লোক প্রাপ্তিবাঞ্ছা তাহাদের ব্যর্থ হয়, কর্ম্মী হইলেও কর্ম্মফল স্বর্গ পায় না, জ্ঞানী হইলেও জ্ঞান ফল মোক্ষ লাভ করিতে পারে না। তাহারা বিবেকলোপ রাক্ষসস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া নরকে নিবাস করিতে যোগ্যতা লাভ করে! অতএব শ্রীগৌরভগবানকে যাহারা মানব বা প্রাপঞ্চিক ব্যক্তি বলে **তাহারা অদৃশ্য, অস্পৃশ্য ও মহারৌরব নরকগামী** ইহা প্রমাণিত হইল তাহাদের সম্পর্কিত ব্যক্তিমাত্রই অদৃশ্য, অস্পৃশ্য ও নরকগামী ইহাও জানান হইল। এবং শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রাদি প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণাদি ভগবদ্‌বিগ্রহ, তৎসম্বন্ধিত স্থানাদি, ভক্তি ও ভক্ত ইহারা ত্রিগুণাতীত; ইহাও বোধগম্য করা হইল। জীবন্মুক্তগণও ভক্তিহীন হইলে কর্ম্মবন্ধন প্রাপ্ত হন। যথা ভক্তিসন্দর্ভে (১১০) ধৃত বাসনাভাষ্য বচন—

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥
জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে কচিৎ সংসারবাসনাম্।
যোগিনো বৈ ন লিপ্যন্তে কর্ম্মভির্ভগবৎপরাঃ॥

অর্থঃ—জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরাও যদি অচিন্ত্য মহাশক্তিযুক্ত ভগবান শ্রীহরিতে অপরাধী হয় অর্থাৎ তৎ শ্রীবিগ্রহের প্রতি কল্পনাপ্রসূত মায়িক বুদ্ধি করিয়া অনাদর করেন, তাহা হইলে তাঁহারা পুনরায় কর্ম্মবন্ধন প্রাপ্ত হন। জীবন্মুক্ত গণও কোন কোন সময়ে (ভক্তি ত্যাগবশতঃ) সংসার বাসনা প্রাপ্ত হন; কিন্তু ভগদ্ভক্তি তৎপর ভক্তিযোগ পরায়ণ ব্যক্তিগণ কখনও কর্ম্মদ্বারা সংসারে লিপ্ত হন না।

রথযাত্রা প্রসঙ্গে বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়ধৃত পুরাণান্তরবচন। (ঐ)—

নানুব্রজতি যো মোহাদ্ ব্রজন্তং পরমেশ্বরম্।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাপি স ভবেদ্ ব্রহ্মরাক্ষসঃ॥

অর্থঃ—যে ব্যক্তি মোহবশতঃ রথযাত্রায় গমনকারী রথারূঢ় পরমেশ্বরের অনুগমন না করে, জ্ঞানাগ্নিদ্বারা তাহার কর্ম্মসকল দগ্ধ হইলেও সে ব্রহ্মরাক্ষস হয়।

কর্ম্মসকল দগ্ধ হইলেও ভগবদবজ্ঞাবশতঃ অপরাধ হয় বলিয়া পুনঃ ঐ সকল কর্ম্মের অঙ্কুর জন্মে বুঝিতে হইবে।

ভক্তিহীন জীবন্মুক্তগণের ভগবদপরাধে অধোগতি হয় ইহা প্রমাণিত হইল। ভক্তির আভাসেও ভগবদপরাধীরা বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়া থাকে এ বিষয়ে প্রমাণ ভক্তিসন্দর্ভে (১৫৩) ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদি বাক্য দ্রষ্টব্য। উক্ত সন্দর্ভকার বলেন—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদিগ্রন্থে উদাহৃত আছে যে একটী স্ত্রীমূষিক ভগবন্মন্দিরস্থ জ্বলিত প্রদীপের তৈল পান কালে তাহার মুখে উদ্ধৃত দীপবর্ত্তিকা সমুজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, ঐ অনল দ্বারা মুখ দগ্ধ হওয়াতে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল; কিন্তু মৃত্যুর পর সে রাজ্ঞিত্ব লাভ করিয়া ভগবন্মন্দিরে প্রদীপদানাদি লক্ষণময়ী ভক্তি নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া অন্তে পরমপদ (বৈকুণ্ঠ) লাভ করিয়াছিল। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে জন্মাষ্টমী ব্রতের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে উক্ত আছে—জন্মাষ্টমী ব্রতকারিণী একদাসীর (শূদ্রার) সহিত দুঃসঙ্গ দ্বারাও এক ব্যক্তি জন্মাষ্টমী ব্রতের ফল পাইয়াছিল অর্থাৎ গোলক বৃন্দাবন প্রাপ্ত হইয়াছিল। বৃহন্নারদীয় পুরাণে উক্ত আছে—কোন ব্যক্তি তাদৃশ দুষ্কার্য্য করিবার জন্য ভগবন্মন্দির মার্জ্জন করিয়া উত্তমা গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইত্যাদি বহু দৃষ্টান্ত উক্ত গ্রন্থে দেখা যায়। ব্রহ্মজ্ঞানেরও এই প্রকার ফল নাই (নত্বীদৃশং ব্রহ্মজ্ঞানস্যাপি ভক্তিসন্দর্ভ ঐ)। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান অপরাধী ও মূঢ় প্রাণিকে কৃতার্থ করিতে পারে না, বৈষয়িক ব্যক্তিরা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা অধোগতি পুনঃ পুনঃ লাভ করিয়া থাকে। যথা বৃহদ্ভাগবতামৃতে ২।৭।১৪ শ্লোক টীকায় ধৃত বাশিষ্ঠাদি বাক্য—

বাশিষ্ঠে চ— অজ্ঞস্যার্দ্ধপ্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ।
মহানরকজালেষু তেনৈব বিনিযোজিতঃ॥

অর্থ—যে ব্যক্তি মায়াশয়ন হইতে অর্দ্ধ প্রবুদ্ধ অজ্ঞ ব্যক্তি সম্বন্ধে সমস্তই ব্রহ্ম এই প্রকার উপদেশ করে, সেই উপদেষ্টা ব্যক্তি তাদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তিকে মহা নরকসমূহে বিনিয়োজিত করে বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে চ—

বিষয়স্নেহসংযুক্তো ব্রহ্মাহমিতি যো বদেৎ।
কল্পকোটিসহস্রাণি নরকে স তু পচ্যতে॥

অর্থঃ—বিষয় স্নেহে যুক্ত যে ব্যক্তি 'আমি ব্রহ্ম' বলিয়া বলে, সে ব্যক্তি সহস্রকোটি কল্প পর্য্যন্ত নরকে বাস করিয়া থাকে। ইত্যাদি প্রমাণে ভক্তির আভাস অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞান অতি তুচ্ছ প্রমাণিত হইল। ভক্তির আভাসে জগদুদ্ধার হয় প্রমাণ পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গের লীলায় ভক্তির আভাসে জগদুদ্ধার হইয়াছে ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। শ্রীভক্ত-মালাদি গ্রন্থ প্রমাণে পূর্ব্বেও উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পরমকরুণ শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত ভক্তির আভাসেও সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের উক্তি যথা—

ভক্ত্যাভাসেনাপি তোষং দধানে
ধর্ম্মাধ্যক্ষে বিশ্বনিস্তারনাম্নি।
নিত্যানন্দাদ্বৈতচৈতন্যরূপে
তত্ত্বে তস্মিন্ নিত্যমাস্তাং রতির্নঃ॥ (প্রমেয়রত্নাবলী)

অর্থঃ—যে অবতার ত্রয় ভাগবতধর্ম্মের অধ্যক্ষ, স্বনামদ্বারা বিশ্বকে নিস্তার করিয়া থাকেন এবং ভক্তির আভাস দেখিলেও সন্তুষ্ট হন; সেই শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত স্বরূপে আমাদের নিত্যই প্রীতি হউক।

ভক্তিহীন ব্যক্তিমাত্রই মূঢ় পাপী ও অসুর। ইহা "ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত প্রমাণে দেখান হইয়াছে। একমাত্র ভগবদ্ভক্তির পরম পুরুষার্থতা থাকা হেতু ভক্তিদাতা শ্রীগৌরাঙ্গের পরমোৎকর্ষ বোধগম্য হয়, অন্য কোন অবতারের এতাদৃশ উৎকর্ষ নাই, ইহা অস্বীকার্য্য নহে। শ্রীহরিভক্তির স্বরূপ গুণাতীত কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ গুণাতীত নহে, উহা মায়িক—কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং (ভাঃ ১১।২৫।২৪)। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানোপাসকও মায়িক—সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী (ঐ ২৬)। কেবলস্য নির্ব্বিশেষস্য ব্রহ্মণঃ শুদ্ধজীবা-ভেদেন জ্ঞানং কৈবল্যং······সত্ত্বগুণস্যৈব তত্র কারণতা প্রাচুর্য্যং সাত্ত্বিকম্ (ক্রম সন্দর্ভ)। "সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানমিতি" গীতায়াম্ (১৪।১৭)।

অর্থ ঃ—কৈবল্য সাত্ত্বিক জ্ঞানকে ব্রহ্মজ্ঞান বলা যায়। কেবল শব্দে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞানই 'কৈবল্য'। এই অভেদ জ্ঞানে সত্ত্বগুণেরই কারণত্বের প্রাচুর্য্য (আধিক্য) থাকায় কৈবল্য জ্ঞানের সাত্ত্বিকতা সিদ্ধ হইতেছে। গীতা-শাস্ত্রেও উক্ত আছে—সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান জন্মে। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলা হয়। সত্ত্বগুণটীও মায়ার গুণ; এই কারণে ব্রহ্মজ্ঞানও মায়িক। এই মায়িক জ্ঞানের (ব্রহ্মজ্ঞানের) নাশ আছে। যেহেতু মায়াগুণ নশ্বর। কিন্তু ভক্তির কদাচ নাশ নাই, যেহেতু হরিভক্তিই নিগুর্ণা। এ বিষয়ে বহু প্রমাণ পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। "নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি" এই শ্লোকেও যৎ-কিঞ্চিৎ ভজনের নাশ ও প্রত্যবায় নাই উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞানে ভগবৎ সাক্ষাৎকার হয় না, কেবল ভক্তিতে ঐ সাক্ষাৎকার হয়—(গীতা ১১।৫৪)

ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্যো অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥

অর্থ ঃ—শ্রীভগবান বলিলেন হে অর্জ্জুন! হে পরন্তপ! অনন্যা ভক্তির দ্বারাই আমাকে এইরূপে জ্ঞাত, দৃষ্ট ও তত্ত্বতঃ প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। (অনন্যা ভক্তির অর্থ—কেবল পরমেশ্বরেই অনুরাগ দেখা যায়, তদ্‌ব্যতীত আর কোথায়ও অনুরাগ থাকেনা)।

ভক্তি মহাদেবীর দাসীর ন্যায় মুক্তি প্রভৃতি সিদ্ধিসকল পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রমাণসহ দেখান হইতেছে যে,—(ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ১।১)

ভক্তিসুখের নিকট মুক্তিসুখ অতি তুচ্ছ।

ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণু তুলামপি॥

অর্থ ঃ—পরার্দ্ধকাল ব্যাপিয়া ক্রিয়মাণ সমাধিবলে সিদ্ধ ব্রহ্মসুখ-প্রাপ্তিও ভক্তি-রূপ সুখসমুদ্রের পরমাণুর তুল্য হইতে পারে না।

যথা হরিভক্তি সুধোদয়ে—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মণ্যাপি জগদ্গুরো॥

অর্থঃ—হে জগদ্‌গুরো ! তোমার সাক্ষাৎকারজনিত আনন্দসমুদ্রে মগ্ন আমার পক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ-প্রাপ্তি প্রভৃতির সুখও গোষ্পদবৎ মনে হয়।

তথা ভাবার্থদীপিকায়াঞ্চ (ভাঃ ১০।৮৮।১১)—

ত্বৎকথামৃতপাথধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ।
কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্বর্গং তৃণোপমম্ ॥

অর্থঃ—হে ভগবন্ তোমার কথামৃত-সমুদ্রে যে ভক্তগণ বিহার করেন তাঁহারা পরমানন্দ প্রাপ্ত হন বলিয়া চতুর্বর্গকেই তৃণতুল্য মনে করেন।

ইত্যাদি প্রমাণে অতি তুচ্ছ মুক্তিপুরুষার্থ হইতে কোটি কোটি গুণে অধিক ভগবৎপ্রেমপুরুষার্থ নিরূপিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ নিজ লীলাদ্বারা অভক্ত জগতকে মুক্তি দান করেন কিন্তু প্রেমদান করেন না। ভজন করিলেও ভজন-কারীদিগকে সহজে প্রেম দিতে ইচ্ছা করেন না—

বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥
কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া ॥ চৈঃ চঃ অঃ ৮
রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্। ভাঃ ৫।৬।১৮

অর্থঃ—শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে রাজন্ ! ভগবান মুকুন্দ তোমাদের ও যদুগণের পতি অর্থাৎ পালক, গুরু (উপদেষ্টা), দৈব (উপাস্য), প্রিয়, কুলের নিয়ন্তা এবং কদাচিৎ দৌত্যকার্য্যে তোমাদের কিঙ্করও হইয়াছেন, হে মহারাজ ! তোমাদের প্রতি এইরূপ হয়েন। যাঁহারা তাঁহার ভজন করেন তাঁহাদিগকে তিনি মুক্তি দেন, কিন্তু ভক্তিযোগ কখনও দেন না।

শ্রীচৈঃ চঃ গ্রন্থে (অঃ ৩) ধৃত বিষ্ণুপুরাণে (৪।১৫।১৯)—

অয়ং হি ভগবান্ দৃষ্টঃ স্মৃতঃ শ্রুতো বা সর্ব্বেষাম্।
মুক্তিদঃ পূর্ণৈশ্বর্য্যঃ কৃষ্ণ এতাদৃশ এব॥

অর্থঃ—এই পূর্ণৈশ্বর্য্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এতাদৃশই—তিনি দৃষ্ট, স্মৃত বা শ্রুত হইলে সকলের পক্ষেই মুক্তিদাতা। ভক্তিমিশ্র জ্ঞানে মুক্তি সুলভা। ভক্তি কিন্তু সুলভা নহে। ভঃ রঃ সিঃ গ্রন্থে (১।১) ধৃত তন্ত্র বাক্য যথা—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা॥

অর্থঃ—ভক্তিমিশ্র জ্ঞানে মুক্তি অনায়াসেই লাভ হয় এবং যজ্ঞাদি পুণ্য-দ্বারা স্বর্গাদি সুখরূপ ভুক্তিও প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু এই **হরিভক্তি সহস্র সহস্র সাধনদ্বারাও সুদুর্ল্লভা** অর্থাৎ কোনক্রমেই ভক্তি লাভ করিতে পারা যায় না। ইত্যাদি প্রমাণে শ্রীহরিভক্তির সুদুর্ল্লভতা প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রীহরিভক্তির গুণাতীতত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বে সমালোচনা হইয়াছে। সাধন, ভাব ও প্রেমভেদে ভক্তির ত্রিবিধ অবস্থাই মায়াতীতা হইলেও প্রেমাবস্থাই সান্দ্রানন্দাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী। শ্রীনন্দনন্দনাকর্ষক প্রেমকে গোপীপ্রেম বলে। প্রাধান্যরূপে এই প্রেমকে শ্রীগৌরাঙ্গ যত্র তত্র দান করিয়াছেন—

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথা তথা।
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রেম নিগূঢ় ভাণ্ডার।
বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার॥ চৈঃ চঃ অঃ ৮

এক্ষণে তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি—যিনি মুক্তি দান করেন তিনি স্বয়ং ভগবান (শ্রীকৃষ্ণ)। স্বয়ং ভগবান ব্যতীত অন্য কোন অবতার সমগ্র জগতকে মুক্তি দিতে পারেন না; পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছে। মুক্তিদাতা যদি স্বয়ং ভগবান হন তবে সুদুর্ল্লভ প্রেমদাতা শ্রীগৌরাঙ্গ কি হন? তোমরা দানব না হইয়া যদি মানব হইয়া থাক, তবে অবশ্য স্বীকার করিবে যে,— শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং ভগবান। শ্রীব্রজলীলায় স্বয়ং ভগবত্তা প্রকাশ পাইলেও শ্রীনবদ্বীপ লীলায় কৃপামাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া স্বয়ং ভগবত্তা প্রকাশ পাইয়াছে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

প্রশ্ন ঃ—তোমরা মহদনুভবাদি প্রমাণে দেখাইতেছ যে,—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হন। আমরা তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতে পারিতেছি না, কারণ বর্ণবিপরীত দেখা যায়। অর্থাৎ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের বর্ণ কলিযুগীয় অবতারে প্রকাশ পায় নাই, পীত বর্ণই শুনা যায়। সুতরাং কলিযুগীয় অবতারকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলা যায় না।

উত্তর—নামসংকীর্ত্তন পীতবর্ণ, উঁহার প্রচারকও পীতবর্ণ। প্রত্যেক রসের যেমন বর্ণ আছে, তেমন প্রত্যেক ধর্ম্মেরও বর্ণ আছে। সত্যযুগে ধ্যান ধর্ম্মের বর্ণ—শুক্ল, তৎপ্রচারক ভগবানের বর্ণও শুক্ল ইত্যাদিক্রমে কলিযুগের সংকীর্ত্তন ধর্ম্মের বর্ণ পীত, সুতরাং তৎপ্রচারক পীতবর্ণ।

কলিযুগে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার।
তথিলাগি পীতবর্ণ চৈতন্য অবতার॥ চৈঃ চঃ আঃ ৩
কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন কলিযুগের ধর্ম্ম।
পীতবর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্ত্তন॥ ঐ মঃ ২০

প্রমাণ ঃ—শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে আদি খণ্ডে ৫৫ পৃঃ (বঙ্গবাসী সং) "কলি পীত সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম" শাস্ত্র কহে। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদ চৈঃ চঃ গ্রন্থে ধৃত "শুক্লো রক্তস্তথা পীতঃ" শ্লোকের টীকায় বলেন—শুক্লো নাম ধ্যানধর্ম্মো রক্তবর্ণো যজ্ঞধর্ম্মো নামসংকীর্ত্তনং গৌরবর্ণম্। অর্থাৎ ধ্যানধর্ম্মের মূর্ত্তি শুক্লবর্ণ যজ্ঞধর্ম্মের মূর্ত্তি রক্তবর্ণ, সংকীর্ত্তনধর্ম্মের মূর্ত্তি গৌরবর্ণ। ভাবার্থ এই যে—সংকীর্ত্তনরসের মূর্ত্তিমান্ আমাদের সেই পীতবর্ণ ঠাকুর। শ্রীচৈতন্যগোসাঞি "রসের সদন।" চৈঃ চঃ

প্রশ্ন—প্রতি কলিযুগের ধর্ম্ম—সংকীর্ত্তন। তৎপ্রচারক যুগাবতার পীতবর্ণ না হইয়া কৃষ্ণবর্ণ কেন? সংকীর্ত্তন ধর্ম্মের বর্ণ পীত বলিয়া তৎপ্রচারক সাধারণ কলিতেও পীতবর্ণ যুগাবতার হওয়া উচিত। কি কারণে যুগাবতার কৃষ্ণবর্ণ?

উত্তর—বিশিষ্ট কলির সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম প্রচারক স্বয়ং ভগবান। ভগবদ্-বিগ্রহই রসের স্বরূপ "রসো বৈ সঃ।" "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" (তৈত্তিরীয় ২।৭) অর্থাৎ যিনি পরমেশ্বর তিনিই রসস্বরূপ। জীব রসস্বরূপ

নহে, সেই রসস্বরূপ ভগবানকে লাভ করিয়াই আনন্দিত হয়। ইত্যাদি প্রমাণে শ্রীভগবানই রসস্বরূপ। সাধারণ কলির যুগাবতার—জীব বিশেষ (আবেশাবতার) ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আবেশাবতারকে, ভগবান বলা হয় অরোপণ করিয়া অর্থাৎ গৌণার্থে। মুখ্যার্থে জীববিশেষকে ভগবান বলা যায় না।

সংকীর্ত্তন প্রচারের জন্য শ্রীকৃষ্ণ পীতবর্ণ হইলেন, ইহা বাহ্যিক হেতু। মুখ্য হেতু—শ্রীরাধাপ্রেম, নিজের রূপাস্বাদন ও আস্বাদন জনিত আনন্দ এই তিনটী সুখানুভূতির জন্য শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজকে গৌররূপে প্রকট করিয়া ভক্তভাব প্রকাশ করিলেন। স্বয়ং উল্লেখ করিয়াছেন—

রাধাভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥ চৈঃ চঃ আঃ ৪

শ্রীকৃষ্ণ বিশিষ্ট কলিযুগে নিজকে ভক্তভাবে ও পীতবর্ণ রূপে প্রকট করাতে—

বিশিষ্ট কলিযুগে স্বয়ংরূপ প্রচ্ছন্নাবতার।

প্রচ্ছন্নাবতার সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি—(ভাঃ ৭।৯।৩৭)

ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥

অর্থঃ—শ্রীপ্রহ্লাদ বলিলেন হে মহাপুরুষ! এই প্রকার মনুষ্য, তির্য্যক্, ঋষি, দেব ও মৎস্যপ্রভৃতি অবতার দ্বারা লোকসকলের পালন ও জগতের অহিতকারী শত্রুদিগের বিনাশ করেন; এবং যুগানুবর্ত্তী ধর্ম্মরক্ষা করিয়া থাকেন কিন্তু কলিযুগে আপনি "ছন্ন" থাকাপ্রযুক্ত [অন্যান্য যুগত্রয়বৎ প্রকাশ্যভাবে পালন ও অসুরবিনাশাদি না করিয়াও] কলিযুগানুবৃত্ত ধর্ম্ম অর্থাৎ অভিধেয় যে—হরিনামসংকীর্ত্তন তাহার প্রচার করিয়া থাকেন। এই জন্যই আপনি "ত্রিযুগ" বলিয়া কীর্ত্তিত অর্থাৎ তিনযুগে প্রকাশ্য ভাবে এবং কলিযুগে প্রচ্ছন্ন-রূপে আবির্ভূত হন।

কোন কোন গৌরবিদ্বেষী প্রচার করে—এই শ্লোকে কলিযুগে অবতার নাই, ইহা প্রমাণিত হইল। এই প্রকার গৌরাপরাধীরা যে বলে তাহারা অন্ধ কিংবা মাৎসর্য্যবশতঃ বলিয়া থাকে। "ছন্নঃ কলৌ যদভবঃ" এই অংশের অর্থ অবতারাভাব বুঝায় না, কলিতে ছন্ন (প্রচ্ছন্ন) অবতার ইহাই শ্রীপ্রহ্লাদ সুস্পষ্ট বলিয়াছেন। শ্রীধরস্বামিপাদও টীকায় তাহাই ব্যক্ত বরিয়াছেন—কলৌ তু তন্ন করোষি যতস্তদা ত্বং ছন্নোঽভবঃ। অর্থাৎ কলিতে আপনি অন্যান্য যুগবৎ লোক পালন ও অসুর সংহার করেন না, যেহেতু ঐ যুগে আপনি প্রচ্ছন্নরূপে অবতীর্ণ হন। প্রচ্ছন্নরূপে অবতীর্ণ হইয়া যুগানুবৃত্ত ধর্ম্ম রক্ষা করেন। (ইহাই টীকার সুস্পষ্টার্থে)

"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" এই শ্রীগীতা বাক্যে "যুগে যুগে" ইহার অর্থ আচার্য্য শঙ্কর ও মধুসূদন সরস্বতী বলেন—প্রতিযুগম্ (প্রতি যুগে) যদি ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ শ্রীভগবান প্রতিযুগেই অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে বর্ত্তমান যুগে (কলিযুগে) তিনি অবতীর্ণ হন নাই ইহা বলা অসঙ্গত। যাহারা শ্রীবুদ্ধ ও কল্কিকে ধর্ম্মসংস্থাপকরূপে কলিযুগীয় অবতার বলিয়া উল্লেখ করে, তাহারা অজ্ঞ। শ্রীবুদ্ধ ও কল্কি আবেশাবতার অর্থাৎ ভগবদাবিষ্ট জীববিশেষ, সাক্ষাৎ ভগবদবতার নহেন। শ্রীবুদ্ধ একেবারে ধর্ম্মনাশক। কল্কি কলিযুগশেষে অবতীর্ণ হইয়া অসাধু বা ম্লেচ্ছদিগকে সংহার করিয়া থাকেন। ম্লেচ্ছাদিকে উদ্ধার করিতে সংকীর্ত্তনাদি ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করেন না। শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ও বৃহন্নারদীয়পুরাণ প্রভৃতিতে উক্ত আছে—কলিযুগের ধর্ম্ম শ্রীহরি কীর্ত্তন। এই ধর্ম্ম প্রচারের জন্য শ্রীভগবান স্বয়ংই প্রকট হন ইহা শ্রীগীতা ও শ্রীভাগবতাদি বাক্যে সুস্পষ্ট উক্ত আছে। যাহারা ইহা জানে না, তাহাদিগকে বিজ্ঞ বলা যায় না। অথবা শ্রীপ্রহ্লাদমহাশয়ের উক্তিটী গাত্রদাহ করে বলিয়া প্রচ্ছন্নাবতারকে উচ্ছন্ন করিতে কেহ কেহ নানা প্রকার অপব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়া থাকে।

এই প্রচ্ছন্নাবতার সম্বন্ধে **শ্রীভাগবতবৎ শ্রুতি, পুরাণ ও তন্ত্রবাক্য** দেখান হইতেছে—

শ্রীযুক্ত শশীভূষণ গোস্বামী ভাগবতরত্ন মহাশয় কর্তৃক সংকলিত চৈতন্যতত্ত্বদীপিকা (৪০১ চৈতন্যাব্দে প্রকাশিত) গ্রন্থে অশ্বালয়ন শ্রুতি বাক্য—একদেবঃ স্থবিদ্যুদ্বর্ণঃ যঃ কৃষ্ণেতি গায়তি স হ বাব আদ্যঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ষড়ূর্ম্মিরহিতঃ কলৌ অধীরান্ ধীরয়তি মোক্ষং স্বাদয়তি তারয়তি জীবান্ গায়তি নৃত্যতি লোকান্ রময়তি আত্মরামঃ স্বর্ণদীতীরেঽব্যয়ং তং কোঽপি জানাতি স্বয়ং স্বস্বরূপং গোপয়তি যতস্ত্রিযুগঃ ইত্যাদি এবং বিষ্ণুধর্ম্মেঽহং যথা—প্রত্যক্ষরূপধৃক্ দেবঃ ··ইত্যাদি।

অর্থঃ—যিনি স্বতন্ত্র লীলাপরায়ণ ও কৃষ্ণগান করেন। যাঁহার অঙ্গের বর্ণ বিদ্যুৎতুল্য, তিনিই আদ্য, ক্ষেত্রজ্ঞ, ষড়ূর্ম্মি (শোক, মোহ, ক্ষুধ, পিপাসা, জরা মৃত্যু) রহিত। তিনিই কলিযুগে অধীর ব্যক্তিদিগকে ধীর করেন ও মোক্ষাস্বদন করান [মোক্ষশব্দে—শ্রীকৃষ্ণ, তদীয় পাদপদ্ম, বিষ্ণুর দাসত্ব ও নিশ্চলাভক্তি অর্থ বোদ্ধব্য (গৌড়ীয় বৈষ্ণবাভিধান)], জীব নিস্তার করেন, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া গান করেন, নৃত্য করেন ও কৃষ্ণভক্তিতে লোকদিগকে অনুরঞ্জিত করেন। তিনি আত্মরাম ও অব্যয়রূপে শ্রীগঙ্গা তটে অবতীর্ণ হন। তাঁহাকে অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ (তদীয় ভক্তগণ) জানেন। তিনিই কলিযুগে স্বয়ংই নিজের স্বরূপকে গোপন করেন বলিয়া অর্থাৎ প্রচ্ছন্নরূপে প্রকট হন বলিয়া তাঁহাকে ত্রিযুগ বলা যায়। অর্থাৎ সত্যাদি যুগত্রয়ে অনাবৃত ঈশ্বররূপে কলিতে শ্রীরাধার ভাব ও কান্তিদ্বারা আবৃত স্বরূপে প্রকট হন।

লঃ ভাঃ ১।৩ টীকায় উদ্ধৃত **বৃহন্নারদীয় পুরাণ** (৫।৩৫) বাক্য—

অহমেব কলৌ বিপ্র! নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥

কোন কোন পুঁথিতে অহমেব "কচিদ্ ব্রহ্মন্" পাঠ দেখা যায়, কোন কোন পুঁথিতে অহমেব "দ্বিজ শ্রেষ্ঠ" পাঠ দেখা যায়। উক্ত টীকায় শ্রীপাদবলদেব বিদ্যাভূষণ "কলৌ বিপ্র" পাঠ ধরিয়াছেন, ইহা একাধিক পুঁথিতে পাওয়া যায়। ভগবদ্ভক্তাঃ মদ্ভক্তাঃ যদ্বা ভগবানহমেব ভক্তশ্চেদ্ তদ্রূপেণেত্যর্থঃ (শ্রীপাদ রাধালানন্দ সাস্ত্রী)।

অর্থঃ--শ্রীভগবান বলিলেন হে বিপ্র! আমিই কলিযুগে নিত্য প্রচ্ছন্ন বিগ্রহরূপে (অর্থাৎ প্রচ্ছন্নবিগ্রহও নিত্য তদ্রূপে) অবতীর্ণ হইয়া ভগবদ্ভক্ত-রূপেই অর্থাৎ মদ্ভক্তরূপেই লোকসকলকে সর্ব্বপ্রকার রক্ষা করি। প্রেয়সী শ্রীরাধার ভাব ও কান্তিদ্বারা শ্রীঅঙ্গকে আচ্ছন্ন করার নাম প্রচ্ছন্ন বিগ্রহ।

কপিলতন্ত্র নবম পটলে

উক্ত আছে—কোন সময়ে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণ সহ নিত্যসংযুক্ত হইয়া অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সহিত নিত্য তাদাত্ম্য প্রাপ্ত বা একীভূত হইয়া এক অভিনবরূপে প্রকট হইতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তদ্রূপ হইয়া তাঁহাকেও স্বপ্নে দেখাইয়া ছিলেন—

কচিৎ সাপি কৃষ্ণমাহ শৃণু মদ্বচনং প্রিয়।
ভবতা চ সহৈকাত্ম্যমিচ্ছামি ভবিতুং প্রভো॥
মম ভাবান্বিতং রূপং হৃদয়াহ্লাদকারকম্।
পরস্পরাঙ্গমধ্যস্থং ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলম্॥
পরস্পরস্বভাবাঢ্যং রূপমেকং প্রদর্শয়।
শ্রুত্বা তু প্রেয়সীবাক্যং পরমপ্রীতিসূচকম্॥
স্বেচ্ছয়াসীৎ যথা পূর্ব্বমুৎসাহেন জগদ্গুরুঃ।
প্রেমালিঙ্গনযোগেন হ্যচিন্ত্যশক্তিযোগতঃ॥
রাধাভাবকান্তিযুতাং মূর্ত্তিমেকাং প্রকাশয়ন্।
স্বপ্নে তু দর্শয়ামাস রাধিকায়ৈ স্বয়ং প্রভুঃ॥ ইতি।

অর্থঃ—কোন এক সময়ে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন হে প্রিয়! আমার বাক্য শ্রবণ কর—হে প্রভো! আমি তোমার সহিত ঐকাত্ম্য অর্থাৎ একীভূত হইতে ইচ্ছা করি। হৃদয়ানন্দকারক ও ক্রীড়াকৌতুক-মঙ্গলদায়ক এমন একটী আমার ভাবযুক্ত রূপ প্রকাশ কর। ঐ রূপটী পরস্পরাঙ্গমধ্যস্থ হইবে অর্থাৎ তোমার অঙ্গে আমার অঙ্গ ও আমার অঙ্গে তোমার অঙ্গ মিলিত থাকিবে এবং পরস্পরস্বভাবাঢ্য হইবে। জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার এইরূপ প্রীতি-

সূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া উৎসাহ সহকারে অচিন্ত্যশক্তিবশতঃ প্রেমালিঙ্গন-যোগে স্বেচ্ছায় সেই প্রকার হইলেন অর্থাৎ রাধাভাবকান্তিযুক্ত এক মূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন। স্বয়ং প্রভু শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্নযোগে শ্রীরাধিকাকে ঐ মূর্ত্তি দেখাইলেন।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিবিরচিত স্বপ্নবিলাস গ্রন্থও কপিলতন্ত্রবৎ দ্রষ্টব্য।

শ্রীরাধামাধবের একীভূত রূপ শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপকে শ্রীবৃন্দাবনাভ্যন্তরে গোপীগণ আস্বাদন করিয়াছিলেন, ঐ গৌরস্বরূপ ব্রহ্মাদি দেবগণের ও সনকাদি মহামুনিগণের সর্ব্বদা ধ্যেয়; এইরূপ তত্ত্ব **পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে** (শ্রীভক্তি-বিনোদঠাকুর সম্পাদিত) ৪৬ অধ্যায় শ্রীবৃন্দাবনবর্ণন প্রসঙ্গে দেখা যায়—

কোটিচন্দ্রপ্রতীকাশং কোটিভাস্করভাস্বরম্।
কোটিকন্দর্পলাবণ্যং ভাসয়ন্তং দিশো দশ ॥
দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গৌরং তপ্তজাম্বনদপ্রভম্।
শ্লিষ্যমাণং চাঙ্গনাভিঃ সুদামানঞ্চ সর্ব্বশঃ।
ব্রহ্মাদ্যৈঃ সনকাদ্যৈশ্চ ধ্যেয়ং ভক্তবশীকৃতম্ ॥
সদা ঘূর্ণিতনেত্রাভি র্নৃত্যন্তীভি র্মহোৎসবৈঃ।
চুম্বন্তীভি র্হসন্তীভিঃ শ্লিষ্যন্তীভি র্মুহুর্মুহুঃ ॥

ছাপা গ্রন্থে "ত্রিনেত্র" পাঠ দেখা যায় উহা ভুল।

শ্রীরাধার ভাব ও কান্তিদ্বারা আচ্ছন্নবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে প্রকট হইয়াছেন ইহা দেখান হইল।

প্রশ্ন ঃ— প্রত্যক্ষরূপধৃগ্‌দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ।
কৃত্যাদিম্বিব তেনাসৌ ত্রিযুগঃ পরিপঠ্যতে ॥

অর্থ ঃ—ভগবান শ্রীহরি প্রত্যক্ষরূপে কলিযুগে দৃষ্টিগোচর হন না, কিন্তু সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে প্রত্যক্ষরূপে দেখা দিয়া থাকেন, এই জন্য তিনি শাস্ত্রে "ত্রিযুগ" নামে অভিহিত হন।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের এই বাক্যে কলিযুগে অবতার নাই। এই প্রমাণ বাক্যকে অন্যথা করা যায় না। এই বাক্যের অনুরোধে তোমাদের দর্শিত শ্রুতি, পুরাণ

ও তন্ত্রবাক্য গ্রহণ করিতে আমরা অনিচ্ছুক। কেননা পূর্ব্বদর্শিত শ্রুত্যাদি প্রমাণে কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গকে সাক্ষাৎ ভগবান বলিয়া স্বীকার করিলে বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তর বাক্যটী নিরর্থ হইয়া পড়ে। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বাক্যটী যদি অমান্য হয়, তাহা হইলে কলিযুগের ঈশ্বররূপে শ্রীবুদ্ধকে স্বীকার করা হউক। শাস্ত্রেও দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণাবতারের পর শ্রীবুদ্ধাবতারই। তিনি পীতবর্ণ; সুতরাং শ্রুত্যাদি প্রমাণও সঙ্গত হয়। শ্রীগৌরাঙ্গকে জীববিশেষ বলিলে অপরাধ হয় না। কারণ শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ংই নিজকে জীব বলিয়া পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বাক্যকে লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান বলা হয় কোন্ সাহসে? মহাভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গের উক্তি কি একেবারে অসত্য? তোমাদের আচার্য্যগণই তাঁহার উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—চৈঃ চঃ মঃ ১৮

কৃষ্ণ কেন দরশন দিবেন কলিকালে।
নিজভ্রমে মূর্খলোক করে কোলাহলে॥
প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু ইহা না কহিয়।
জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কভু না করিহ॥

ইত্যাদি বহু স্থলে দেখাযায় শ্রীচৈতন্য নিজেকে জীব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমরাও তাঁহার শ্রীকৃষ্ণভজন দেখিয়া তাঁহাকে বিশিষ্ট ভক্ত বলিয়া জানি।

উত্তরঃ—আমরা স্পষ্টই বলিতেছি—তোমাদের ভক্তি কিম্বা ভক্তিশাস্ত্র বিষয়ে কোন জ্ঞান নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ প্রমাণ দেখান হইয়াছে, তোমরা নাস্তিকতাবশতঃ তাহা মানিতেছ না। অবোধ শিশুদের ন্যায় তোমরা যে প্রশ্ন করিয়াছ তাহার উত্তর শ্রবণ কর—

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই ভক্তিরসাস্বাদন করিতে ভক্তরূপে প্রকট হইয়াছেন। নিজের স্বরূপ গোপন করিবার জন্য ভক্তাবেশে সাধারণ ব্যক্তিরূপে নিজকে উল্লেখ করিয়া থাকেন। যখন তাঁহার ঈশ্বরাবেশ জাগে তখন তিনি নিজকে পরমেশ্বর বলিয়া ব্যক্ত করেন যথা—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (১) ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীঅদ্বৈতকে বলিয়াছেন—"অদ্বৈত গোলোকাদবতারিতোঽস্মি ভবতৈবাহং"

ইত্যাদি। অর্থাৎ হে অদ্বৈত আপনি আমাকে গোলক হইতে অবতীর্ণ করাইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবত মঃ ৯—শ্রীগৌরাঙ্গের মহাপ্রকাশ বা সাত-প্রহরিয়া ভাব শিশুদের দেখা উচিত। আরও বলি—(চৈঃ চঃ মঃ ৬) সার্ব্ব-ভৌমভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ষড়ভুজ দর্শন করাইয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপ লীলায়ও ভক্তগণকে সর্ব্বাবতার দেখাইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থে সুব্যক্ত আছে দ্রষ্টব্য। আর এক কথা—শ্রীচৈতন্য ভক্তাবেশে শ্রীসনাতনকে শিক্ষা দেওয়া প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন—

অবতার নাই কহে আমি অবতার।
মুনিসব জানি করে লক্ষণ বিচার॥
স্বরূপ লক্ষণ আর তটস্থ লক্ষণ।
এই দুই লক্ষণে তত্ত্ব জানে মুনিগণ॥
অবতারকালে হয় জগতে গোচর।
এই দুই লক্ষণে কেহ জানেন ঈশ্বর॥
সনাতন কহে যাতে **ঈশ্বর লক্ষণ**—
পীতবর্ণ কার্য্য প্রেমদান সংকীর্ত্তন॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বস্বরূপ গোপনার্থ যে মথুরা বাসীদিগকে বলিয়াছিলেন "আমি জীব" তাঁহারা কিন্তু উহা স্বীকার না করিয়া

শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ

নিরূপণ করিয়াছেন যথা (চৈঃ চঃ মঃ ১৮)—

লোকে কহে তোমাতে কভু নহে জীব বুদ্ধি।
কৃষ্ণের সদৃশ তোমার আকৃতি প্রকৃতি॥
আকৃত্যে তোমাকে দেখি ব্রজেন্দ্র নন্দন।
দেহ কান্তি পীতাম্বর কৈল আচ্ছাদন॥
মৃগমদ বস্ত্রে বান্ধি কভু না লুকায়।
ঈশ্বর স্বভাব তোমার ঢাকা নাই যায়॥
অলৌকিক প্রকৃতি তোমার বুদ্ধি অগোচর।

তোমা দেখি কৃষ্ণ প্রেমে জগৎ পাগল।
স্ত্রী বালক বৃদ্ধ কিম্বা চণ্ডাল যবন।
যেই তোমার একবার পায় দরশন্॥
কৃষ্ণনাম লয় নাচে হইয়ে উন্মত্ত।
আচার্য্য হইল সেই তারিল জগত॥
দর্শনে আছুক কার্য্য, যে তোমার নাম শুনে।
সেই কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত তারে ত্রিভুবনে॥
তোমার নাম শুনি হয় শ্বপচ পাবন।
অলৌকিক শক্তি তোমার না যায় কথন॥
এইত মহিমা তোমার তটস্থ লক্ষণ।
স্বরূপ লক্ষণে তুমি ব্রজেন্দ্র নন্দন॥ চৈঃ চঃ মঃ ১৮

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর উক্তিতে "পীতবর্ণত্ব" স্বরূপলক্ষণ। শ্রীমথুরাবাসীদের উক্তিতে "নন্দনন্দনত্ব" স্বরূপ লক্ষণ। দুই প্রকারই সঙ্গত, যেহেতু অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর।

শ্রীসনাতনের নিকট শ্রীচৈতন্য স্বয়ংই বলিয়াছেন—(চৈঃ চঃ মঃ ২০)

কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন কলিযুগের ধর্ম্ম।
পীতবর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্ত্তন।
প্রেমভক্তি লোকে দিল লঞা ভক্তগণ।
ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্র নন্দন।
প্রেমে গায় নাচে লোক করে সঙ্কীর্ত্তন॥

এই সকল শাস্ত্র বাক্য মূঢ়গণের বোধপথে উদয় হয় না। তথাপি অবোধগণের বোধের জন্য আরও বলি—

আপনা লুকাইতে প্রভু নানা যত্নকরে
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে

শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৩য়ে ধৃত যামুনাচার্য্য স্তোত্র (১৮)

উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীম-সমাতিশায়ি
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্।

মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ।

অর্থঃ—হে ভগবন্! আপনার প্রভুত্বের স্বভাব দেশ কাল ও পরিমাণ এই তিন সীমা এবং স্বরূপসমাতিশায়িতা লঙ্ঘন করিয়াছে, পরন্তু আপনি মায়াবল দ্বারা স্বরূপকে আচ্ছন্ন করিলেও আপনার একান্ত ভক্তগণ ঐ স্বরূপকে সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকেন। অসুর প্রকৃতিদের ভাগ্যে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান ঘটে না।

অসুরস্বভাবে কৃষ্ণে কভু নাই জানে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন স্থানে॥
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলুকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ॥

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্ট-
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্॥ ঐ ১।৩

অর্থঃ—হে ভগবন্! আপনার শীল রূপ চরিত, পরম প্রকৃষ্টসত্ত্ব অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্ব (বল), সাত্ত্বিকপ্রবল শাস্ত্র ও শুভাশুভ জ্ঞান নিরূপক প্রখ্যাত পরমার্থবিৎ ব্যাসাদি ভক্তগণের মত, এ সকলের দ্বারাও অর্থাৎ এই সকল দেখিয়াও অসুর প্রকৃতি (তামস) ব্যক্তিগণ আপনাকে জানিতে পারে না।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বাক্যের সঙ্গতি—৩ প্রকার।

১। পূর্ব্বোক্ত শ্রীপ্রহ্লাদাদি বাক্যানুসারে বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশচতুর্যুগীয় কলিতে ছন্নাবতারতা হেতু, ২। ঐ কলিতে শ্রীবুদ্ধ ও কল্কি আবেশাবতার (জীববিশেষ) হেতু, ৩। অন্যান্য কলিতে যুগাবতার কৃষ্ণবর্ণ, তিনি আবেশাবতার (জীববিশেষ) হেতু বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বাক্য সঙ্গত হয়।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ সর্ব্বসম্বাদিনীতে (সাহিত্যপরিষৎসংস্করণ ১৫৭ পৃষ্ঠা)—অয়ং কল্কিঃ বুদ্ধশ্চ প্রতিকলিযুগ এবেত্যেকে। এতৌ চাবেশাবিতি। বিষ্ণুধর্ম্মগতম্—তথাহি প্রত্যক্ষরূপধৃগ্‌দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ।

বেদাদি শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম নাশের জন্য ও পাষণ্ড শাস্ত্র প্রবর্ত্তন এবং অসুর মোহন করিতে শ্রীবুদ্ধের আবির্ভাব বুঝিতে হইবে। ভঃ রঃ সিঃ গ্রন্থে ১।২।১২০ ধৃত ব্রহ্মযামল বাক্যের (শ্রুতি-স্মৃতি ইত্যাদির) শ্রীপাদ জীবগোস্বামীকৃত টীকা—

যেনৈব বেদাদিপ্রামাণ্যেন বুদ্ধাদীনামবতারত্বং গম্যতে, তেনৈব বুদ্ধস্যাসুর-মোহনার্থং পাষণ্ডশাস্ত্রপ্রপঞ্চয়িতৃত্বঞ্চ শ্রূয়তে, বিষ্ণুধর্ম্মাদৌ ত্রিযুগনামব্যাখ্যানে। অত্রতু শ্রীভগবদাবেশমাত্রত্বঞ্চোপাখ্যায়তে। ইয়ং নাস্তিকতাময়ী (ভক্তিঃ) বৌদ্ধা-দীনাং বুদ্ধদত্তাত্রেয়াদিষু যদৈকান্তিকতয়া প্রতীয়তে, তদপ্যবিচারাৎ। তস্মাদাজ্ঞাপি ন প্রমাণীকর্ত্তব্যা।

অর্থঃ--যে বেদাদিশাস্ত্রপ্রামাণ্যে বুদ্ধ প্রভৃতির অবতারত্ব জানা যায়, সেই বেদাদিশাস্ত্রপ্রামাণ্যেই বুদ্ধের অসুরমোহনার্থ পাষণ্ড-শাস্ত্র বিস্তারকত্ব শুনা যায়।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদিশাস্ত্রে ত্রিযুগ নাম ব্যাখ্যানে ভগবানের প্রত্যক্ষরূপ বুদ্ধ নহেন, তাঁহাতে ভগবদাবেশমাত্রত্ব কথিত হয়। বুদ্ধ ও দত্তাত্রেয়াদিতে বৌদ্ধ প্রভৃতির যে ভক্তি দেখা যায় অর্থাৎ বৌদ্ধপ্রভৃতি সাধকগণ বুদ্ধ ও দত্তাত্রেয়াদি অবতারের প্রতি যে ভক্তি করে, ঐ ভক্তি নাস্তিক শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া নাস্তিকতাময়ী। উহা ঐকান্তিকীরূপে প্রতীয়মান হইলেও শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদির বিচার না থাকায় উহা বিমার্গগামিতার হেতু বুঝিতে হইবে। শ্রীবুদ্ধ জীববিশেষ, তিনি পাষণ্ডধর্ম্মের প্রচারক বা প্রবর্ত্তক। তাঁহার আজ্ঞাও গ্রহণীয় নহে ইহা দেখান হইল।

তিনি পীতবর্ণও নহেন—"মূর্ত্তিঃ পাটলবর্ণাস্য" (লঃ ভাঃ)। অর্থাৎ এই অবতারের মূর্ত্তি পাটল (শ্বেতরক্ত) বর্ণ।

অতোঽমীষবতারত্বং পরং স্যাদৌপচারিকম্।

(লঃ ভাঃ মন্বন্তরাবতার প্রকরণ ৪৪)

অতএব কুমার, নারদ, পৃথু, পরশুরাম, বুদ্ধ ও কল্কী ইহাদিগকে যে অবতার বলা হইয়াছে, সেটী ঔপচারিক অর্থাৎ গৌণ। "পূর্ব্বোৎপন্নেষু" ইত্যাদি

শ্লোকদ্বারা জানা যায় কলিযুগের যে সকল যুগাবতার তাঁহারাও আবেশাবতার। লঘুভাগবতামৃতের টীকাকার শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণপাদ উপরোক্ত "প্রত্যক্ষরূপ" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় যেরূপ বিচার করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিলাম—প্রত্যক্ষেতি। কৃতাদিষ্বিব ত্রিষু যুগেষু দেবঃ প্রত্যক্ষরূপধৃক্ দৃশ্যতে, ন তু কলৌ, অতোঽসৌ ত্রিযুগঃ কথ্যতে। ন চৈবং কৃষ্ণচৈতন্যস্য প্রত্যক্ষরূপত্বং ন স্যাদিতি বাচ্যং, তস্য কলিযুগাবতারত্বাভাবাৎ। প্রতিকলি কৃষ্ণবর্ণোঽবতারঃ স্মর্য্যতে, স চ জীববিশেষ এব, কলিবিশেষে তু গর্গোক্তঃ পীতঃ সাক্ষাদীশ্বর এব, তদা কৃষ্ণবর্ণস্তত্র প্রবিষ্ট ইতি সর্ব্বং সুস্থম্ (ঐ টীকা)। অর্থ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু প্রত্যক্ষরূপ নহেন এরূপ বলা চলে না। তিনি কলিযুগের যুগাবতার নহেন, তিনি বিশেষ কলিযুগের সাক্ষাৎ অবতার। প্রতি কলিতে যুগাবতার কৃষ্ণবর্ণরূপে স্মৃত হন, তিনি (ঐ কৃষ্ণবর্ণ যুগাবতার) জীববিশেষই অর্থাৎ আবেশাবতার। কলিবিশেষে শ্রীগর্গোক্ত প্রমাণে (ভাঃ ১০।৮।১৩) "আসন্" শ্লোকে যে পীতবর্ণের কথা উল্লেখ আছে তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বরই। ঐ কলির [বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপরোত্তর কলির] যুগাবতার কৃষ্ণবর্ণ ঐ সাক্ষাৎ ঈশ্বরে (পীতবর্ণে) প্রবেশ করেন। এইরূপ অর্থদ্বারা সর্ব্বপ্রকার আশঙ্কা নিবর্ত্তক সমাধান হইতেছে।

শ্রীবেদব্যাস ভাঃ ৭।৯।৩৭ শ্লোকে কলিযুগাবতারকে "ছন্ন" রূপে উল্লেখ করেন। "ছন্ন" শব্দের অর্থ—নানা শাস্ত্রপ্রমাণে গৌরবর্ণ করা হইয়াছে। শ্রীবেদব্যাস কিন্তু ভাঃ ১০ ও ১১ স্কন্ধে তাঁহাকেই স্পষ্ট গৌরবর্ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

পীত বা গৌরবর্ণ সম্বন্ধে শ্রীভাগবত প্রমাণ।

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

ভাঃ ১০।৮।১৩ শ্রীগর্গাচার্য্য বলিলেন হে নন্দ! আপনার এই পুত্রটী যুগে যুগে শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন। (অর্থাৎ অবতার প্রকট করিয়া থাকেন) ইঁহার প্রতিযুগেই পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ আছে। ইনি সত্যযুগে শুক্ল, ত্রেতাযুগে

রক্ত ও কলিযুগে পীতবর্ণ ধারণ করিয়া ইদানীং দ্বাপরযুগে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন (অর্থাৎ স্বয়ংরূপ প্রকট করিয়াছেন)।

তাঁর যুগাবতারতা জানি গর্গ মহাশয়।
কৃষ্ণের নামকরণে করিয়াছেন নিশ্চয়॥
শুক্ল রক্ত পীতবর্ণ এই তিন দ্যুতি।
সত্য ত্রেতা কলিকালে ধরেন শ্রীপতি॥
ইদানীং দ্বাপরে তিঁহো হৈলা কৃষ্ণবর্ণ।
এইসব শাস্ত্রাগম পুরাণের মর্ম॥ চৈঃ চঃ আঃ ৩

শ্রীমদ্ভাগবতে গর্গাচার্য্যবাক্যে কলিযুগে পীতবর্ণ ভগবান প্রমাণিত হইয়াছেন।

প্রশ্ন ঃ—আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ ••শ্লোকে "আসন্" ক্রিয়াপদটী অতীতকালবোধক। তিনটী বর্ণ অতীত হইয়াছে ইহা বেশ বুঝাযায়। শ্রীগর্গাচার্য্য ভবিষ্যৎ কলি-যুগে পীতবর্ণ হইবে এইরূপ প্রয়োগ করেন নাই। চৈঃ চঃ গ্রন্থকার মতে অতীতকালবোধক পদটী ভবিষ্যৎ কলিকালে অতিব্যাপ্ত হইল কেন? পীতবর্ণকে কলিযুগের ঠাকুর করিতে অসঙ্গত ব্যাখ্যা করিলে চলিবে কেন?

উত্তর ঃ—শুক্ল ও রক্ত বর্ণদ্বয়দ্বারা ক্রমে অতীত সত্য ও ত্রেতা বেশ-সঙ্গত হইয়াছে, "ইদানীং" শব্দদ্বারা উপলক্ষিত বর্ত্তমান দ্বাপরযুগের কৃষ্ণত্বপ্রাপ্তি পরিস্ফুট হইয়াছে। সুতরাং পীতবর্ণ ভবিষ্যতে হওয়ারই সম্ভব—কিন্তু ইহার প্রয়োগ অতীতকালে যে কারণে হইয়াছে তাহা মনদিয়া তোমরা শ্রবণ কর—শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু বলেন—"পীতস্যাতীতত্বং প্রাচীনতদবতারাপেক্ষয়া।" প্রাচীন পীতবর্ণাবতার অপেক্ষায় অতীত প্রয়োগ করা হইয়াছে অর্থাৎ ভবিষ্যৎ কলিযুগে যে পীতবর্ণ অবতীর্ণ হবেন, তিনিই পূর্ব্বকল্পগত বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় কলিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এই অপেক্ষায় অতীত প্রয়োগ করা হইয়াছে। সরলার্থ—প্রতিসত্যযুগে যেমন শুক্ল ও প্রতিত্রেতায় যেমন রক্ত প্রকট হন, তদ্রূপ প্রতিকলিতে পীত বা গৌরবর্ণ ভগবান প্রকট হন না; তিনি প্রতিকল্পে একবার ঐ কলিতে প্রকট হন। এইবার ভবিষ্যৎ কলিযুগে তিনিই প্রকট হইবেন অন্য কেহ নহে এই কারণে ঐ অবতারের সূচনার জন্য

গর্গাচার্য্য অতীত কাল প্রয়োগ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে।

আর এক অর্থদ্বারাও পীতবর্ণের অতীত প্রয়োগ হইয়াছে, তাহাও উল্লেখ করিতেছি। শ্রীযুক্তহরিদাসদাসকৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসন্দর্ভে ও প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামীকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতব্যাখ্যায় পূর্ব্বমীমাংসা হইতে উদ্ধৃত একটী ন্যায় দেখা যায়—"বিরুদ্ধধর্ম্মসমবায়ে ভূয়সাং স্যাৎ সধর্ম্মকত্বম্" (জৈমিনীসূত্রম্)। বহু বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমবায় হইলে অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মবিশিষ্ট বহু ধর্ম্মীর একত্র মিলন হইলে বহুর যে ধর্ম্ম সেই ধর্ম্মই হইবে। ইহার দৃষ্টান্ত—শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যসন্দর্ভে (গরুড়পুরাণতিথ্যাদিতত্ত্ব হইতে) উদ্ধৃত করা হইয়াছে—

যদ্যপ্যদন্তকঃ পূষা পৈষ্টমত্তি সদা চরুম্।
অগ্নীন্দ্রেশ্বরসামান্যাত্তণ্ডুলোঽত্র বিধীয়তে॥

সরলার্থ—দক্ষপ্রজাপতি যখন পরমপবিত্রচরিত্র শ্রীশিবের নিন্দা করেন তখন পূষা (সূর্য্য) হাসিতে ছিলেন। দক্ষযজ্ঞ বিনাশ সময়ে ভূতপতির ভৃত্য চণ্ডেশ এক চপেটাঘাতেই সূর্য্যদেবের দন্ত উৎপাটিত করেন। পরে যখন ভগবান বিষ্ণু আসিয়া মীমাংসা করিতেছেন, সেই সময়ে সূর্য্যদেব শিবাপরাধের ফল নিজের দন্ত পঙ্‌ক্তি ভগ্নের কথা শ্রীভগবানের নিকট নিবেদন করিলে শ্রীভগবান অদন্তক পূষার (সূর্য্যের) জন্য পিষ্টতণ্ডুলনির্ম্মাণ চরু ব্যবস্থা করিলেন। সূর্য্যদেব তখন হইতে পৈষ্ট চরু ভোজন করেন। কিন্তু যে যজ্ঞে অগ্নি, ইন্দ্র ও মহাদেবের পূজা করিতে হয়, সে স্থলে সকলের সহিত সাধারণভাবে আস্ততণ্ডুলকণা ভোগ দিতে হয় সূর্য্যের জন্য আর পৃথক্‌ভাবে পিষ্টতণ্ডুল ভোগের ব্যবস্থা করিতে হয় না। এই প্রকার ব্যবস্থা শ্রীভগবান বিষ্ণু করিয়াছেন। অন্যান্য দেবতার সহিত পূজা সময়ে যেমন সূর্য্যদেবের পৃথক্ ব্যবস্থা করা হইল না, তদ্রূপ সত্য ও ত্রেতাযুগের অবতার গণনা প্রসঙ্গে কলিযুগীয় পীতবর্ণ অবতারের পৃথক্ অর্থাৎ ভবিষ্যৎ বোধক ক্রিয়াদ্বারা নির্দ্দেশ করা হইল না। ভূতকালের দুইটী পদ 'শুক্ল' ও 'রক্ত' এবং ভবিষ্যৎকাল বোধক 'পীত' মাত্র একটী পদ, অতএব ভূতধর্ম্ম বিশিষ্ট অধিক হওয়ায় ভূত কালের ক্রিয়াপদ আসন্ হইল।

শ্রীগর্গোক্তিতে বিশেষকলিতে শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান প্রকট হন, দেখান হইল।

প্রশ্ন ঃ—"আসন্" শ্লোকের 'তথা পীত' স্থানে অকার বিশ্লেষণ করিলে 'তথা অপীত' (শ্যাম) হয়। যদি আমরা ইদানীং পদে কলিযুগের প্রথম ভাগ অর্থ করি তাহা হইলে দ্বাপরে শ্যাম, কলিতে ব্রজে কৃষ্ণাবতার অর্থ প্রকাশ পায়, শ্রীগৌরাবতার অর্থ বুঝায় না। এই প্রকার অর্থে কোন আপত্তি আছে কি ?

উত্তর—শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ সময়ে শ্রীগর্গাচার্য্য ইদানীং পদ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে তৎকাল অর্থ বুঝায়, পরবর্ত্তীকাল অর্থ বুঝায় না। অর্থাৎ দ্বাপরের শেষভাগ বুঝায়, কলির প্রথমভাগ বুঝায় না শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পর কলির আবির্ভাব হইয়াছে, প্রমাণ পরে দেওয়া হইবে; কাল্পনিক অর্থ চলে না।

প্রশ্ন—তোমরা যেমন 'তথা পীত' থাকায় কলিতে 'পীতবর্ণ' বল; আমরাও তদ্রূপ 'তথা অপীত' করিয়া কলিতে অপীত বর্ণ বলিব, আপত্তি আছে কি ?

উত্তরঃ—অসাধারণ কলিতে অপীত (শ্যাম) বর্ণের অবতার হয় কোন্ প্রমাণে ? কাল্পনিক অর্থে 'অপীত' বর্ণ বলিলে জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা গ্রহণ করিবেন না। সাধারণ দ্বাপর ও কলিতে যুগাবতারক্রমে শ্যাম ও কৃষ্ণ বর্ণ, ইহা প্রমাণে পাওয়া যায়। অসাধারণ দ্বাপর ও কলিতে ঐ যুগাবতারদ্বয় স্বতন্ত্র-রূপে প্রকট না হইয়া এই যুগদ্বয়ে ক্রমে অবতরণকারী স্বয়ং অবতারী শ্রীকৃষ্ণ ও গৌরে ক্রমে অন্তর্ভূত হন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে শ্যাম ও গৌরে কৃষ্ণবর্ণ প্রবেশ করেন বুঝিতে হইবে।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবগোস্বামীপাদ বলেন—"যো যঃ শুক্লঃ প্রাদুর্ভাবঃ যো যো, রক্তঃ যো যঃ পীতশ্চ উপলক্ষকাশ্চৈতে বর্ণান্তরবতাং স সর্ব্বোঽপীদানীমস্যাবির্ভাবসময়ে কৃষ্ণতামেতদ্রূপতামেতস্মিন্নন্তর্ভূততামেব গতঃ। **অর্থ**—যে যে শুক্ল বর্ণ প্রাদুর্ভাব, যে যে রক্তবর্ণ প্রাদুর্ভাব, যে যে পীতবর্ণ প্রাদুর্ভাব এই তিনটী বর্ণের উপলক্ষণে অন্যান্য যত বর্ণ আছে সেই সেই

বর্ণ বিশিষ্ট ভগবৎ স্বরূপই এই দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীনন্দনন্দনের আবির্ভাব-কালে তাহাতে অন্তর্ভূর্ত হইয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এই উক্তিতে পীতবর্ণও শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে পীতবর্ণ অংশ শ্রীকৃষ্ণ অংশী। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করেন তিনি অংশ, অংশী নহেন এইরূপ সন্দেহ কাহার কাহার মনে উদয় হয়, কিন্তু সন্দেহের কারণ নাই। শ্রীগর্গাচার্য্যের বক্তব্য—শ্রীভগবানের যত বর্ণ যত রূপ ও যত নাম আছে, সে সমস্ত এখন কৃষ্ণরূপে, কৃষ্ণবর্ণে ও কৃষ্ণনামে মিলিত হয়। অতএব শুক্লাদি যে যে যুগাবতার তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে অন্তর্ভূর্ত হন। কোন কোন দ্বাপরে পীতবর্ণ যুগাবতার হয় সেই যুগাবতারও প্রবেশ করেন। কলিকালে অবতারী পীতবর্ণই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাববিশেষ অর্থাৎ যেই কৃষ্ণ সেই গৌর, যেই গৌর সেই কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাকট্য নহে, কি কারণে তিনি তাহাতে প্রবেশ করিবেন? স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধার ভাব ও কান্তিদ্বারা নিজকে আচ্ছাদন করিয়া পীত বা স্বর্ণগৌর বর্ণে প্রকট হইয়াছেন। আর এক প্রকার বিচার উত্থাপিত হইতেছে—শ্রীচৈঃ চঃ গ্রন্থে গর্গোক্তির সুস্পষ্ট অর্থ উক্ত আছে। এই উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের যুগাবতার নির্দ্দেশ করা হয় নাই, কিন্তু যুগাবতারতা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ইহা পয়ারের টীকাকার শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ জানাইতেছেন—

তাঁর যুগাবতারতা জানি গর্গ মহাশয়।
কৃষ্ণের নামকরণে করিয়াছেন নিশ্চয় ॥

টীকা—কলিযুগে অবতারো নাস্তি প্রমাণাভাবাৎ ইতি কেষাঞ্চিৎ মতং নিরসয়িতুং শ্রীকৃষ্ণস্য কলিযুগাবতারতায়াং শ্রীভাগবতীয়ং গর্গবাক্যং প্রমাণয়তি 'তাঁর' ইতি। যুগে অবতারতা যুগাবতারতা, ন তু পারিভাষিকযুগাবতারতা, নচেৎ তত্ত্বে স্বয়ংভগবত্তা ন স্যাৎ।

অর্থঃ—কলিযুগে ভগবান অবতীর্ণ হন না, যেহেতু কোন প্রমাণ নাই। এইরূপ কাহার কাহার মত আছে। সেই দুষ্টমতকে খণ্ডন করিবার জন্য গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণের কলিযুগাবতারতা সম্বন্ধে শ্রীভাগবতীয় গর্গবাক্যকে

প্রমাণরূপে 'তাঁর' ইত্যাদি পয়ারে উল্লেখ করিতেছেন। 'যুগাবতারতার' অর্থঃ—"যুগে অবতারতা" বুঝিতে হইবে। কিন্তু যুগাবতারতা শব্দটী এস্থলে পারিভাষিক যুগাবতারতা অর্থযুক্ত নহে। পারিভাষিক যুগাবতারতার অর্থ—

উপাসনাবিশেষার্থং সত্যাদিষু যুগেষ্বসৌ।
মন্বন্তরাবতারস্তু তথাবতরতি ক্রমাৎ॥ লঃ ভাঃ

সেই সেই মন্বন্তরাবতার উপাসনাবিশেষ নিমিত্ত সত্যাদি যুগে ক্রমে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। স্বয়ংভগবত্তা বিশিষ্ট কোন লক্ষণ যুগাবতারে নাই বুঝিতে হইবে। যুগে অবতারতার অর্থ—পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ যুগে যুগে তত্তদবসরে (স্বামিপাদ) যুগে যুগে প্রতি যুগং প্রতিকল্পং বা (বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ)। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন —সাধুগণের (একান্ত ভক্তগণের) পরিত্রাণের জন্য অর্থাৎ স্বীয়দর্শনদানে তাঁহাদের চির বিরহদুঃখ নাশেরজন্য, দুষ্কৃতিশালীগণের (দৈত্য, দানব ও অসুর গণের) বিনাশের জন্য ও ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য তত্তৎ অবসরে বা প্রতিকল্পে আমি অবতীর্ণ হই। এস্থলে ইহাও বুঝিতে হইবে—শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত দৈত্য, দানব ও অসুরগণ সদ্গতি (মুক্তি ও পার্ষদগতি) লাভ করে। পূতনা ও অঘবকাদি শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হইয়া পার্ষদগতি ও কংস প্রভৃতি মুক্তি পাইয়াছে। ইহা স্বয়ংভগবত্তার পরিচায়ক—"হতারিগতিদাতৃত্ব।" যে যে সময়ে বা যে যে যুগে অসুরগণের উপদ্রব হয়, সেই সেই সময়ে বা সেই সেই যুগে উহাদিগকে বিনাশ করিতে শ্রীকৃষ্ণ কোন না কোনরূপে অর্থাৎ শ্রীরাম নৃসিংহাদি-রূপে প্রকট হইয়া উপদ্রবকারী রাবণ প্রভৃতিকে বিনাশ করিলেও তাহাদের সংসার মুক্তি হয় না; কারণ শ্রীরামনৃসিংহাদিতে স্বয়ংভগবত্তা নাই। সুতরাং পারিভাষিক যুগাবতারে যে,—স্বয়ংভগবত্তা নাই বলাবাহুল্য মাত্র। শ্রীগীতার শ্লোকে সাধুপরিত্রাণ, অসুর নাশন ও ধর্ম্মসংস্থাপন এই তিনটী কার্য্য দেখা যায়। পারিভাষিক যুগাবতারের কেবল কার্য্য—উপাসনাবিশেষ অনুষ্ঠান করিয়া উহাকে স্থাপন করা। যাহার ফল মুক্তি। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যে ভক্তিধর্ম্ম সংস্থাপিত হয়, তাহার ফল—সাধকবিশেষে প্রেমোদয়। সুতরাং স্বয়ং

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ পারিভাষিক যুগাবতার নহেন। যুগাবতারের সঙ্গে তুলনা করা মহান্ অন্যায়। প্রতিকল্পে বিশেষ যুগে স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হন বলিয়া উঁহাকে কল্পাবতার বলা সঙ্গত। "পরিত্রাণায়" ইত্যাদি শ্লোকার্থ যেমন শ্রীকৃষ্ণপক্ষে সুসঙ্গত হয়, তেমন শ্রীগৌরাঙ্গপক্ষেও সুসঙ্গত হয়—অসুর-প্রকৃতি ব্যক্তিগণের আসুরভাব বিনাশ করিয়া তাহাদিগকে প্রেমদান করিতে এবং সংকীর্ত্তন নামক পরমধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে ও স্ববিরহদুঃখ হইতে শ্রীরূপসনাতনাদি ভক্তগণকে পরিত্রাণ করিতে প্রতিকল্পে বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে শ্রীকৃষ্ণের যে অবতারতা উঁহাকে যুগে অবতারতা বলা যায়; ইহা কিন্তু পারিভাষিক যুগাবতার নহে। শ্রীগৌরাঙ্গকে পারিভাষিক যুগাবতাররূপে কল্পনা করিলে তাঁহার স্বয়ং ভগবত্তার অস্তিত্ব লোপ করিতে হয়।

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ" ইত্যাদি শ্লোকের টীকাকার শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন···কৃষ্ণাবতারানন্তরমেব কলিযুগপ্রবৃত্তেস্তস্মাদেবমত্র ব্যাখ্যেয়ং। যত্তদো-র্নিত্যসম্বন্ধাৎ যথা ইদানীং দ্বাপরান্তে কৃষ্ণতাং গতঃ স্বয়মবতারী তথা তেনৈব প্রকারেণ ইদানীং কলিযুগাদিভাগে পীত ইতি কিঞ্চিৎ স্থূলকালমবলম্ব্য ইদানীমিতি পদার্থ উভয়ত্রাপ্যন্বেতীতি। **অর্থ ঃ**—শ্রীকৃষ্ণাবতারানন্তর কলি-যুগের প্রবৃত্তি হওয়ায় এই শ্লোকের ব্যাখ্যা এই ভাবে করিতে হইবে—যৎ এবং তৎ শব্দের সম্বন্ধ নিত্য অর্থাৎ বিচ্ছেদ রহিত। দুইটীর মধ্যে একটীর অভাব ঘটিলে অপরটীকে উহ্য করিতে হয়। এই শ্লোকে কেবল তথা আছে কিন্তু যথা নাই, সুতরাং যথা শব্দ উহ্য করিতে হইবে। কারণ উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ নিত্য। এস্থলে 'তথা' এই অব্যয় সমুচ্চয়ার্থবোধকরূপে প্রযোজ্য নহে, সাদৃশ্যার্থবোধকরূপেই প্রযোজ্য। অর্থ হইবে এই প্রকার—যথা (যেরূপ) ইদানীং (এই দ্বাপরের শেষ ভাগে) স্বয়ং অবতারী এই নন্দনন্দন কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ স্বীয় কৃষ্ণবর্ণ প্রকাশ করিয়াছেন, তথা (সেই প্রকারে) ইদানীং অর্থাৎ প্রায় নিকটবর্ত্তী কলিযুগের আদিম (প্রথম) ভাগে পীত হইবেন অর্থাৎ পীতবর্ণ প্রকাশ করিবেন। ইদানীং পদে স্বল্পপরিমিত স্থূল-

কালের অবলম্বনে প্রায় নিকটবর্ত্তী [এই দ্বাপরের শেষ ভাগ ও কলির প্রথম ভাগ] কাল বুঝিতে হইবে। এই উভয় কালেই অর্থাৎ দ্বাপরের শেষ-ভাগে ও কলির প্রথমভাগে ইদানীং পদার্থের অন্বয় হইবে। এই অর্থে একটী প্রশ্নের অবকাশ আছে—এই নন্দনন্দনের যে কৃষ্ণবর্ণ সাক্ষাৎকার হইতেছে, ইহা কি ইদানীন্তন অথবা পূর্ব্বেও ছিল সংপ্রতি প্রকট হইয়াছে ? উত্তর—এই কৃষ্ণবর্ণ আধুনিক নহে, ইহা পূর্ব্বেও ছিল। ইহার কেবল এই কৃষ্ণবর্ণ পূর্ব্বে ছিল তাহা নহে, অন্যান্য বর্ণও ছিল। এই অর্থই প্রকাশ করা হইয়াছে—'আসন্' এই শ্লোকে। টীকাকার মতে অন্বয় এইরূপ হইবে—[যথা] ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ, তথা [ইদানীং] পীতঃ, অস্য অনুযুগং তনূঃ গৃহ্নতঃ শুক্লঃ রক্তঃ পীত ইতি ত্রয়ঃ [অপি] বর্ণাঃ আসন্। তনূরবতারান্ গৃহ্নতঃ প্রকটয়তঃ অর্থাৎ 'তনুশব্দে অবতার' গ্রহণ শব্দে প্রকট করা অর্থ বুঝিতে হইবে। টীকাকার আরও বলেন—ত্রয়োঽপি বর্ণা যথাসম্ভবং পূর্ব্বপূর্ব্বযুগে তদানীং দৃশ্যমানাস্তত্তৎপূর্ব্বমপ্যাসন্নেব। নিত্যস্থানাং তেষাং তদানীং তদানীং প্রাকট্যম্। ন তু তে তদানীমেব অপূর্ব্বা অভবন্নিত্যর্থঃ।···এবঞ্চ বৈবস্বত-মন্বন্তরগতাষ্টাবিংশচতুর্যুগীয়দ্বাপরকলিযুগয়োঃ স্বয়মবতারী কৃষ্ণঃ পীতশ্চ প্রাদু-র্ভবতি। তদ্‌যুগদ্বয়াবতারৌ শ্যামকৃষ্ণৌ তদাত্রৈবান্তর্ভূতৌ তিষ্ঠতঃ। অত্র পীতস্য সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তিপরায়ণ ইতি ভারতাদ্যুক্তত্বেঽপি বিশিষ্য স্পষ্টতয়া অন্যত্র ক্বাপ্যনুক্তি-রতিরহস্যত্বাৎ। অর্থ—বর্ণত্রয়ও যথা সম্ভব পূর্ব্বপূর্ব্ব যুগে দৃশ্যমান হইলেও তত্তৎ পূর্ব্ব যুগেও ছিল, অর্থাৎ এই সমস্ত বর্ণই নিত্য। প্রয়োজনানুরূপ সেই সেই সময়ে নিত্যস্থ বর্ণসমূহ প্রকট হয়। অর্থাৎ অপূর্ব্ব নহে বুঝিতে হইবে। যুগে যুগে অবতার প্রকট হইলেও অবতারসমূহের প্রকটকারী স্বয়ং অবতারী কিন্তু বৈবস্বতমন্বন্তর অষ্টাবিংশচতুর্যুগীয় দ্বাপর ও কলিযুগে ক্রমে কৃষ্ণ ও পীতবর্ণরূপে প্রকট হন। অর্থাৎ দ্বাপরশেষে শ্রীকৃষ্ণ ও কলির প্রথম ভাগে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকট হন। তখন দ্বাপরযুগের যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণে এবং কলিযুগের যুগাবতার শ্রীগৌরাঙ্গে অন্তর্ভূত হইয়া অবস্থান করেন বুঝিতে হইবে।

কোন কোন গৌরবিদ্বেষী প্রচার করিয়াছে—"আসন্" শ্লোকোক্ত পীতবর্ণ দ্বারা তপনীয়বর্ণ "শ্রীহয়গ্রীব" অবতার লক্ষিত হয়। আমরা জিজ্ঞাসা করি —শ্রীহয়গ্রীব কলিযুগে আবির্ভূত হন কোন্ শাস্ত্র প্রমাণে? হয়গ্রীব কি শ্রীনামসংকীর্ত্তন কলিযুগে প্রচার করিয়াছেন? আবার কোন কোন গৌর-বিদ্বেষী বলে—শ্রীগর্গোক্ত "আসন্" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ এই প্রকার হইবে —সত্যযুগে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত, দ্বাপরে পীত ও কলিতে কৃষ্ণবর্ণ। ক্রমপ্রাপ্ত দ্বাপরযুগীয় পীতবর্ণকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কেবল ব্যাখ্যার কৌশলে কলির উপাস্যরূপে নির্ণয় করিয়াছেন তাহা আমরা গ্রহণ করি না। দ্বাপরে পীত-বর্ণ ও কলিতে কৃষ্ণবর্ণ ইহাই শাস্ত্র সম্মত—ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ১৩।৫৬ পীতোঽয়ং দ্বাপরে বিভুঃ, কৃষ্ণবর্ণঃ কলৌ শ্রীমান্। মহাভারত বনপর্ব্বে (১৪৯ অঃ) শ্রীভীমের প্রতি শ্রীহনুমানের উক্তি—দ্বাপরে চ…বিষ্ণুর্বৈ পীততাং যাতি…। তামসযুগমাসাদ্য কৃষ্ণো ভবতি কেশবঃ। ইত্যাদি আরও শাস্ত্র প্রমাণ আছে। গর্গোক্তিতে কলিতে গৌরাঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয় কোন্ বিচারে? এই সকল প্রমাণের অপলাপ করা চলে না।

উত্তরঃ—ভক্তিবহির্মুখতাহেতু তোমাদের শাস্ত্রবিচার বুদ্ধিও উদয় হয় না। শ্রীভাগবতে গর্গোক্তি ও করভাজনোক্তির একবাক্যতা আছে—শ্রীকর-ভাজনোক্তিতে কলিযুগোপাস্যসম্বন্ধে কৃষ্ণবর্ণ শ্লোকে (১১.৫।৩২) ত্বিষা অকৃষ্ণং (গৌরং) ও গর্গোক্তির "আসন্" শ্লোকোক্ত পীত (গৌর); সুতরাং উভয়োক্তির একবাক্যতা। শ্রীকরভাজনোক্ত অন্যান্য অবতারবর্ণের সহিতও একার্থতা আছে—করভাজনোক্তিতে যেমন সত্যাদি যুগানুক্রমে শুক্ল, রক্ত, শ্যাম (কৃষ্ণ) ও অকৃষ্ণ (গৌর) দেখা যায়, তেমন গর্গোক্তিতেও দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "কৃষ্ণ ও গৌর" বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশচতুর্যুগীয় দ্বাপর ও কলি বিষয়ক ক্রমে বুঝিতে হইবে। এই দ্বাপর ও কলিকে অসাধারণ বা বিশেষ বলা যায়, ইহা পূর্ব্বে উক্ত আছে। তোমাদের উদ্ধৃত প্রমাণ সাধারণ দ্বাপর ও সাধারণ কলিবিষয়ক।

বিশেষ দ্বাপর ও বিশেষ কলি সম্বন্ধে তোমাদের উদ্ধৃত প্রমাণ সঙ্গত

হয় না। মৎস্যপুরাণে দেখা যায়—বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন। লঃ ভাঃ কৃষ্ণামৃত ১৫৭ পৃষ্ঠায় (শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সং) টীকায় ধৃত মৎস্যপুরাণবাক্য—

বৈবস্বতাখ্যে সঞ্জাতে সপ্তমে সপ্তলোককৃৎ।
দ্বাপরাখ্যং যুগং তস্মিন্নষ্টাবিংশতিমং যদা॥
তস্যান্তে স মহাদেবো বাসুদেবো জনার্দ্দনঃ।
ভারাবতারণার্থায় ত্রিধা বিষ্ণুর্ভবিষ্যতি॥
দ্বৈপায়নমুনিস্তদ্বদ্রৌহিণেয়োঽথ কেশবঃ।
কংসাদি-দর্পমন্থনঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ॥

অর্থঃ—বৈবস্বতমন্বন্তর অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগের শেষভাগে সপ্তলোককর্ত্তা মহাদেব বাসুদেব জনার্দ্দন ভূভার অবতরণের জন্য দ্বৈপায়ন, রৌহিণেয় ও কেশব এই ত্রিধারূপে আবির্ভূত হইবেন। সেই কেশব কংসাদির দর্প নাশন করিয়া সকলের ক্লেশ খণ্ডন করিবেন।

শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দবিদ্যাবিনোদ মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত পরতত্ত্বসীমা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক গ্রন্থে (৩) উদ্ধৃত স্কন্দপুরাণ ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদি প্রমাণে ঐ দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ ও বেদব্যাসের অবতার দেখা যায়। উক্তগ্রন্থে মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ও বিষ্ণুপুরাণাদি বহু গ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধৃত আছে দ্রষ্টব্য। ঐ সকল গ্রন্থে ঐ দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন জনা যায়। শ্রীবেদব্যাস যে, ঐ দ্বাপরে অবতীর্ণ হন শ্রীভাঃ ১।৪।১৪ শ্লোকেও দৃষ্ট হয়—

দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে তৃতীয়ে যুগপর্য্যায়ে।
জাতঃ পরাশরাদ্‌যোগী বাসব্যাং কলয়া হরেঃ॥

ঐ দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীগর্গোক্তি ও শ্রীকরভাজনোক্তিই প্রসিদ্ধ আছে ইহা কে না জানে? "ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ" ইদানীমেদদবতারাস্পদত্বেনাভিখ্যাতে দ্বাপরে কৃষ্ণতাং গতঃ, (ভাঃ ১১।৫ কৃষ্ণবর্ণ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ)। "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ" (ভাঃ ১১।৫) শ্রীধরস্বামী বলেন—শ্যামঃ 'অতসীপুষ্পসঙ্কাশঃ'। পরতত্ত্বসীমা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক

গ্রন্থে (৫) উদ্ধৃত আছে—'অতসীপুষ্পসঙ্কাশ' শব্দের অর্থানুসরণ করিয়াই শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের টীকাচার্য্য শ্রীপাদ শুকদেবও উক্ত শ্যাম শব্দের অর্থ করিয়াছেন—শ্যামঃ ঘনশ্যামঃ—ঘন অর্থাৎ মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ। শ্যামশব্দে পীতবর্ণ অর্থ করা হয় নাই। মহাভারতের বনপর্ব্বে সাধারণ যুগাবতার সম্বন্ধে শ্রীভীমের প্রতি শ্রীহনুমানের উক্তি আছে, সেই মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে (৩২৫ অধ্যায়ে হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ সং) বিশেষদ্বাপরযুগীয় বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের অবতারও বর্ণিত আছে।

তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি—শ্রীভীমের নিকট যখন শ্রীহনুমান বলিলেন—দ্বাপরে বিষ্ণু পীতবর্ণ প্রাপ্ত হন। তখন শ্রীভীমপ্রভৃতি পাণ্ডবগণ শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পীতবর্ণরূপে দেখিয়াছিলেন কি? পাণ্ডবদের গৃহে অবস্থিত শ্রীভগবানকে পাণ্ডবগণ 'পীত' বলিয়া আহ্বান করিয়াছিলেন কি? যেহেতু বর্ণানুরূপ নাম হয়। "হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি" শ্রীঅর্জ্জুন বলিয়াছেন। হে পীত হে যাদব হে সখেতি বলেন নাই।

শ্রীভাগবতাদিশাস্ত্র বলেন—শ্রীকৃষ্ণান্তর্দ্ধানের পর কলিযুগের আবির্ভাব ঘটে। যাবৎ শ্রীকৃষ্ণের স্থিতি তাবৎ দ্বাপরযুগের অন্তিম ভাগ ছিল। ভাঃ ১০৮ আসন্ শ্লোকের শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী টীকা—কৃষ্ণাবতারস্য দ্বাপরান্তর্ভবত্বেন প্রসিদ্ধেঃ। যস্মিন্নহনি যর্হ্যেব ভগবানুৎসসর্জ গাম্। তদৈবেহানুবৃত্তোঽসাবধর্ম্মপ্রভবঃ কলিরিতি প্রথমোক্তেশ্চ (ভাঃ ১।১৮।৬) অর্থাৎ যে দিন যে ক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীকে ত্যাগ করেন, সেই দিন সেই ক্ষণে অধর্ম্মের জন্মস্থান কলি এই পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হয়। আরও প্রমাণ আছে—

যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি
প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ। ভাঃ ১২।২

শ্রীকৃষ্ণ যেদিন যেক্ষণে অপ্রকট ধামে প্রবেশ করেন সেই দিন সেই ক্ষণেই কলিযুগ (পৃথিবীতে) প্রবিষ্ট হইয়াছিল ইহা পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণও বলিয়া থাকেন। পরতত্ত্ব...গ্রন্থে ধৃত বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক এইরূপ দেখা যায়—

যস্মিন্ দিনে হরির্যাতো দিবং সংত্যজ্য মেদিনীম্।
তস্মিন্নেবাবতীর্ণোঽয়ং কালকায়ো বলী কলিঃ॥ ৫।৩৮।৮

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্দর্ভে ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত বাক্য ১৩।৫৪—

যুগে যুগে বর্ণভেদো নামভেদোঽস্য বল্লব।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

এই শ্লোকে ইদানীং বলিতে দ্বাপরযুগে, কলিযুগে নহে। কারণ ঐ পুরাণের কৃষ্ণজন্ম খণ্ডে ১২৮।১১ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে শ্রীনন্দকে বলিয়াছেন —(পরতত্ত্ব···গ্রন্থে উদ্ধৃত)

গোলোকং গচ্ছ শীঘ্রঞ্চ সার্দ্ধং গোকুলবাসিভিঃ।
আরাং কলেরাগমনং কর্ম্মমূলনিকৃন্তনম্॥

অর্থঃ—গোকুলবাসীগণের সহিত আপনি শীঘ্র গোলকে গমন করুন, কারণ শুভকর্ম্মনির্ম্মূলনকারী কলির আগমন নিকটেই হইবে।

ইত্যাদি প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পর কলির আবির্ভাব। সুতরাং বিশেষদ্বাপরেই শ্রীকৃষ্ণের অবতার, কলিতে নহে। ইদানীং বলিতে দ্বাপর যুগে ইহা প্রমাণিত হইল। তোমাদের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইল না। শ্যামকে পীত, পীতকে শ্যাম, কলিতে শ্রীকৃষ্ণাবতার, শ্রীগৌরাঙ্গাবতার নাই, ইত্যাদি বলিয়া যে অপপ্রচার করিতেছ ইহাতে তোমাদিগকে গৌরবিদ্বেষী অসুর বলিতে কোন আপত্তি আছে কি? শ্রীগর্গোক্তির অপব্যাখ্যা করিয়া লোক দিগকে গৌরবিমুখ করাই তোমাদের স্বভাব।

প্রশ্নঃ—পূর্ব্বে বলা সত্ত্বেও আবার বলিতেছি—শ্রীগর্গোক্তিতে "তথা পীত" যে আছে, এস্থলে আমরা অকার বিশ্লেষণ করিয়া যদি তথা অপীতঃ অর্থ করি' তাহা হইলে তোমরা শ্রীগৌরাঙ্গকে কলিযুগের ঈশ্বররূপে কোন্ প্রমাণে স্থাপন করিবে?

উত্তর—অসাধারণকলিযুগীয় অবতার সম্বন্ধে তথা অপীতঃ এই রূপ কোন টীকাকার উল্লেখ করিয়াছেন কি? যদি বল— কোনও টীকায় নাই, কিন্তু আমাদের মনকল্পিত।

উত্তরঃ—তোমাদের মনকল্পিত অর্থের কোন প্রমাণ বা সঙ্গতি আছে কি? শ্রীগর্গ ও শ্রীকারভাজন বৈবস্বতমন্বন্তর অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় শুক্ল, রক্ত,

কৃষ্ণ ও পীত (গৌর) বলিয়াছেন। গর্গোক্তির অপব্যাখ্যাদ্বারা অপীত অর্থ করিলে করভাজনোক্তির সহিত সঙ্গতি হইবে কি? তোমাদের কল্পিত অপীতের অর্থ যদি কৃষ্ণ হয়, তবে বিশেষদ্বাপরে কৃষ্ণ উক্ত থাকাতে বিশেষকলিতে কৃষ্ণবর্ণ কোন্ প্রমাণে দৃষ্ট হয়? তাহা যদি হইত শ্রীগর্গও "তথা পীতঃ" না বলিয়া "তথা কৃষ্ণঃ" বলিতেন। বিধবার ললাটে সিন্দুরবিন্দুবৎ তোমাদের কল্পিত 'অপীত' অর্থ কেবল উপহাস্যাস্পদই বুঝিতে হইবে।

সর্ব্বজ্ঞ মুনিগণের বাক্যেও শ্রীগৌরাবতার প্রমাণিত হইয়াছেন।

সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য শাস্ত্র প্রমাণ। চৈঃ চঃ মঃ ২০

শ্রীগৌরবতার সম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞ মুনি শ্রীগর্গের বাক্য দেখান হইল। সর্ব্বজ্ঞ মুনি শ্রীকরভাজন, সর্ব্বজ্ঞ মুনি শ্রীবৈশম্পায়ন ও সর্ব্বজ্ঞ মুনি শ্রীনারদপ্রভৃতির বাক্য ক্রমশঃ দেখান হইতেছে—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

শ্রীকরভাজন নামক যোগীন্দ্র (ভাঃ ১১।৫।৩২) এই শ্লোকটী কোন্ প্রসঙ্গে কেন ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা জানা বিশেষ প্রয়োজন। কেন না **এই "কৃষ্ণবর্ণং" শ্লোকটী শ্রীগৌরাঙ্গের চরম মহিমা প্রতিপাদক**। (চৈঃ চঃ আঃ ৩)

শুন ভাই এই সব চৈতন্য-মহিমা।
এই শ্লোকে কহে তার মহিমার সীমা॥

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ।
নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনৈজ্যতে॥

"কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহুঃ" ইত্যাদি শ্লোকে জানা যায়—

সত্যযুগে ভগবান শুক্লবর্ণে, শুক্ল নামে ও চতুর্ব্বাহু আকারে প্রকট হন। সত্য-যুগীয় সাধকগণ ধ্যানদ্বারা তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। "ত্রেতায়াং রক্ত-বর্ণোঽসৌ" ইত্যাদি শ্লোকে জানা যায়—শ্রীভগবান ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণে, রক্ত

রক্ত, ইদানীং (দ্বাপরে) কৃষ্ণ, অবশিষ্ট থাকিল কলিযুগ, তাহাতে তথা শব্দ সঙ্গত হয়, অর্থাৎ 'তথা পীতঃ' এই অংশের অর্থ—তথা কলিকালে পীত (গৌর) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য; এইরূপ সঙ্গতি বিদ্বান্‌গণ করেন এবং 'কৃষ্ণ-বর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং' শ্লোকে কলিকালে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতার ইহা নিশ্চয় করেন। তথা পীতঃ এবং কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা অকৃষ্ণং এই দুইটী উক্তির একই অর্থ প্রকাশ পাইতেছে, ইহাও টীকাকার জানাইলেন।

কেহ কেহ ভ্রম কিম্বা মাৎসর্যবশতঃ "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ" এই শ্যাম শব্দের অর্থ—হরিদ্বর্ণ বলে, কিন্তু শব্দার্থবিৎ বিচারজ্ঞ ব্যক্তিরা অজ্ঞগণের অসঙ্গত ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন না। আমরা এই শ্যাম শব্দের অর্থ উল্লেখ করিতেছি—শ্রীধরস্বামিপাদ বলিলেন—শ্যামঃ অতসীকুসুমসঙ্কাশঃ। অর্থাৎ অতসীকুসুমবৎ বর্ণ। অতসী (তিসী) হরিদ্রা বর্ণ নহে। শব্দকল্পদ্রুমে উক্ত আছে—অতসী কৃষ্ণপুষ্পক্ষুদ্রবৃক্ষভেদঃ। সুনীলা নীলপুষ্পিকা ইতি রাজবল্লভরাজ-নির্ঘণ্টৌ। অতসী "নীলপুষ্পী চ" ইতি ভাবপ্রকাশঃ। মসিনা তিসী ইত্যাদি ভাষা চ। অর্থাৎ অতসী শব্দে সুনীলবর্ণ পুষ্পবিশিষ্ট ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষকে বুঝায়। তিসী বা মসিনা ফুলের রং, শ্যামসুন্দরের রং একই প্রকার, তাহা হরিদ্রা বর্ণ নহে। (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্দর্ভ)।

আরও সমালোচনা করিলে বিশেষভাবে জানা যায় যে—শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ প্রস্তাবে গর্গাচার্য্য সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে—"ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ" (ভাঃ ১০.৮.৯) অর্থাৎ দ্বাপরযুগে ভগবান শ্রীহরি কৃষ্ণবর্ণত্ব স্বীকার করিলেন এবং নামও শ্রীকৃষ্ণ হইল। এই শ্রীকৃষ্ণ নামই মুখ্য। নাম্নাং মুখ্যতমং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ (প্রভাস পুরাণ)। আবার গর্গাচার্য্য শ্রীনন্দকে বলিলেন—ইহারও নাম বাসুদেব হইল।

শ্রীনন্দনন্দন কংসের কারাগারে বসুদেব ও দেবকী হইতে চতুর্ভুজরূপে প্রকট হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম বাসুদেব। করভাজনোক্তিতে আছে—"বাসুদেবায়" এবং বর্ণ শ্যাম (দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ), ইহদ্বারা অতিস্পষ্টই বুঝা যায় যে "শ্যামবর্ণ আর কৃষ্ণবর্ণ" একই। ধ্যানাদিতেও "নীলোৎপলদলশ্যামঃ"

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যাম ইতি কৃষ্ণাবতারমেব নির্ণয়ন্তি,—'নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ। অস্যার্থঃ—তুভ্যং ভগবতে নমঃ, কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যুক্তেঃ, তুভ্যং শ্রীকৃষ্ণায় কীদৃশায় ? যদা বসুদেবগৃহেঽবতীর্ণোঽসি, তদা বাসুদেবোঽসি, অতো বাসুদেবায় ; অংশেন দ্বারকায়াং সংকর্ষণায়, দ্বারকায়াং পুনরংশদ্বয়েন প্রদ্যুম্নায় অনিরুদ্ধায়। বস্তুতস্তু শ্রীকৃষ্ণ এব ভগবান্ "ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ। স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্" ইতি স্তব এব নিশ্চায়কঃ। তর্হি 'তথা পীত' ইতি দশমোক্তং কথং সঙ্গচ্ছতামিতি চেদন্তি সঙ্গতিঃ। তথাহি (ভাঃ ১০।৮।১৩) 'শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ' ইত্যত্র সত্যে শুক্লঃ, ত্রেতায়াং রক্তঃ, ইদানীং দ্বাপরে কৃষ্ণতাং গতঃ। অবশিষ্টে কলৌ তথা শব্দঃ. তথা কলিকালে পীতঃ গৌরঃ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ইতি সঙ্গময়ন্তি ; তদা কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্ (ভাঃ ১১।৫।৩২) ইতি চৈতন্যাবতার এবেতি নিশ্চিন্বন্তি॥

তাৎপর্য্যার্থ—শ্রীকরভাজন "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ" এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণা-বতারকেই নির্ণয় করিয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণই চতুর্ব্যূহরূপে প্রকট হন বলিয়া তাৎকালিক প্রজাগণ 'নমস্তে বাসুদেবায়' ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা তাঁহারই স্তব করিয়া থাকেন। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং (ভাঃ ১৩।২৮) এই উক্তি থাকাতে 'তুভ্যং ভগবতে নমঃ' ইহাদ্বারা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার অর্থ বুঝাইতেছে। তিনিই বসুদেব গৃহে প্রকট হন বলিয়া বাসুদেব। তিনিই দ্বারকায় এক অংশে সঙ্কর্ষণ, পুনরংশদ্বয়ে প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণই ভগবান অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান। 'ইতি দ্বাপরে' ইত্যাদি শ্লোক দ্বারাও দ্বাপরে জগদী-শ্বরের (শ্রীকৃষ্ণের) স্তবই নিশ্চায়ক (নিশ্চয়কারক) হইয়াছে।

যদি কেহ সন্দেহ করেন—'দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ' ইত্যাদি শ্লোক এবং 'নমস্তে বাসুদেবায়' ইত্যাদি স্তব যদি শ্রীকৃষ্ণাবতার নিশ্চায়ক হয়, তাহা হইলে দশমোক্ত (ভাঃ ১০।৮।১৩) 'তথা পীতঃ' এই অংশের কি প্রকার সঙ্গতি হয় ? অর্থাৎ দ্বাপরে পীতবর্ণ অবতার স্বীকার না করিলে অন্যযুগে কিরূপে তাহা সঙ্গত হয় ? এই প্রকার সন্দেহ নিরাকরণের জন্য টীকাকার বলেন—সত্যে শুক্ল, ত্রেতায়

রক্ত, ইদানীং (দ্বাপরে) কৃষ্ণ, অবশিষ্ট থাকিল কলিযুগ, তাহাতে তথা শব্দ সঙ্গত হয়, অর্থাৎ 'তথা পীতঃ' এই অংশের অর্থ—তথা কলিকালে পীত (গৌর) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ; এইরূপ সঙ্গতি বিদ্বান্‌গণ করেন এবং 'কৃষ্ণ-বর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং' শ্লোকে কলিকালে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতার ইহা নিশ্চয় করেন। তথা পীতঃ এবং কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা অকৃষ্ণং এই দুইটী উক্তির একই অর্থ প্রকাশ পাইতেছে, ইহাও টীকাকার জানাইলেন।

কেহ কেহ ভ্রম কিম্বা মাৎসর্যাবশতঃ "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ" এই শ্যাম শব্দের অর্থ—হরিদ্বর্ণ বলে, কিন্তু শব্দার্থবিৎ বিচারজ্ঞ ব্যক্তিরা অজ্ঞগণের অসঙ্গত ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন না। আমরা এই শ্যাম শব্দের অর্থ উল্লেখ করিতেছি—শ্রীধরস্বামিপাদ বলিলেন—শ্যামঃ অতসীকুসুমসঙ্কাশঃ। অর্থাৎ অতসীকুসুমবৎ বর্ণ। অতসী (তিসী) হরিদ্রা বর্ণ নহে। শব্দকল্পদ্রুমে উক্ত আছে—অতসী কৃষ্ণপুষ্পক্ষুদ্রবৃক্ষভেদঃ। সুনীলা নীলপুষ্পিকা ইতি রাজবল্লভরাজ-নির্ঘণ্টৌ। অতসী "নীলপুষ্পী চ" ইতি ভাবপ্রকাশঃ। মসিনা তিসী ইত্যাদি ভাষা চ। অর্থাৎ অতসী শব্দে সুনীলবর্ণ পুষ্পবিশিষ্ট ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষকে বুঝায়। তিসী বা মসিনা ফুলের রং, শ্যামসুন্দরের রং একই প্রকার, তাহা হরিদ্রা বর্ণ নহে। (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্দর্ভ)।

আরও সমালোচনা করিলে বিশেষভাবে জানা যায় যে—শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ প্রস্তাবে গর্গাচার্য্য সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে—"ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ" (ভাঃ ১০ ৮।৯) অর্থাৎ দ্বাপরযুগে ভগবান শ্রীহরি কৃষ্ণবর্ণত্ব স্বীকার করিলেন এবং নামও শ্রীকৃষ্ণ হইল। এই শ্রীকৃষ্ণ নামই মুখ্য। নাম্নাং মুখ্যতমং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ (প্রভাস পুরাণ)। আবার গর্গাচার্য্য শ্রীনন্দকে বলিলেন—ইহারও নাম বাসুদেব হইল।

শ্রীনন্দনন্দন কংসের কারাগারে বসুদেব ও দেবকী হইতে চতুর্ভুজরূপে প্রকট হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম বাসুদেব। করভাজনোক্তিতে আছে—"বাসুদেবায়" এবং বর্ণ শ্যাম (দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ), ইহাদ্বারা অতিস্পষ্টই বুঝা যায় যে "শ্যামবর্ণ আর কৃষ্ণবর্ণ" একই। ধ্যানাদিতেও "নীলোৎপলদলশ্যামঃ"

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যাম ইতি কৃষ্ণাবতারমেব নির্ণয়ন্তি,—'নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ। অস্যার্থঃ—তুভ্যং ভগবতে নমঃ, কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যুক্তেঃ, তুভ্যং শ্রীকৃষ্ণায় কীদৃশায়? যদা বসুদেবগৃহেঽবতীর্ণোঽসি, তদা বাসুদেবোঽসি, অতো বাসুদেবায়; অংশেন দ্বারকায়াং সংকর্ষণায়, দ্বারকায়াং পুনরংশদ্বয়েন প্রদ্যুম্নায় অনিরুদ্ধায়। বস্তুতস্তু শ্রীকৃষ্ণ এব ভগবান্ "ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ! স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্" ইতি স্তব এব নিশ্চায়কঃ। তর্হি 'তথা পীত' ইতি দশমোক্তং কথং সঙ্গচ্ছতামিতি চেদত্তি সঙ্গতিঃ। তথাহি (ভাঃ ১০।৮।১৩) 'শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ' ইত্যত্র সত্যে শুক্লঃ, ত্রেতায়াং রক্তঃ, ইদানীং দ্বাপরে কৃষ্ণতাং গতঃ। অবশিষ্টে কলৌ তথা শব্দঃ তথা কলিকালে পীতঃ গৌরঃ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ইতি সঙ্গময়ন্তি; তদা কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্ (ভাঃ ১১।৫।৩২) ইতি চৈতন্যাবতার এবেতি নিশ্চিন্বন্তি ॥

তাৎপর্য্যার্থ—শ্রীকরভাজন "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ" এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণাবতারকেই নির্ণয় করিয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণই চতুর্ব্যূহরূপে প্রকট হন বলিয়া তাৎকালিক প্রজাগণ 'নমস্তে বাসুদেবায়' ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা তাঁহারই স্তব করিয়া থাকেন। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং (ভাঃ ১।৩।২৮) এই উক্তি থাকাতে 'তুভ্যং ভগবতে নমঃ' ইহাদ্বারা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার অর্থ বুঝাইতেছে। তিনিই বসুদেব গৃহে প্রকট হন বলিয়া বাসুদেব। তিনিই দ্বারকায় এক অংশে সঙ্কর্ষণ, পুনরংশদ্বয়ে প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণই ভগবান অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান। 'ইতি দ্বাপরে' ইত্যাদি শ্লোক দ্বারাও দ্বাপরে জগদীশ্বরের (শ্রীকৃষ্ণের) স্তবই নিশ্চায়ক (নিশ্চয়কারক) হইয়াছে।

যদি কেহ সন্দেহ করেন—'দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ' ইত্যাদি শ্লোক এবং 'নমস্তে বাসুদেবায়' ইত্যাদি স্তব যদি শ্রীকৃষ্ণাবতার নিশ্চায়ক হয়, তাহা হইলে দশমোক্ত (ভাঃ ১০।৮।১৩) 'তথা পীতঃ' এই অংশের কি প্রকার সঙ্গতি হয়? অর্থাৎ দ্বাপরে পীতবর্ণ অবতার স্বীকার না করিলে অন্যযুগে কিরূপে তাহা সঙ্গত হয়? এই প্রকার সন্দেহ নিরাকরণের জন্য টীকাকার বলেন—সত্যে শুক্ল, ত্রেতায়

উত্তর ঃ—'অকৃষ্ণ' শব্দে গৌরবর্ণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণ বলিবার সাধ্য নাই। কারণ—এই অবতারের গৌরত্ব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতই গর্গবাক্যে প্রমাণ দিতেছেন—"শুক্লো, রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।" সত্যে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত, দ্বাপরে কৃষ্ণ ও কলিতে পীতবর্ণ। এই চারিবর্ণ মধ্যে করভাজন উক্তিতে তিনটী বর্ণ [সত্যে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত ও দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ] বলা হইয়াছে, অবশিষ্ট থাকিলেন—পীতবর্ণ। চারিবর্ণ মধ্যে পারিশেষ্য প্রমাণে কলিযুগে এই উপাস্যদেব পীতবর্ণ প্রতিপাদিত হইতেছেন—গৌরত্বঞ্চাস্য "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ। ইত্যত্র পারিশেষ্যপ্রমাণলব্ধম্ ইতি (শ্রীজীব)। শ্রীযুক্ত গৌরকিশোর গোস্বামী (বেদান্ততীর্থ) স্বকৃত তত্ত্বসন্দর্ভটীকায় পারিশেষ্য প্রমাণের লক্ষণ ন্যায়ভাষ্য হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—পরিশেষস্য ভাবঃ পারিশেষ্যম্ ; প্রসক্তপ্রতিষেধেঽন্যত্রাপ্রসঙ্গাৎ শিষ্যমাণে সম্প্রত্যয়ঃ পরিশেষঃ ইতি ন্যায়ভাষ্যম্। প্রসক্তানাং সম্ভাবিতানাং মধ্যে অন্যেষাং সর্ব্বেষাং প্রতিষেধে সতি অনন্তরমবশিষ্টস্য গ্রহণং পরিশেষঃ। এই প্রমাণানুসারে অর্থ পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে অর্থাৎ সম্ভাবিত বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরগত বর্ণত্রয়ের নিষেধ করিয়া অবশিষ্ট গৌরবর্ণই থাকিতেছে সুতরাং **অকৃষ্ণ বলিতে স্বর্ণগৌরবর্ণ**। ইদানীমেতদবতারাস্পদত্বেনাভিখ্যাতে দ্বাপরে কৃষ্ণতাং গতঃ ইত্যুক্তেঃ শুক্লরক্তয়োঃ সত্যত্রেতাগতত্বেন দর্শিতং। পীতস্যাতীতত্বং প্রাচীনাবতারাপেক্ষয়া। অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য পরিপূর্ণত্বেন বক্ষ্যমাণত্বাদ্যুগাবতারত্বং তস্মিন্সর্ব্বেঽপি অবতারা অন্তর্ভূতা ইতি তৎপ্রয়োজনং তস্মিন্নেকস্মিন্নেব সিদ্ধ্যতীত্যপেক্ষয়া তদেবং যদ্দ্বাপরে কৃষ্ণোঽবতরতি তদৈব কলৌ গৌরোঽপ্যবতরতীতি স্বারস্যলব্ধেঃ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি। তদব্যভিচারাৎ (শ্রীজীব)। অর্থ—গর্গোক্তিতে ইদানীং পদে শ্রীকৃষ্ণাবতারের আস্পদরূপ খ্যাত দ্বাপর অর্থ বুঝায়। ঐ দ্বাপর বৈবস্বতমন্বন্তর অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয়। তাহাতে 'কৃষ্ণতা প্রাপ্ত' ইহার অর্থ—এই দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ সময়ে শুক্লাদি নিখিল অবতার কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে

মিলিত হন। সর্ব্বাংশ গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন বুঝিতে হইবে। দ্বাপরে কৃষ্ণাবতার এই প্রকার কথিত হইয়াছে। সত্য ও ত্রেতায় ক্রমে শুক্ল ও রক্তের অবতার দেখান হইয়াছে। 'আসন্' ক্রিয়া পদ থাকায় পীতবর্ণের (শ্রীগৌরাবতারের) যে, অতীতত্ব নির্দ্দেশ হইয়াছে ইহা প্রাচীনাবতার অপেক্ষয়া অর্থাৎ এই কল্পের পূর্ব্বকল্পে বৈবস্বতমন্বন্তর অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ঐ অবতারকে লক্ষ্য করিয়াই অতীতত্ব প্রয়োগ করা হইয়াছে। ঐ পীতবর্ণই (স্বর্ণ গৌরাবতারই) ভবিষ্যৎ কলিতে অবতীর্ণ হইবেন ইহাই সূচিত হইয়াছে। কেবল ঐ কলিতে গৌরাবতার আছে তাহা নয়। প্রতিকল্পে শ্রীকৃষ্ণাবতারের পরবর্ত্তী কলিযুগেই শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হইয়া থাকে। "বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে। তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে নারায়ণসমো গুণৈঃ" (ভাঃ ১০।৮)। 'নারায়ণস্ত্বং নহি...' ইত্যাদি প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণস্বরূপত্ব বলা হইবে। তথাপি গর্গাচার্য্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যুগাবতার মধ্যে গণনা করিয়া তাঁহার যে যুগাবতারত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার কারণ—শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ সময়ে সর্ব্বাবতার তাঁহাতে অন্তর্ভূত হন বলিয়া যুগাবতার পৃথক্ প্রকট হন না। সকল অবতারের সকল প্রয়োজন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই সিদ্ধ হয় এই অপেক্ষায় শ্রীকৃষ্ণের যুগাবতারতা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে যুগাবতারের কার্য্যও প্রকাশ পায়।

তদেবং যদ্দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণোঽবতরতি তদেব কলৌ শ্রীগৌরোঽবতরতীতি স্বারস্যলব্ধেঃ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি। তদব্যভিচারাৎ।

অর্থ—তাহা এই প্রকার—যে দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হন, ইহাই "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ" শ্লোকের সার বা নিষ্কর্ষ অর্থ। এই অর্থে বুঝা যাইতেছে যে, **—শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বিশেষই 'শ্রীগৌরাঙ্গ'** অন্য কিছুই নহেন। (শ্রীজীব)

তদেতদাবির্ভাবত্বং তস্য স্বয়মেব বিশেষণদ্বারা ব্যনক্তি কৃষ্ণবর্ণং কৃষ্ণেত্যেতৌ

বর্ণৌ চ যত্র। যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবনাম্নি শ্রীকৃষ্ণত্বাভিব্যঞ্জকং কৃষ্ণেতিবর্ণ-যুগলং প্রযুক্তমস্তীত্যর্থঃ। যথা শ্রীমদুদ্ধববাক্যে (ভাঃ ৩।৩।৩) 'সমাহূতা' ইত্যাদি-পদ্যে "শ্রিয়ঃ সবর্ণেন" ইত্যত্র টীকায়াং শ্রিয়ো রুক্মিণ্যাঃ সমানবর্ণদ্বয়ং বাচকং যস্য সঃ। শ্রিয়ঃ সবর্ণো রুক্মীত্যপি দৃশ্যতে। অর্থ :—শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু-পাদ **'ত্বিষাকৃষ্ণং'** এই বিশেষ্য পদের ব্যাখ্যা করিয়া এক্ষণে **'কৃষ্ণবর্ণং'** এই বিশেষণ পদের ব্যাখ্যা করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ যে গৌররূপে অবতীর্ণ হয়েন তাহা তাঁহার স্বয়ংই বিশেষণ দ্বারা সূচিত হইতেছে। যথা—'কৃষ্ণবর্ণং'। কৃষ্ণত্বসূচক 'কৃষ্ণ' এই বর্ণযুগল (অক্ষরদ্বয়) যাঁহাতে বিদ্যমান আছে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেব নামে 'কৃষ্ণ' এই বর্ণযুগল (অক্ষরদ্বয়) প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ অর্থে কৃষ্ণবর্ণ শব্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম প্রকাশ পায়। 'কৃষ্ণ' এই বর্ণযুগল যাঁহার নামে আছে তিনি কৃষ্ণবর্ণ। এইরূপ পদ প্রয়োগ অন্যত্রও দেখা যায়। যথা—ভাঃ ৩।৩।৩ সমাহূতাঃ পদ্যে "শ্রিয়ঃ সবর্ণেন" এই দুইটী পদের টীকায় শ্রীধরস্বামী অর্থ করিয়াছেন—শ্রী বলিতে 'রুক্মিণী' তাঁহার সমান বর্ণ যুগল (অক্ষরদ্বয়) যাঁহার নামে আছে তাহাকে "শ্রিয়ঃ সবর্ণঃ" বলা যায়। অর্থাৎ রুক্মীকে যেমন শ্রিয়ঃ সবর্ণঃ (শ্রীর সবর্ণ) বলা যায়, এইরূপ পদ প্রয়োগে এস্থলেও তেমন বলা হইতেছে—'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয় যাঁহার নামে আছে তিনি "কৃষ্ণবর্ণ" অতএব কৃষ্ণবর্ণ শব্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নাম সূচিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। "কৃষ্ণবর্ণ" বিশেষণের প্রথম ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হইল।

যদ্বা কৃষ্ণং বর্ণয়তি তাদৃশপরমানন্দবিলাসস্মরণোল্লাসবশতয়া স্বয়ং গায়তি পরমকারুণিকতয়া সর্ব্বেভ্যোঽপি লোকেভ্যস্তমেবোপদিশতি যস্তম্। অর্থ :—'কৃষ্ণবর্ণং' এই বিশেষণের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা করা হইতেছে—যদ্বা 'কৃষ্ণবর্ণ' বলিতে যিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ পরমানন্দময় বিলাসের স্মরণ হওয়াতে তজ্জন্য উল্লাস বিবশভাবশতঃ স্বয়ং গান করেন, পরম কারুণ্যবশতঃ সকল লোককে কৃষ্ণগান করিতে উপদেশ দেন, অতএব **তিনি কৃষ্ণবর্ণ।**

অথবা স্বয়মকৃষ্ণং গৌরং ত্বিষা শোভাবিশেষেণৈব কৃষ্ণোপদেষ্টারঞ্চ। যদ্দর্শনেনৈব

সর্ব্বেষাং কৃষ্ণঃ স্ফুরতীত্যর্থঃ। অর্থ:—'কৃষ্ণবর্ণ' এই বিশেষণের তৃতীয় ব্যাখ্যা দেখান হইতেছে—অথবা যিনি স্বয়ং অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর; কিন্তু শোভাবিশেষ দ্বারা কৃষ্ণোপদেষ্টা। কৃষ্ণবর্ণের অর্থ "কৃষ্ণোপদেষ্টা" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে,—শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনে এবং তাঁহার শ্রীবদনে শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা শ্রবণে সকলের হৃদয়েই কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হয়, এই অর্থেও **তাঁহাকে কৃষ্ণবর্ণ** বলা যায়।

কিম্বা সর্ব্বলোকদ্রষ্টারমকৃষ্ণং গৌরমপি ভক্তবিশেষদৃষ্টৌ ত্বিষা প্রকাশ-বিশেষণ কৃষ্ণবর্ণং। তাদৃশশ্যামসুন্দরমেব সন্তমিত্যর্থঃ। তস্মাত্তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণ রূপস্যৈব প্রকাশাৎ তস্যৈবাবির্ভাববিশেষঃ স ইতি ভাবঃ।

অর্থঃ—'কৃষ্ণবর্ণ' এই বিশেষণের চতুর্থ ব্যাখ্যা করা হইতেছে—কিম্বা সকলের নয়নগোচরে যিনি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌররূপে প্রতিভাত হইলেও ভক্ত বিশেষের নিকট যিনি প্রকাশবিশেষে কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ তাদৃশ শ্যামসুন্দররূপেই প্রকাশ পান। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণরূপের প্রকাশ পায় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বিশেষই শ্রীগৌরাঙ্গ, বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বাবতারে শ্রীকৃষ্ণ কেবল শ্যামসুন্দররূপে সকলের নিকট দৃষ্ট হন। বর্ত্তমান শ্রীগৌরাঙ্গাবতারে সকলের নিকট গৌরবর্ণরূপে প্রকাশ পাইলেও ভক্তবিশেষে তিনিই শ্যামসুন্দররূপে প্রকাশ পান বলিয়া **তাঁহাকে কৃষ্ণবর্ণ** বলা যায়। শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের ইহাও একটী বৈশিষ্ট্য বুঝিতে হইবে।

এইরূপে কৃষ্ণবর্ণ নামক বিশেষণের চারিপ্রকার অর্থ শ্রীজীব গোস্বামীপাদ প্রকাশ করিলেন। আর একটী বিশেষণ ব্যাখ্যা দ্বারা **শ্রীগৌরাঙ্গের স্বয়ং ভগবত্তার** স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে যথা—তস্য ভগবত্ত্বমেব স্পষ্টয়তি সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্। অঙ্গান্যেব পরমমনোহরত্বাদুপাঙ্গানি ভূষণাদীনি। মহাপ্রভাবত্বাত্তান্যে-বাস্ত্রাণি। সর্ব্বদৈবৈকান্তবাসিত্বাত্তান্যেব পার্ষদাঃ। বহুভির্মহানুভাবৈরসকৃদেব তথা দৃষ্টোঽসাবিতি গৌড়বরেন্দ্রবঙ্গোৎকলাদিদেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধেঃ। অর্থ—শ্রীজীবপাদ বলেন শ্রীকরভাজন "সঙ্গোপঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্" এই বিশেষণ দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তাকে স্পষ্টরূপে দেখাইতেছেন—শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গসমূহই উপাঙ্গ

সমূহ অর্থাৎ ভূষণ সমূহ। তাৎপর্য্য এই যে—তাঁহার অঙ্গই অঙ্গশোভাসম্পাদক, তাহা ভূষণাদিকে অপেক্ষা করে না; বরং ভূষণসমূহকেও বিভূষিত করে এমন শ্রীঅঙ্গের শোভাবৈভব। ইহাদ্বারা রূপমাধুর্য্যরূপ ভগবত্তা দেখান হইল। ঐ শ্রীঅঙ্গসমূহই মহা প্রভাবযুক্ত বলিয়া অবিদ্যাবনচ্ছেদনকারী অস্ত্রস্বরূপ। সর্ব্বদা একান্তবাসিত্বপ্রযুক্ত ঐ অঙ্গ সমূহই পার্ষদ। মহানুভাব ব্যক্তিগণ ঐ অঙ্গসমূহের শোভাবৈভব ও অবিদ্যাসংহারবিষয়ে অস্ত্রত্বাদি ধর্ম্ম পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়াছেন। গৌড়, বরেন্দ্র, বঙ্গ ও উৎকলাদি দেশবাসী ভক্তগণের মধ্যে এইরূপ দর্শনানুভূতির মহাপ্রসিদ্ধি আছে। শ্রীজীব গোস্বামী কর্তৃক প্রদর্শিত শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তার ব্যাখ্যাবলম্বনে চৈঃ চঃ গ্রন্থকার সুস্পষ্ট বলেন—১।৩

প্রত্যক্ষ তাঁহার তপ্ত কাঞ্চনের দ্যুতি।
যাহার ছটায় নাশে অজ্ঞান-তমস্ততি॥
জীবের কল্মশ তমো নাশ করিবারে।
অঙ্গ উপাঙ্গ নাম নানা অস্ত্র ধরে॥
ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
তাহার কল্মশ নাম সেই মহাতম॥
বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্টে চায়।
করিয়া কল্মশ নাশ প্রেমেতে ভাসায়॥
শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন।
তার পাপ ক্ষয় হয় পায় প্রেমধন॥
অন্য অবতারে সব সৈন্য-শস্ত্র সঙ্গে।
চৈতন্য কৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ উপাঙ্গে॥

যদ্বা অত্যন্তপ্রেমাস্পদত্বাত্তত্তুল্যা এব পার্ষদাঃ। শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমহানুভাবচরণ-প্রভৃতয়স্তৈঃ সহ বর্ত্তমানমিতি চার্থান্তরেণ ব্যক্তম্। অর্থ—শ্রীজীবপাদ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ" এই বিশেষণের আর একটী অর্থ প্রকাশ করিতেছেন—শ্রীঅঙ্গ-তুল্যই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মহানুভাবচরণ প্রভৃতি পার্ষদগণ তাঁহাদের সহিত যিনি বর্ত্তমান। অর্থান্তরেও এইরূপ অর্থ ব্যক্ত হয়।

সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্—অঙ্গং শ্রীনিত্যানন্দঃ, উপাঙ্গং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যঃ, অঙ্গঞ্চোপাঙ্গঞ্চ অঙ্গোপাঙ্গম্, তদস্ত্রাণীব মহাপ্রভাবময়ত্বাৎ সুদর্শনাদ্যস্ত্র-নিগ্রাহ্যদৈত্য-তুল্যবহির্মুখানাং তদ্দর্শনাদেব ভক্তৌ প্রবৃত্ত্যা অসুরস্বভাবপরিত্যাগাৎ; অঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রাণি চ পার্ষদাশ্চ শ্রীগদাধরপণ্ডিতপ্রভৃতয়োঽন্তরঙ্গশক্তিরূপাঃ, শ্রীবাসপ্রভৃতয়ো ভক্তরূপাশ্চাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদাস্তৈঃ সহ বর্ত্তমানম্। অঙ্গোপাঙ্গস্যাস্ত্রবন্নিরূপণং—পার্ষদানাং দর্শনাদ্ভক্তিপ্রবৃত্তিপূর্ব্বকাসুরস্বভাব-পরিত্যাগে সত্যপি তস্যাধিক্যার্থম্; স্বয়ং ভগবত্ত্বমপি সূচয়ত্যেতদ্বিশেষণম্। (শ্রীমুকুন্দ)

অর্থ—সাঙ্গো···বিশেষণের দ্বারা অর্থে শ্রীজীব যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন ঐ অর্থকে সুস্পষ্ট করিয়া ভঃ রঃ সিঃ গ্রন্থের টীকাকার শ্রীপাদ মুকুন্দ গোস্বামী উল্লেখ করিতেছেন—অঙ্গ—শ্রীনিত্যানন্দ, উপাঙ্গ—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, এই দুই প্রভুই অস্ত্রতুল্য, যেহেতু প্রভুদ্বয় মহাপ্রভাবময়।

সুদর্শনাদি অস্ত্রদ্বারা নিগ্রাহ্য দৈত্যতুল্য বহির্মুখ ব্যক্তিগণ প্রভুদ্বয়ের দর্শন-প্রভাবে অসুরস্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তিতে প্রবৃত্ত হয়। অর্থাৎ অসুর-দিগকে বিনাশ করিতে ভগবান সুদর্শনাদি অস্ত্র প্রয়োগ করেন। শ্রীগৌরাবতারে কিন্তু তাহা হয় নাই। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর দর্শন মাত্রই অসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের অসুর স্বভাব স্বয়ংই নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং সুদর্শনাদি অস্ত্র তুল্যই প্রভুদ্বয়ের দর্শন প্রভাব। পার্ষদ—অন্তরঙ্গশক্তিরূপ শ্রীগদাধর পণ্ডিতাদি, এবং ভক্তরূপ শ্রীবাসাদি। এইরূপ অঙ্গোপাঙ্গ ও পার্ষদ-গণের সহিত যিনি বর্ত্তমান। পার্ষদগণের দর্শনে ভক্তি প্রবৃত্তিপূর্ব্বক অসুর স্বভাব পরিত্যাগ হইলেও তাহার আধিক্যার্থে অঙ্গ ও উপাঙ্গকে অস্ত্রতুল্য নিরূপণ করা হইয়াছে। **"সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ" এই বিশেষণ স্পষ্টরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের স্বয়ং ভগবত্তা সূচনা করিতেছে** বুঝিতে হইবে। "যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ" এই অংশে ক্রমসন্দর্ভ ব্যাখ্যায় **শ্রীগৌরাঙ্গের আরাধনা বিধি** দেখান হইতেছে—

তদেবম্ভূতং কৈর্যজন্তি। যজ্ঞৈঃ পূজাসম্ভারৈঃ। ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবা ইত্যুক্তেঃ। তত্র বিশেষেণ তমেবাভিধেয়ং ব্যনক্তি। সঙ্কীর্ত্তনং বহুভির্মিলিত্বা

তদ্গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানং তৎপ্রাধানৈঃ। তথা সঙ্কীর্ত্তনপ্রাধান্যস্য তদাশ্রিতেম্বেব দর্শনাৎ স এবাত্রাভিধেয় ইতি স্পষ্টম্। অতএব সহস্রনাম্নি তদবতারসূচকানি নামানি কথিতানি। সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্ত ইত্যেতানি। দর্শিতঞ্চৈতৎ পরমবিদ্বচ্ছিরোমণিনা শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যেণ।

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥ ইতি।

অর্থঃ—এইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের আরাধনা কিসে হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন —সংকীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞে অর্থাৎ পূজাসম্ভারে তাঁহার আরাধনা হইয়া থাকে। যজ্ঞ বা মখ শব্দের অর্থ 'পূজা'। ইহা ভাঃ ৫।১৯।২৩ শ্লোকে শ্রীধরস্বামিপাদ টীকায় দেখা যায়—যে স্থলে বিষ্ণুর পূজারূপ যজ্ঞ না থাকে সে স্থলে বাস করিতে নাই। অতএব যজ্ঞ বলিতে পূজাসম্ভার বুঝায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আরাধনায় সংকীর্ত্তন প্রধান বলিবার কারণ—বিশেষরূপে সংকীর্ত্তনকেই অভিধেয় বলিয়া জানিতে হইবে। অভিধেয় শব্দে শ্রীভগবৎ প্রেম প্রাপ্তির উপায় সাধনভক্তি বলা হয়। ঐ ভক্তিমধ্যে সংকীর্ত্তনকেই প্রধান অভিধেয়রূপে বুঝিতে হইবে। সংকীর্ত্তন শব্দের অর্থ—বহু ভক্ত মিলিয়া খোল করতাল ধ্বনি সহকারে উচ্চস্বরে যে শ্রীকৃষ্ণের গান করেন যে গান হইতে প্রেমানন্দ উদয় হইয়া থাকে তাহাকেই সংকীর্ত্তন বলে। এই সংকীর্ত্তন প্রাধান্যেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্চ্চন করা হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের এই প্রমাণে—শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তগণের মধ্যে অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত **শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে**

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের আরাধনা বিধিই সংকীর্ত্তন প্রধান অর্চ্চন

দেখা যায়। শ্রীচৈঃ চঃ গ্রন্থেও উক্ত আছে—(আঃ ৩)

সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য॥
সেইত সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার॥
কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম সম।
যেই কহে সে পাষণ্ডী দণ্ডে তারে যম॥

যে ব্যক্তি কোটি কোটি অশ্বমেধাদি যজ্ঞ ও তদুপলক্ষণে জ্ঞান, যোগ, তপস্যা ও বৈরাগ্যাদি সাত্ত্বিকসাধন সমূহের সহিত এক কৃষ্ণনামকেও সমান মনে করে, সে পাষণ্ডত্ব লাভ করে। যাহারা সেই নামী শ্রীগৌরকৃষ্ণকে কোন আচার্য্য বা ভক্ত জীবের সহিত সমান মনে করে তাহাদিগকে পাষণ্ডী বলা হইবে না কেন? শ্রীভগবানকে জীবের সহিত তুলনাকারী ব্যক্তিই পাষণ্ডী। যথা ভক্তিসন্দর্ভে (১০৫) ধৃত বৈষ্ণবতন্ত্র বাক্য—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষতে স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥

অর্থঃ—যে ব্যক্তি শ্রীনারায়ণকে ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতার সহিত সমান মনে করে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই 'পাষণ্ডী'।

যাহারা ভক্তজীবের সহিত স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গকে তুলনা করে তাহারা পাষণ্ডীই, ইহা প্রসঙ্গক্রমে দেখান হইল।

এক্ষণে অবশিষ্ট ব্যাখ্যার অর্থ করা হইতেছে—

শ্রীগৌরকৃষ্ণের চরণে প্রেমপ্রাপ্তির একমাত্রউপায়—সংকীর্ত্তনপ্রধান অর্চ্চনাদিভক্তি, ইহা 'যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ' এই শ্লোকাংশে স্পষ্ট বুঝাযাইতেছে। শ্রীজীব গোস্বামীপাদ আরও বলেন—বিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্রে **শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতার সূচক নাম সমূহ** কথিত হইয়াছে—সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ, বরাঙ্গ, চন্দনাঙ্গদী, সন্ন্যাসকৃৎ, শম ও শান্ত *। বিদ্বদনুভব প্রমাণও বিদ্যমান। পরম

---

* আর একটী নাম—নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে তাহা উক্ত আছে—দুই লীলায় চারি চারি নাম বিশেষ (আঃ ৩)।

বিদ্বচ্ছিরোমণি শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য স্বরচিত শ্লোকে শ্রীগৌরাবতার দেখাইয়াছেন —যিনি কালদ্বারা নষ্ট নিজের ভক্তিযোগকে প্রকট করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দে আমার চিত্তভৃঙ্গ প্রগাঢ়ভাবে লীন হউক।

প্রশ্ন ঃ—"কৃষ্ণবর্ণং" ইত্যাদি শ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদ টীকায় গৌরাবতারের সূচনা নাই কেন? ইন্দ্রনীলমণি বর্ণকে গৌরবর্ণ বলা যায় কি? বোধ হয় স্বামীটীকায় তোমাদের ঠাকুরের স্থান নাই; সুতরাং গোস্বামীটীকাকে অবলম্বন করিতে হয়। স্বামিপাদ যদ্বা অর্থে বলিয়াছেন "অনেন কলৌ কৃষ্ণাবতারস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি" অর্থাৎ ত্বিষাকৃষ্ণং ইহাদ্বারা কলিযুগে কৃষ্ণাবতারের প্রাধান্য দেখান হইতেছে। সুতরাং তোমাদের গৌরাবতার কোথায়?

উত্তর—তোমরা যেমন অন্ধ (শাস্ত্রচক্ষু রহিত) তেমনই বধির অর্থাৎ আমরা যতই শাস্ত্র প্রমাণ বলি, সে সকল তোমাদের (গৌরদ্বেষীদের) কর্ণে প্রবেশ করে না। শ্রীগোস্বামিপাদগণের টীকা প্রমাণ শূন্য নহে। শ্রীগৌরাবতার সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ প্রমাণ দেখান হইতেছে। তথাপি নাস্তিকতা-বশতঃ তোমরা মানিতে অনিচ্ছুক। কৃষ্ণবর্ণ শ্লোকের উক্ত ব্যাখ্যা যেমন প্রমাণ সম্বলিত তেমন সদ্যুক্তিপূর্ণ, তাহা উল্লেখ করা হইল।

শ্রীস্বামিপাদটীকায়ও শ্রীগৌরাবতার সূচিত

হইয়াছে—

শ্রীস্বামিপাদটীকায় "কান্ত্যা অকৃষ্ণং ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জলং" অর্থ—কান্তিতে অকৃষ্ণ, অকৃষ্ণ বলিতে ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় উজ্জ্বল। ভাস্বররূপতাহেতু ইন্দ্র-নীলমণির উজ্জ্বলতা বলা হইয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রনীলমণির বর্ণ এ কথা বলা হয় নাই। ইন্দ্রনীলমণির ভাস্বররূপতাহেতু গুপ্তাবতারই সূচিত হইতেছে, (দীপিকাদীপন টীকা)। কারণ ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় সমুজ্জ্বল বা ভাস্বর (দীপ্তি-শীল) রূপ অন্য কোন অবতারের শ্রীঅঙ্গকান্তি নহে। ইন্দ্রনীলমণির বর্ণ না বলিয়া কেবল তাহার ভাস্বরতা বলায় গৌরবর্ণ সূচনা করা হইল। শ্রীচৈতন্য-

চন্দ্রামৃত গ্রন্থের টীকাকার শ্রীপাদ আনন্দী গোস্বামী ঐ গ্রন্থের প্রথম শ্লোকের টীকার ভূমিকায় স্বামিপাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন—ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণমিন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলমিতি। তত্রাভিপ্রায়ঃ — চম্পকপুষ্পসমভিব্যাহারেণ ইন্দ্রনীলমণির্যথা তদ্বর্ণো ভবতি বহিস্তথা হ্লাদিনীসারভূতশ্রীরাধাঙ্গকান্ত্যা বহির্গৌরবর্ণো রাধামাধবয়োরেকীভূতত্বাৎ। অর্থ :—এখানে শ্রীধরস্বামিপাদের অভিপ্রায়—ইন্দ্রনীলমণি যেমন চম্পক পুষ্পের সহিত একত্র থাকিলে তাহারই বর্ণ গ্রহণ করে অর্থাৎ চম্পকবর্ণ হইয়া যায়, তেমনি হ্লাদিনী শক্তির সারভূতা শ্রীরাধার সহিত একত্র স্থিতিহেতু তাঁহার কান্তিতে ইন্দ্রনীলমণিতুল্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে গৌরবর্ণ হইয়াছেন। ঐ গ্রন্থে উক্ত আছে—রাধা ও মাধবের একীভূত বপু শ্রীগৌরাঙ্গ।

ঐ গোস্বামী শ্রীস্বামিপাদটীকা উক্ত গ্রন্থের শেষ শ্লোকের টিকায় উল্লেখ করিয়া ভালভাবে শ্রীস্বামিপাদের অভিপ্রেতার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন—"নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু" "কৃষ্ণবর্ণমিত্যাদি" তত্র স্বামিচরণো রুক্ষতাং ব্যাবর্তয়তি। ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণমিন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলম্। যদ্বা কৃষ্ণং কৃষ্ণাবতারম্ অনেন কলৌ কৃষ্ণাবতারস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি, স্বমেধসঃ বিবেকিন ইত্যাহুঃ। অত্রাভিপ্রেতার্থশ্চ রুক্ষতাং ব্যাবর্তনেন গৌররূপলাবণ্যমুক্তম্। ত্বিষা হ্লাদিনীশক্তিসারভূতশ্রীরাধাকান্ত্যা অকৃষ্ণং গৌরবর্ণমিতি যাবৎ। ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলমিতি। যথা কুঙ্কুমপিণ্ডসংযুক্তমরকতমণির্গৌরীভবতি তথা রাধাকান্ত্যা শ্রীকৃষ্ণস্য গৌরবর্ণত্বেনোজ্জ্বলতা। স্বামিচরণৈর্যত্থকারবিশ্লেষো ন কৃতস্তর্হি যদ্বেতি পক্ষো ন লগতীতি জ্ঞেয়ম্। যদ্বেতি পক্ষস্তু শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষত্বাদগৌরস্যেত্যভিপ্রেতার্থঃ। স্বাম্যস্পষ্টব্যাখ্যাচ্ছন্নাবতারত্বাৎ।

অর্থ :—দ্বাপরযুগীয় অবতারের ন্যায় কলিযুগেও শ্রীভগবান প্রকট হইয়া নানা তন্ত্র বিধানে যেমন পূজিত হন তাহা শ্রবণ করুন। এই বলিয়া শ্রীকর ভাজন "কৃষ্ণবর্ণং" শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীস্বামিপাদ সেই কৃষ্ণবর্ণ শ্লোকের ব্যাখ্যায় অকৃষ্ণ শব্দে ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় উজ্জ্বল বলিয়াছেন। স্বামিপাদের অভিপ্রেতার্থ—এখানে রুক্ষতা ব্যাবর্তন দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গের লাবণ্য উক্ত হইয়াছে।

হ্লাদিনী শক্তির সারভূতা শ্রীরাধার অঙ্গ কান্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণই গৌরাঙ্গ। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে উক্ত হইলেও দৃষ্টান্তান্তর দেওয়া হইতেছে—যেমন কুঙ্কুম-সংযুক্ত মরকতমণি (ইন্দ্রনীলমণি) গৌরবর্ণ হয়। সেই প্রকার শ্রীরাধাকান্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের গৌরবর্ণত্বহেতু উজ্জ্বলতা। স্বামিপাদ যদি এখানে অকার বিশ্লেষণ (ত্বিষা অকৃষ্ণ) না করিতেন তাহা হইলে যদ্বা (ত্বিষাকৃষ্ণং কৃষ্ণাবতারং) পক্ষ কিন্তু সঙ্গত হইত না। এই পক্ষার্থে "কলিতে কৃষ্ণাবতার" এইরূপ বলার তাৎপর্য্য—শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাববিশেষ শ্রীগৌরাঙ্গাবতার বুঝিতে হইবে। নন্দনন্দনের আবির্ভাব দ্বাপরযুগের শেষে কলিতে নহে, ইহা পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে। কলিতে কৃষ্ণাবতারের প্রাধান্য বলিতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাববিশেষ গৌরই অন্য কিছু নহে, ইহাই স্বামিপাদের অভিপ্রেতার্থ। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রচ্ছন্নাবতার বলিয়া স্বামিপাদ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। অতএব শ্রীস্বামিপাদ শ্রীগৌরাঙ্গকে **গুপ্তাবতাররূপে** নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একাদশ-স্কন্ধীয় দীপিকাদীপন টীকায় স্বামিটীকার অর্থ সুস্পষ্ট করা হইয়াছে। তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইতি পূর্ব্বোক্তাভিপ্রায়েণ কৃষ্ণতাং ব্যাবর্ত্তয়তি ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলমিতি ইন্দ্রনীলমণেঃ ভাস্বররূপত্বাদগুপ্তাবতারসূচনং। তথাপি ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বমিতি প্রহ্লাদবাক্যানুসারাদ্গোপন-মেবযুক্তম্। অতিরহস্যত্বাদিত্যভিপ্রায়েণ যদ্বেতি। ন কেবলং বর্ণতঃ কৃষ্ণং অপিতু কান্ত্যাপি কৃষ্ণাবতারমিত্যর্থঃ। অনেন শ্লোকেন কলৌ কৃষ্ণাবতারস্য প্রাধান্যমিত্যুক্ত্যা "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ" ইত্যত্র কৃষ্ণশ্যামবর্ণঃ কশ্চন কৃষ্ণাদন্য এবাবতার ইতিস্বাম্যভিপ্রায়ঃ গুপ্তত্বাত্তু তদিষ্টিরপি তত্র প্রথমং সূচিতৈব ব্যক্তগৌরাবতারপক্ষস্তু সন্দর্ভাদৌ দৃশ্য ইতি।

অর্থ ঃ—শ্রীগর্গোক্তিতে "পীতবর্ণ" উক্ত হইয়াছে। এস্থলে ঐ পীতবর্ণ অর্থ লইয়া ত্বিষা অকৃষ্ণং অর্থাৎ কান্তিতে গৌর অর্থই সুস্পষ্ট। স্বামিপাদ কিন্তু সুস্পষ্ট অর্থ না করিয়া ঐ পীতবর্ণার্থ অভিপ্রায়েই কৃষ্ণতা ব্যাবর্ত্তন করিয়া কান্তিতে "ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় উজ্জ্বল" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। ইন্দ্রনীলমণির ভাস্বর রূপত্বহেতু উজ্জ্বলই বলিয়াছেন কিন্তু ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় 'বর্ণ'

এ কথা বলেন নাই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের স্পষ্ট গৌরাবতারত্ব সূচনা না করিয়া গুপ্ত গৌরাবতারত্ব সূচনা করিলেন। যদি ইন্দ্রনীলমণির বর্ণ বলিতেন, তাহা হইলে (কান্ত্যা অকৃষ্ণং) কান্তিতে অকৃষ্ণ ইহা বলিতেন না, কান্তিতেও কৃষ্ণবর্ণ এইরূপ বলিতেন। গর্গোক্তির পীতবর্ণকে লক্ষ্য করিয়াই কান্তিতে অকৃষ্ণ বলিয়াছেন। এই অকৃষ্ণ বর্ণকে দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইয়াছেন—ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় উজ্জ্বল। ঐ মণির ভাস্বরতা (দীপ্তশীলতা) হেতুই উজ্জ্বলতা। এই উজ্জ্বলতার অর্থই গৌরতা। গর্গোক্তি অনুসারে সত্য ও ত্রেতায় ক্রমে শুক্ল, রক্ত। ইদানীং অর্থ দ্বাপরে 'কৃষ্ণবর্ণ' শ্রীকৃষ্ণাবতার। অবশিষ্ট পীতবর্ণ বিশেষকলির ঠাকুর। শ্রীরাধার অঙ্গ কান্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ গৌরবর্ণ হইয়াছেন সুতরাং ইন্দ্রনীলমণির ভাস্বরতা দৃষ্টান্তে তাঁহাকে গুপ্তাবতাররূপে শ্রীস্বামিপাদ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যে তাঁহাকে গুপ্তাবতাররূপে সূচনা করিয়াছেন, ইহাও যুক্তিযুক্ত। কারণ প্রহ্লাদ মহাশয়ের (ভাঃ ৭।৯।৩৫) 'ছন্নঃ কলৌ' বাক্যানুসারে গুপ্তত্বই সূচিত হইতেছে। "ছন্নত্বং প্রেয়সীত্বিষাবৃতত্বম্" (লঃ ভাঃ টীকা) অর্থাৎ ছন্নত্ব বলিতে এ স্থলে প্রেয়সীর কান্তিতে আবৃতত্ব। কিছু গোপন করার জন্যই আবরণ দেওয়া হয়। শ্রীকৃষ্ণ স্বাভাবিক বর্ণকে আবরণ বা আচ্ছাদন করিয়াই প্রকট হইয়াছেন ইহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের গুপ্তাবরতা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

অতি রহস্য বলিয়া ঐ অভিপ্রায়েই যদ্বা অর্থ করিয়াছেন। যদ্বা অর্থে বলেন—কেবল বর্ণদ্বারা কৃষ্ণাবতার তাহা নহে, কান্তিদ্বারাও কৃষ্ণাবতার বুঝিতে হইবে। এই শ্লোকদ্বারা কলিতে কৃষ্ণাবতার দেখা যাইতেছে, এই উক্তিদ্বারা "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ" ইহাতে শ্রীকৃষ্ণভিন্ন রুক্ষ শ্যামবর্ণ কোন এক যুগাবতার সাধারণ দ্বাপরে (কৃষ্ণাবতারবিরহিত দ্বাপরে) প্রকট হন। ঐ রুক্ষ শ্যামবর্ণ বর্ত্তমান কলিতে অবতীর্ণ হন না, ইহাই স্বামীপাদের অভিপ্রায়। যিনি অবতীর্ণ হন তিনি কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু অঙ্গকান্তিতে ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় উজ্জ্বল। এই অর্থেই রুক্ষতা ব্যাবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গকে গুপ্তাবতাররূপে স্থাপন করাই স্বামিপাদের ইচ্ছা। প্রথম ব্যাখ্যায়ও তিনি

সূচনা করিয়াছেন। স্বামিপাদের ব্যাখ্যায় শ্রীগৌরাঙ্গ গুপ্তাবতার। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতির ব্যাখ্যায় (সন্দর্ভাদিতে) শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যক্তাবতার। স্বামিপাদ যে বলিয়াছেন কলিতে কৃষ্ণাবতারের প্রাধান্য, এ স্থলে **অসাধারণ কলিতে গৌররূপে কৃষ্ণাবতারের প্রাধান্য এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।**

শ্রীকরভাজন প্রত্যেক যুগে আবির্ভূত শ্রীভগবানের নামাদির পৃথক্ পৃথক্ রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার উপসংহার বাক্যে "এবং যুগানুরূপাভ্যাং" অংশের অর্থ স্বামিপাদও করিয়াছেন—"এবং নামরূপাভ্যাং।" সুতরাং করভাজনোক্ত কলিযুগে অবতীর্ণ ভগবানের নামাদি তদুক্ত কৃষ্ণবর্ণ শ্লোকে আছে, শ্রীজীবগোস্বামীর টীকায় উক্তশ্লোকব্যাখ্যায় নাম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, বর্ণ—বিদ্যুদ্‌গৌর, আরাধনা—সংকীর্ত্তনপ্রধান অর্চ্চনাদি ভক্তিযোগ। এইরূপ নামাদির অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। কৃষ্ণবর্ণ শ্লোকের স্বামিপাদ ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য ও শ্রীজীব গোস্বামিপাদের ব্যাখ্যায় **কলিযুগোপাস্যই অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর** বুঝিতে হইবে। শ্রীজীবপাদ কৃষ্ণবর্ণ শ্লোকের অর্থ লইয়া শ্রীভাগবতসন্দর্ভ নামক গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন।

ভাগবতসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে।
এই শ্লোক জীবগোসাঞি করিয়াছেন ব্যাখ্যানে॥ চৈঃ চঃ আঃ ৩

তথা হি ভাগবতসন্দর্ভে (১।২)—

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥

অর্থঃ—যিনি অন্তরে কৃষ্ণ ও বাহ্যে গৌরবর্ণরূপে কলিযুগে প্রকট হইয়া অঙ্গাদি বৈভব দেখাইয়াছেন। আমরা সংকীর্ত্তনাদিদ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুকে আশ্রয় করি অর্থাৎ তাঁহার শ্রীচরণ আরাধনা করি। অঙ্গাদির অর্থ সাঙ্গোপাঙ্গাদির ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

তত্ত্বসন্দর্ভের টীকাকার শ্রীযুক্তগৌরকিশোরগোস্বামীবেদান্ততীর্থ গৌরবিদ্বেষীগণের মুখমুদ্রণোপযোগী এই শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐ ব্যাখ্যা হইতে কতিপয় অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—অথ প্রথমশ্লোকার্থস্পষ্টীকরণায় কলৌ

শ্রীগৌরাঙ্গ এব উপাস্য ইতি অভিধাবৃত্ত্যা বিজ্ঞাপনার্থং তৎসিদ্ধান্তদার্ঢ্যায় তস্য পরমোৎকর্ষং প্রতিপিপাদয়িষুঃ তমেব শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুকৃষ্ণচৈতন্যদেবং স্তৌতি "অন্তঃকৃষ্ণম্" ইত্যাদিনা।

ন চ স্বতঃসিদ্ধস্য শ্রীগৌরাঙ্গাবতারস্য পুনঃ প্রতিপাদনং ন সঙ্গচ্ছতে শাস্ত্রবাক্যাদিনা, প্রতিপাদনেঽপি হেয়োপাদেয়তারহিতস্য তস্যাপুরুষার্থত্বপ্রসঙ্গঃ, ইতি বাচ্যম্; শাস্ত্রবাক্যানি শ্রীগৌরাঙ্গং প্রতিপাদয়ন্তি; বিমূঢ়জনানাং তথা কুতর্কাচ্ছন্নানাং মতিমাকর্ষয়িতুং বাহ্যকথয়া লৌকিকরীত্যা বা শ্রীগৌরাঙ্গম্ উপাস্যত্বেন জ্ঞাপয়ন্তি ঘোষয়ন্তি চ; ততঃ শাস্ত্রেণ প্রতিপাদিতত্বেঽপি শ্রীগৌরাঙ্গস্য স্বতঃসিদ্ধত্বং ন হীয়তে। যত্তু পুরুষার্থাপ্রাপ্তিপ্রসঙ্গঃ; নৈষ দোষঃ, শ্রীগৌরাঙ্গং ভগবতঃ পূর্ণাবতারভাবেন জ্ঞাত্বা অস্য অর্চ্চনাদৌ নিবিষ্টচিত্তানাং সর্ব্বক্লেশপ্রহাণাৎ পরমপুরুষার্থপ্রাপ্তেঃ।

যদ্যপীদমবিরোধেন ভক্তিসিদ্ধান্তং নিরূপয়িতুং শাস্ত্রং প্রবৃত্তং, ন উচ্ছৃঙ্খলতর্কশাস্ত্রবৎ শুষ্কতর্কাশ্রয়েণ কেবলাভিযুক্তিভিঃ কিঞ্চিন্ মতং সাধয়িতুং খণ্ডয়িতুং বা প্রবৃত্তং তথাপি সম্যক্ দর্শনপ্রতিপক্ষভূতানি আচার্যদেশীয়ানাং দুষ্টমতানি অবশ্যং নিরাকরণীয়ানি, অন্যথা কুতর্কসমাচ্ছাদিতং তত্ত্বং ন পুরুষার্থসিদ্ধয়ে পর্য্যাপ্তং স্যাদিতি তত্তন্মতমুত্থাপ্য নিরাক্রিয়তে।

অত্রাশিষ্টা মন্যন্তে শ্রীকৃষ্ণেন সহ ভগবতো গৌরাঙ্গস্য ন কশ্চিৎ সম্বন্ধঃ' ন চাসৌ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রচ্ছন্নাবির্ভাববিশেষঃ, অতো নেশ্বরবুদ্ধ্যা সেবিতব্য ইতি; এতন্মতং নিরাকরোতি, "অন্তঃকৃষ্ণেতি।" কৃষ্ণত্বং যস্যান্তরমিতি। যতঃ অস্য দর্শনেনৈব সর্ব্বেষাং চেতসি শ্রীকৃষ্ণঃ স্ফুরতি। ততঃ পূর্ব্বপূর্ব্বোল্লিখিতশাস্ত্রবাক্যাদিনাচার্য্যপাদনির্দ্দেশেনৈব চ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ এবায়ং শ্রীগৌরাঙ্গঃ। তস্মাৎ ঈশ্বরত্বে ন কাপি শঙ্কা পদং লভতে।

যদপি কেচিদাহুঃ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ এবায়ং গৌরাঙ্গঃ, অতঃ তদীয়পত্নীতৎ পরিকরাদিভিঃ সহ অস্য ধ্যানমন্ত্রাদিনা পৃথক্ পূজা পদ্ধতির্নবিদ্যতে শ্রীকৃষ্ণধ্যানমন্ত্রাদিনৈব তৎসিদ্ধেঃ; অপিতু শ্রীকৃষ্ণাৎ ঋতে শ্রীগৌরাঙ্গস্য ন পৃথগস্তিত্বং যেনাস্য পৃথগ্-বীজমন্ত্রধ্যানাদীনি কল্প্যেরন্, অতঃ শ্রীকৃষ্ণধ্যানমন্ত্রাদিনা শ্রীগৌরাঙ্গ-

পূজা সমাধেয়েতি। তন্নিরস্যতি "বহির্গৌর" ইতি নির্দ্দেশাৎ। অন্তঃকৃষ্ণত্বেঽপি শ্রীকৃষ্ণাৎ অস্য বৈশিষ্ট্যমাহ "বহির্গৌরম্" ইতি। অপূর্ব্বোজ্জ্বলহেমবর্ণমিত্যর্থঃ। দ্বাপরে অতৃপ্তকামঃ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রেয়স্যা বর্ণভাবাভ্যামাত্মানমাচ্ছাদ্য স্বীয়াভীষ্টপূরণায় কলৌ শ্রীগৌরাঙ্গরূপেণাবিভূর্তঃ। অতঃ তৎকালোচিতধ্যানেন মন্ত্রেণ চ এবম্ভূতস্যাস্যৈতৎকালে কুত্র পূজাদিসম্ভবঃ? অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণস্য ধ্যানমন্ত্রাদৌ বর্ণিতাঃ যে দেহবর্ণাবয়বাঃ তৈঃ সহ শ্রীগৌরাঙ্গস্য দেহবর্ণাবয়বাদেরত্যন্তবৈলক্ষণ্যাৎ...... । অতঃ শ্রীগৌরাঙ্গপূজায়াঃ তদুচিতমন্ত্রাদের্ব্যবস্থাবশ্যং স্বীকার্য্যা শাস্ত্রসঙ্গতা চেয়ম্। .... ।

অত্রাপরে প্রত্যবতিষ্ঠন্তে—যদ্যপি যুগাবতারনির্ণয়প্রসঙ্গে ভাগবতাদিশাস্ত্রপ্রমাণকঃ শ্রীগৌরাঙ্গঃ তথাপি শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বাদপকৃষ্টতয়া শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বং শাস্ত্রেণ সমর্থতে, যথা মৎস্যাদ্যবতারতত্ত্বানি; কুত এতৎ, পরমপুরুষে শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বেষামন্তর্ভাবাৎ অতঃ মূলসেচনেন প্রাপ্তরসশাখাদীনাং পুনঃ পৃথক্‌সেচনমনপেক্ষিতমেব, শ্রীকৃষ্ণাৎ শ্রীগৌরাঙ্গস্য পৃথক্‌ধ্যানমন্ত্রাদীনাং স্বীকারেঽপি শ্রীগৌরাঙ্গোপাসনায়া আনর্থক্যপ্রসঙ্গঃ; দৃশ্যতে শাস্ত্রে "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ইতি॥

অত্রাভিধীয়তে, ন, এতৎতত্ত্বয়োরুৎকৃষ্টাপকৃষ্টপরিকল্পনায়াঃ শাস্ত্রবিগর্হিতত্বাৎ। যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স এব গৌরাঙ্গঃ মৎস্যাদীনাং তু অংশত্বাৎ অংশিনি কৃষ্ণে পর্য্যবসানং ন বিরুদ্ধং; কিন্তু গৌরাঙ্গঃ মৎস্যাদিবৎ ন অংশ, যেনাস্যাবসানং শ্রীকৃষ্ণে কল্প্যেত, অপিতু শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ণাবির্ভাববিশেষত্বাৎ শ্রীগৌরাঙ্গো হি ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণঃ স্বয়ং ভগবান্, যদুক্তং বৃদ্ধাচার্য্যৈঃ "ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়মযং; ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ" ইতি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশব্দঃ হি শ্রীগৌরাঙ্গস্য সন্ন্যাসকালোচিতনামবিশেষঃ। নিমাই, বিশ্বম্ভর, বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ, মহাপ্রভুঃ, নবদ্বীপচন্দ্রঃ, নদীয়াবিহারী ইত্যাদীনি অস্য গৌরাঙ্গস্য অপরনামানি সংস্কৃতপ্রাকৃতভাষাপ্রসিদ্ধানি। অতঃ শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বমেব হি পরতত্ত্বমধুনা কলৌ ইতি নিষ্কর্ষঃ।

শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ এবায়ং শ্রীগৌরাঙ্গঃ। তথা চ তস্য পরমেশ্বরত্ব-

জ্ঞাপকশাস্ত্রবাক্যানি উদ্ধৃতানি; অধুনা পুনঃ তান্যপ্যপরাণি বেদব্যাসাদিভিঃ উট্টঙ্কিতানি উপস্থাপ্যন্তে। দৃশ্যতে চ উপপুরাণে "অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্।" .... অপি তু বিশ্বসারতন্ত্রে—"গঙ্গায়া দক্ষিণে ভাগে নবদ্বীপে মনোরমে। কলিপাপবিনাশায় শচীগর্ভে সনাতনঃ। ফাল্গুন্যাং পৌর্ণমাস্যান্তু নিশায়াং গৌরবিগ্রহঃ॥ জনিষ্যামি......ইত্যাদি। অপি চ উর্দ্ধাম্নায়সংহিতায়াং শ্রীভগবদ্বাক্যং "জনিষ্যে গৌররূপেণ শচীগর্ভে পুরন্দরাৎ। বৈবস্বতেঽন্তরে ব্রহ্মন্ গঙ্গাতীরে স্বপুণ্যদে" ইতি......। অপিতু দৃশ্যতে তত্র চ "শ্রীব্যাস উবাচ; কেন রূপেণ ভগবান্ পূজিতঃ স্যাৎ সুখাবহঃ। ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে তন্মে বদ দয়ানিধে।" শ্রীনারদ উবাচ "কৃষ্ণরূপেণ ভগবান্ কলৌ পাপপ্রণাশকৃৎ। গৌররূপেণ ভগবান্ ভাবিতঃ পূজিতস্তথা॥" শ্রীব্যাস উবাচ "কেন মন্ত্রেণ ভগবান্ গৌরাঙ্গঃ পরিপূজিতঃ। সুখাবহঃ স্যাল্লোকানাং তন্মে ব্রূহি মহামুনে" শ্রীনারদ উবাচ "অহো গূঢ়তমঃ প্রশ্নো ভবতা পরিকীর্ত্তিতঃ। মন্ত্রং বক্ষ্যামি তে ব্রহ্মন্। মহাপুণ্যপ্রদং শুভম্॥" "ওঁ গৌরায় নমঃ ইত্যেষ মন্ত্রো লোকেষু পূজিতঃ"—মায়ারমানঙ্গবীজৈর্বাগ্‌বীজেন চ পূজিতঃ। এবং বহুবিধা ব্রহ্মন্ মন্ত্রাস্তে পরিকীর্ত্তিতাঃ॥" গঙ্গাতীরে কুরুক্ষেত্রে নবদ্বীপে বিশেষতঃ। বৃন্দাবনে চ মন্ত্রোঽয়ং সাধিতঃ সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ। ইতি উর্দ্ধাম্নায়সংহিতায়াং গৌরমন্ত্রোদ্ধারনাম তৃতীয়াধ্যায়ঃ। অথ ঈশানসংহিতায়াং......ভক্তিযোগেন গৌরাঙ্গং পূজয়েৎ প্রিয়ে ......নমস্যামি শচীপুত্রং গৌরচন্দ্রম্" ইত্যাদি। ....

অতঃ পূর্ব্বোল্লিখিতশাস্ত্রবাক্যসমন্বয়াৎ শ্রীগৌরাঙ্গস্য পরমেশ্বরত্বং শ্রীকৃষ্ণস্যাবির্ভাববিশেষত্বঞ্চ সিদ্ধম্। ন চ এতদ্বাক্যগতানাং পদানাং শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপবিষয়ত্বে যাথার্থ্যেন অবগম্যমানে অর্থান্তরকল্পনা যুক্তা শ্রুতহান্যশ্রুতকল্পনাপ্রসঙ্গাৎ। দ্বাপরে যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কলৌ স এব গৌরাঙ্গঃ ইতি শাস্ত্রবিদাং তাৎপর্য্যম্। অতো যথোচিতধ্যানমন্ত্রাদিনা শ্রীগৌরাঙ্গোপাসনায়া অবশ্যকর্ত্তব্যতা প্রাপ্তা। ......"তস্মাদ্ গৌরাঙ্গোপাসনায়া আনর্থক্যপ্রসঙ্গঃ" ইতি বচনং সাহসমাত্রম্।

যে চ কৌলটেয়াঃ শ্রীকৃষ্ণভক্তিব্যাজাতিশয্যেন শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বম্ অন্যথা

কল্পয়ন্তি, তথা ভাবসিন্ধুশ্রীগৌরাঙ্গস্য বিভিন্নভাবে খবাক্যাবলীমনুচিন্ত্য "অসৌ শ্রীগৌরাঙ্গঃ শ্রীকৃষ্ণস্য দাসঃ নতু পরমেশ্বরঃ" ইত্যেবং জল্পন্তি চ, মৃদঙ্গকরতাল-বাদ্যাদিভিঃ সহ সঙ্কীর্ত্তনং ন ধর্ম্মাঙ্গম্" ইতি স্বজাতীয়সহচরবাক্যবলেন সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞস্যাপকৃষ্টতাং সাধয়ন্তি; মৎস্যাদিবদবতাররূপেণ, পরমসাধারণমনুষ্য-রূপেণ ভাগবতরূপেণ, বা অমুং শ্রীগৌরাঙ্গং চিন্তয়ন্তি; তেষাং গণ্ডে পঞ্চ-চপেটিকাস্বরূপং শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বমাহাত্ম্যসিদ্ধান্তমাহাচার্য্যবরেণ্যঃ "যদদ্বৈতং ব্রহ্মো-পনিষদি তদপ্যস্য তনুভা; য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ। ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং, ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ইতি ॥................।

কলিপাবনাবতারশ্রীগৌরাঙ্গস্য পরমেশ্বরত্বং জ্ঞাপয়তি দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্" ইতি। যে তাবৎ সত্ত্বগুণবিবর্জ্জিতাঃ অভক্তাস্তে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুশ্রীগৌরাঙ্গ-মলৌকিকগুণগণৈশ্বর্য্যাদিযুক্তমপি ঈশ্বরত্বেন ন জানন্তীতি কৌতুকম্। তদুক্তং যমুনাচার্য্যস্তোত্রে 'ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্ট,-সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ। প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ, নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্" ইতি ॥

অথ—গ্রন্থকারঃ পরমেশ্বরশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগৌরাঙ্গমহাপ্রভোশ্চরণকমলে আত্মানং সম্পূর্ণরূপেণ উৎসর্গী করোতি অন্যানপি তৎকর্ত্তুমাহ্বয়তি "কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ" ইত্যনেন ॥

অর্থ—অনন্তর প্রথম (কৃষ্ণবর্ণ) শ্লোকার্থ স্পষ্ট করিবার জন্য কলিতে "শ্রীগৌরাঙ্গই একমাত্র উপাস্য" ইহা অভিধাবৃত্তিতে জানাইতে অর্থাৎ শব্দোচ্চারণমাত্রই যে সহজ অর্থ বোধ্য হয় তাদৃশ শব্দবৃত্তিদ্বারা ঐ উপাস্যকে জানাইতে ও পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ় করিতে এবং শ্রীগৌরাঙ্গের পরমোৎকর্ষ প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছায় সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর "অন্তঃকৃষ্ণ" ইত্যাদি শ্লোকে স্তব করিতেছেন।

যদি কেহ বলে— স্বতঃসিদ্ধ শ্রীগৌরাবতারের শাস্ত্রবাক্যাদিদ্বারা পুনঃ প্রতিপাদন করা অসঙ্গত। কারণ শাস্ত্রবাক্যাদিদ্বারা প্রতিপাদন হইলেও

হেয়োপাদেয়তারহিত সেই গৌরাঙ্গাবতারের অপুরুষার্থত্ব প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে; এই প্রকার বলিতে পার না। শাস্ত্রবাক্যসমূহ শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রতিপাদন করেন, অর্থাৎ বিমূঢ় ও কুতর্কাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণের মতিকে আকর্ষণ করিবার জন্য বাহ্যকথা দ্বারা কিম্বা লৌকিকী রীতিতে শ্রীগৌরাঙ্গকে উপাস্যরূপে জ্ঞাপন করেন বা ঘোষণা করেন; সুতরাং শাস্ত্রবাক্যে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রতিপাদিত হইলেও তাঁহার স্বতঃসিদ্ধত্বের হানি ঘটে না, অপুরুষার্থ প্রাপ্তি প্রসঙ্গরূপ দোষও হয় না। কারণ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতাররূপে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বিশেষরূপে শ্রীগৌরাঙ্গকে জানিয়া তাঁহার অর্চ্চনাদিতে নিবিষ্টচিত্ত ভক্তগণের সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ সমূলে নষ্ট হয় বলিয়া পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

যদ্যপি এই শাস্ত্র অবিরোধে ভক্তিসিদ্ধান্ত নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল তর্কশাস্ত্রবৎ শুষ্কতর্কাশ্রয়ে কেবল যুক্তিদ্বারা কোন মত সাধন করিতে বা খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হন নাই; তথাপি সম্যক্ দর্শন (তত্ত্বজ্ঞান) প্রতিপক্ষভূত আচার্য্যদেশীয়গণের (আচার্য্যাভিমানীগণের) দুষ্টমত সমূহ অবশ্য নিরাকরণীয় (খণ্ডনীয়), নতুবা কুতর্কসমাচ্ছাদিততত্ত্ব পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য পর্য্যাপ্ত (সমর্থ) হইতে পারে না, এই কারণে সেইসকল দুষ্টমত উত্থাপন করিয়া নিরাকরণ করা হইতেছে।

এই শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ববিষয়ে কতিপয় অশিষ্ট ব্যক্তি মনে করে—শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভগবান্ অর্থাৎ আবেশাবতার গৌরাঙ্গের কোন সম্বন্ধ নাই। এই শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের প্রচ্ছন্ন আবির্ভাব বিশেষ নহেন। সুতরাং তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বুদ্ধিতে সেবাকরা চলে না। এই প্রকার দুষ্ট মতকে গ্রন্থকার "অন্তঃকৃষ্ণ" এই বিশেষণদ্বারা নিরাকরণ করিতেছেন—"অন্তঃকৃষ্ণ" বলিতে যিনি অন্তরে কৃষ্ণ, যেহেতু যাঁহার দর্শনে সকলের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরিত হন। পূর্ব্বপূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রাদি প্রমাণে আচার্য্যপাদের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বিশেষই গৌরাঙ্গ। তিনি শ্রীকৃষ্ণের আবিষ্ট জীববিশেষ বা আবেশাবতার নহেন। সুতরাং তাঁহার ঈশ্বরত্ববিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কেহ কেহ বলেন—শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাববিশেষই শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ হইতে

শ্রীগৌরের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, তাঁহার ধ্যানাদি পৃথক্ হওয়া অসঙ্গত; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান মন্ত্রাদিদ্বারা সপরিকর শ্রীগৌরাঙ্গের পূজা হওয়া উচিত। শ্রীগৌরাঙ্গের ধ্যানমন্ত্রাদিদ্বারা তাঁহার পৃথক্ পূজাপদ্ধতি নাই।

এই প্রকার মত নিরসনের উদ্দেশ্যে "বহির্গৌর" এই বিশেষণের নির্দ্দেশ থাকাতে ঐ প্রকার মত নিরস্ত হইতেছে—অন্তঃকৃষ্ণ হইলেও বহির্গৌর অর্থাৎ অপূর্ব্বোজ্জ্বলহেমবর্ণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ হইতে এই স্বরূপের বৈশিষ্ট্য বুঝা যায়। দ্বাপরে অতৃপ্তকাম শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার বর্ণ ও ভাব দ্বারা নিজকে আচ্ছাদন করিয়া স্বাভীষ্ট পূরণের জন্য কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গ হইয়াছেন, এই কারণে তৎকালে (কলিকালে) আবির্ভূত গৌররূপের পূজা কি প্রকার সম্ভব হয়? বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানমন্ত্রাদিতে শ্রীকৃষ্ণের দেহ বর্ণ অবয়বাদির বর্ণনা আছে। শ্রীগৌরাঙ্গের দেহবর্ণাদির তাহা হইতে বৈলক্ষণ্য হেতু শ্রীকৃষ্ণরূপের ধ্যানমন্ত্রাদিদ্বারা গৌররূপের পূজা স্বীকারসঙ্গত হয় না। শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানাদি থাকা সত্ত্বেও শাস্ত্রকারগণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপের ধ্যানমন্ত্রাদি পৃথক করিয়া রচনা করিলেন কেন? তাঁহারা ভ্রমবশতঃ করিয়াছেন ইহা বলা অসঙ্গত। মায়াবদ্ধ জীবে ভ্রম আছে, শ্রীনারদ প্রভৃতি সিদ্ধমহাপুরুষ হৃদয়ে ভ্রমাদি দোষ নাই। যদি কেহ কৃষ্ণের ধ্যানমন্ত্রাদিদ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গের পূজা করেন করুন। তদ্‌বিষয়ে আমাদের কোন আপত্তি নাই; কিন্তু যাঁহারা বলেন শ্রীগৌরাঙ্গের ধ্যান মন্ত্রাদি পূজাপদ্ধতি নাই, তৎসম্বন্ধে আমরা প্রতিবাদ করিতে পশ্চাদপদ হই না।

শ্রীগৌরাঙ্গোপাসনা সম্বন্ধে অপর একদল বলেন—যদ্যপি যুগাবতার নির্ণয় প্রসঙ্গে শ্রীভাগবতাদিশাস্ত্র প্রমাণক শ্রীগৌরাঙ্গ, তথাপি শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব হইতে অপকৃষ্ট। তাঁহাকে মৎস্যাদি অবতারের ন্যায় শাস্ত্র সমর্থন করেন। মৎস্যাদি অবতার শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ভূক্ত থাকেন। যেমন বৃক্ষের মূল সেচনদ্বারা প্রাপ্তরস শাখাদির পৃথক্ সেচন অপেক্ষা করে না তেমনই শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলে সকল অবতারের পূজা হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীগৌরস্বরূপকে পৃথক্ করিয়া ধ্যানমন্ত্রাদি দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিলে ঐ উপাসনার অর্থ শূন্যতা অনিবার্য্য। শ্রীভাগবত শাস্ত্রে দেখা যায়—এই সকল অবতার পুরুষের অংশ কলা; কৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ং ভগবান।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে—এই প্রকার বলা চলে না। কারণ তত্ত্ব দুইটীতে উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট কল্পনা শাস্ত্রবিগর্হিত। যিনি শ্রীকৃষ্ণ তিনিই শ্রীগৌরাঙ্গ। মৎস্যাদি অবতারের অংশত্ব হেতু অংশী শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসান বিরুদ্ধ হয় না; কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ মৎস্যাদির ন্যায় অংশ নহেন; যে কারণে শ্রীগৌরাঙ্গের পর্য্যবসান শ্রীকৃষ্ণে কল্পিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণের অংশ রূপে শ্রীগৌরাঙ্গকে কল্পনা করা অত্যন্ত অসঙ্গত। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বিশেষ হেতু শ্রীগৌরাঙ্গ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান। বৃদ্ধাচার্য্য বলিয়াছেন—যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ তিনি ভগবান। শ্রীগৌরাঙ্গ কিন্তু স্বয়ং ভগবান; এই কারণে শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন চৈতন্য হইতে জগতে শ্রেষ্ঠ পরতত্ত্ব অন্য আর কেহ নহেন। মৎস্যাদি অবতার শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ভূত হইলেও তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ পূজাপদ্ধতি আছে। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বিশেষ শ্রীগৌরাঙ্গের পূজাপদ্ধতি পৃথক্ না থাকার কোন কারণ নাই। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য শব্দ শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসকালোচিত নাম বিশেষ। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় নিবদ্ধ বিশ্বম্ভর, নিমাই, বিষ্ণুপ্রিয়া নাথ, মহাপ্রভু ও নবদ্বীপ চন্দ্র প্রভৃতি অপর নামও আছে। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বই কলিকালে পরতত্ত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব বিশেষ শ্রীগৌরাঙ্গের পরমেশ্বরত্বজ্ঞাপক শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারতাদি শাস্ত্র বাক্য পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। আরও দেখান হইতেছে—উপপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসের প্রতি বলিয়াছেন হে ব্রহ্মন্ আমিই বিশেষ কলিতে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া পাপহত মনুষ্যদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাই। বিশ্বসারতন্ত্রে—শ্রীভগবান বলেন গঙ্গার দক্ষিণভাগে মনোরম নবদ্বীপে ফাল্গুনী পৌর্ণমাসীনিশায় কলিপাপ বিনাশের জন্য শ্রীশচীগর্ভ হইতে সনাতন গৌর বিগ্রহরূপে প্রকট হইব। ঊর্দ্ধাম্নায় সংহিতায়ও এইরূপ ভগবদ্বাক্য আছে। ঐ সংহিতায় শ্রীনারদের প্রতি শ্রীব্যাস প্রশ্ন করিয়াছেন—ঘোর কলিযুগে কোন্ রূপে শ্রীভগবান পূজিত হন। তদুত্তরে শ্রীনারদ বলিলেন—কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ-রূপে ও শ্রীগৌরাঙ্গরূপে ভগবান্ পূজিত হইয়া থাকেন। আবার ব্যাস জিজ্ঞাসা করেন—কোন্ মন্ত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ পূজিত হন। তদুত্তরে শ্রীনারদ শ্রীগৌরাঙ্গের মন্ত্র "ওঁ গৌরায় নমঃ" উল্লেখ করেন এবং এই মন্ত্র মহাপুণ্যপ্রদ

অর্থাৎ মহা ভক্তিদায়ক ও পরমমঙ্গলস্বরূপ বলিয়া জানান। তিনি আরও জানান যে—সর্ব্বলোক মধ্যে এই মন্ত্রটী যেমন পূজিত, তেমন মায়া, রমা, অনঙ্গ ও বাক্ বীজসহ মন্ত্রও পূজিত। এই প্রকার বহুবিধ মন্ত্র শ্রীগৌরাঙ্গের আছে। গঙ্গাতীরে, কুরুক্ষেত্রে, বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবনে ও শ্রীনবদ্বীপে বাস করিয়া এইসকল মন্ত্র জপ করিলে মনুষ্য সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে; এই প্রকার শ্রীনারদের উপদেশ আছে। ঐ সংহিতার (উর্দ্ধাম্নায় সংহিতার) তৃতীয় অধ্যায়টীর নামই গৌরমন্ত্রোদ্ধার।

শ্রীপাদ ধ্যানচন্দ্রগোস্বামী প্রভুর রচিত শ্রীগৌর-গোবিন্দার্চ্চন-স্মরণপদ্ধতিতে ঐ সংহিতার বাক্যসকল উদ্ধৃত আছে। মন্ত্রবাক্যটী কিন্তু ['ক্লীং গৌরায় নমঃ' ইতি সর্ব্বলোকেষু পূজিতঃ] এইরূপ দেখা যায় অর্থাৎ 'ওঁ' স্থানে 'ক্লীং' পাঠ দেখা যায়। অনঙ্গবীজযোগে 'ক্লীং গৌরায় নমঃ' হয়; "ওঁ" পাঠান্তর বলিয়া মনে হয়।

সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবামহাশয়ের রচিত সাধনামৃতচন্দ্রিকাগ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গের ধ্যানমন্ত্রাদিও আছে। এই গ্রন্থ অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে, শ্রীপাদ ধ্যান-চন্দ্র রচিত পদ্ধতি অনুবাদসহ শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। প্রসঙ্গক্রমে—

শ্রীগৌরাঙ্গ-মন্ত্র-ধ্যানাদি উপাসনা সম্বন্ধে বক্তব্য—

শ্রীগৌরাঙ্গের মন্ত্র ও ধ্যানাদি পূজাপদ্ধতি নাই, এইরূপ যাহারা বলে তাহারা ভ্রান্ত। তদীয় মন্ত্রোপাসনাদি শাস্ত্রে ও সদাচারে দেখা যায়। শ্রীগৌরাঙ্গের মন্ত্রোপাসনাদি বাদদিয়া অষ্টকালিন শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিলেও সদ্গতি লাভ হয় না।

এইসব নামানিয়া যে করে কৃষ্ণভক্তি
কৃষ্ণকৃপা নহি তারে নাহি তার গতি
হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হইলেও **অসুরেগণন** ॥
অতএব পুনঃ কহোঁ ঊর্দ্ধবাহু হঞা।
চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া ॥

স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার॥ চৈঃ চঃ আঃ ৮

সাঙ্গোপাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গের আরাধনা সম্বন্ধে শ্রীভাগবত প্রমাণ পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

যাঁহারা বলেন—শ্রীরাধাসহ শ্রীগোবিন্দই উপাস্য, শ্রীগৌরাঙ্গ কেবল প্রেম-দাতা তিনি উপাস্য নহেন, তাঁহার নিকট প্রেম প্রার্থনা করিতে হয় যেহেতু তিনি কেবল দাতা, দাতাকে উপাস্য রূপে স্বীকার করা যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গের স্বতন্ত্র পূজামন্ত্রাদি নাই, সুতরাং তিনি উপাস্য নহেন।

আমরা বলি—শ্রীগৌরাঙ্গকে উপাস্যরূপে স্বীকার না করার কারণ তদীয় কৃপার অভাব।' আমরা শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্র প্রমাণ ও শ্রীগৌরপরিকরগণের উক্তি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতেছি তথাপি তাঁহাদের বোধগম্য হয় না। কৃষ্ণবর্ণ শ্লোকে শ্রীগৌরাঙ্গ কলিযুগের উপাস্য এবং তাঁহার উপাসনা উক্ত হইয়াছে। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী স্বরচিত শ্রীচৈতন্যাষ্টকের প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন **—"শ্রীচৈতন্য সদোপাস্য।"** শ্রীজীব গোস্বামী পাদ ভাঃ ১১।১ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভে এবং সর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থে 'কৃষ্ণবর্ণ' শ্লোকব্যাখ্যার উপক্রমে বলিয়াছেন ·········স্বসম্প্রদায়সহস্রাধিদৈবতং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবনামানং শ্রীভগবন্তং কলি-যুগেঽস্মিন্ বৈষ্ণবজনোপাস্যতয়ার্থবিশেষালিঙ্গিতেন শ্রীভাগবতপদ্যসম্বাদেন স্তৌতি—"কৃষ্ণেতি।" অর্থ—যিনি স্বকীয় সহস্র সহস্র **সম্প্রদায়ের অধিদেবতা সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য** নামধেয় শ্রীভগবানকেই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র এই কলিযুগে বৈষ্ণবগণের একমাত্র উপাস্য অবতার বলিয়া নির্ণীত করিয়াছেন এবং তদর্থ বিশিষ্ট একটী পদ্যে তাঁহার স্তুতিও করিয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণস্বরূপ হইতে অভিন্ন হইলেও তিনি কলিযুগের উপাস্য; সুতরাং তাঁহার উপাসনা স্বতন্ত্র। "যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ" এই বাক্যে কলিযুগোপাস্যের সংকীর্ত্তন প্রধান অর্চ্চনবিধি উক্ত আছে, অর্চ্চনোপলক্ষণে পরিচর্য্যাদিও গ্রহণীয়। নাম ও রূপাদির পার্থক্যে পূজারও পার্থক্য শ্রীভাগবতে শ্রীকরভাজনের উক্তিতেও সুস্পষ্ট আছে, তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে

আরও একটী তদুক্ত পদ্য উদ্ধৃত করিতেছি—

এবং যুগানুরূপাভ্যাং ভগবান্ যুগবর্ত্তিভিঃ।
মনুজৈরিজ্যতে রাজন্ শ্রেয়সামীশ্বরো হরিঃ॥ ১১।৫।৩৫

যুগানুরূপাভ্যাং নামরূপাভ্যাং (স্বামিপাদ টীকা)।

অর্থঃ—হে রাজন্! এই প্রকার যুগের অনুরূপ নামরূপদ্বারা যুগানুবর্ত্তী মনুষ্যগণ সর্ব্বকল্যাণের ঈশ্বর শ্রীহরিকে পূজা করিয়া থাকেন।

স্বরূপে ঐক্য থাকিলেও মূর্ত্তি ও নামাদিভেদে মন্ত্রধ্যানাদি ভেদ পুরাণ তন্ত্রাদিতে দৃষ্ট হয়—যেমন মায়াশক্তি দুর্গার মূর্ত্তি ও নামাদির ভেদে ধ্যান মন্ত্রাদি ভেদ আছে। অর্থাৎ দুর্গা, কালী ও চণ্ডী প্রভৃতির ধ্যান ও মন্ত্রাদি পৃথক্ পৃথক্ তাহা এক নহে, অথচ সকল মূর্ত্তির স্বরূপ এক। এইরূপ প্রমাণ ও দৃষ্টান্তে সকলে বুঝিতে পারেন যে—শ্রীকৃষ্ণ ও গৌরস্বরূপ এক হইলেও বর্ণ ও নামাদি এবং যুগভেদে আবির্ভাবাদির প্রার্থক্য থাকাতে ধ্যান ও মন্ত্রাদির পার্থক্য আছে ইহা কোন প্রকারে অস্বীকার্য্য নহে। ভূত, প্রেত, চণ্ডী চামুণ্ডা প্রভৃতির মন্ত্র পূজাদি আছে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গের মন্ত্র ও পূজ-বিধি নাই বলা হয় কোন্ বিচারে? শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর অর্চ্চন পদ্ধতি ৪টী প্রকাশিত হইয়াছেন—

১। শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ প্রিয়পরিকর শ্রীপাদ নরহরি সরকার ঠাকুরের রচিত শ্রীশ্রীভক্তিচন্দ্রিকাপটল নামক গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গের মন্ত্র ও পূজা-বিধি সবিস্তরে বর্ণিত আছে।

২। শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যসিদ্ধ পরিকর শ্রীপাদ গোপালগুরু গোস্বামীর রচিত শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দার্চ্চন-স্মরণপদ্ধতি।

৩। উক্ত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীপাদ ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী বিবিধ পুরাণ ও আগমাদি হইতে সপার্ষদ শ্রীগৌরগোবিন্দের মন্ত্রোদ্ধারাদি সংগ্রহ করিয়া শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দার্চ্চন স্মরণ পদ্ধতি নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

৪। শ্রীসিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবা মহাশয়ের রচিত সাধনামৃতচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থে সপার্ষদ শ্রীগৌরগোবিন্দের পূজাবিধি ও স্মরণ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে।

শ্রীপাদ ঠাকুর নরহরি শ্রীগৌরাঙ্গের সাক্ষাৎস্বরূপানুভব করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের মন্ত্রোদ্ধার (শ্রীভক্তিচন্দ্রিকা ১।১০) ও পূজাপ্রণালী স্বয়ং রচনা করিয়াছেন। তাঁহার বাক্যের উপর কোন শাস্ত্র প্রমাণের প্রয়োজন নাই, যেহেতু তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ প্রিয় পার্ষদ। ব্রজলীলায়ও তিনি শ্রীরাধিকার সখী মধুমতী। শ্রীপাদ গোপালগুরুগোস্বামী ও শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যসিদ্ধ প্রিয়পরিকর। তিনি ব্রজলীলায় শ্রীতুঙ্গবিদ্যার সখী মঞ্জুমেধা। শ্রীপাদধ্যানচন্দ্র গোস্বামী প্রভুও শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়পার্ষদের পরিকর, ইনি ব্রজলীলায় শ্রীরাধাসখীতুঙ্গবিদ্যার ঐ সখীর সখী রতিমেধা। তিনি স্বানুভূতি সহ বহুশাস্ত্র প্রমাণে সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গের মন্ত্র ধ্যান ও পূজাদি নিরূপণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণদাস বাবা মহাশয় সাধনসিদ্ধ। এই সকল মহাজনের অনুভূতিব্যঞ্জক বাক্যের প্রতি অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাস সজ্জন বা ভক্তগণের হইতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গের স্বতন্ত্র মন্ত্রধ্যানাদি নাই বলিয়া যাঁহারা বলেন তাঁহাদিগকে আমরা শ্রীগৌরাঙ্গের সম্প্রদায়ানুগত ভক্ত বলিয়া মনে করি না। লাভপূজাপ্রতিষ্ঠাকামী মায়াবদ্ধ বিষয়ী ও গৌরতত্ত্বানুভূতিরহিত ভক্তাভাস ব্যক্তিরা যদি বলে শ্রীগৌরমন্ত্র ও তদীয় ধ্যান পূজাদি নাই, তাহাদের উক্তি কোন কালেও ভক্তগণের গ্রাহ্য হয় না। ভক্তগণ স্বসম্প্রদায়ের সিদ্ধ মহাপুরুষগণের উক্তি সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমরা শ্রীসিদ্ধবাবার হস্তলিখিত একটী পুঁথির নকল পাইয়াছি, তাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব ও মন্ত্র সম্বন্ধে বায়ুপুরাণীয় গৌরচন্দ্রোদয় নামক অধ্যায়-শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ, ঊর্দ্ধাম্নায়সংহিতার গৌরমন্ত্রোদ্ধার তৃতীয় অধ্যায় ও বিশ্বসারোদ্ধার তন্ত্রের শ্রীগৌরের মন্ত্র ও গায়ত্রী প্রতিপাদক একাদশপটল লিখিত আছে।

ঈশান সংহিতায় শ্রীপার্ব্বতীর প্রতি শ্রীমহাদেবের উক্তিতে অপরং শৃণু চার্ব্বঙ্গি মন্ত্ররাজমিমং প্রিয়ে। আদৌ মায়াং সমুচ্চার্য্য গৌরচন্দ্রং ততো বদেৎ। ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীগৌরাঙ্গের মন্ত্রধ্যান নমস্কারাদি উক্ত আছে। অনন্তসংহিতা গ্রন্থাদিতেও শ্রীগৌরমন্ত্র ধ্যানাদি দেখা যায়। কোন কোন গৌরবিদ্বেষী বলে—শ্রীগৌরমন্ত্র ধ্যানাদি প্রতিপাদক কতিপয় সংহিতা ও তন্ত্র আধুনিক; এই প্রকার বলা গৌরবিদ্বেষীগণের মুখে শোভা পায়। যদি ঐ সকল আধুনিক হইত তাহা হইলে নিত্যসিদ্ধ শ্রীধ্যানচন্দ্র ও সাধনসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবা তাদৃশ সংহিতা ও তন্ত্রকে শ্রীগৌর মন্ত্রাদিবিষয়ে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতেন না।

শ্রীব্রজমণ্ডলে ও শ্রীগৌড়মণ্ডলে শ্রীসিদ্ধ বাবার সময়ে ও তৎপরবর্ত্তী কালে যত সিদ্ধ ভক্ত ছিলেন তাঁহাদের ভজনপ্রণালী হইতে জানা যায় যে, তাঁহারা সকলেই সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের মন্ত্র, ধ্যান ও পূজাদিময়ী উপাসনা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে করিতেন। তাঁহাদের ভজনপ্রণালীর অনুসরণ করিয়া অনেকে ভজনশীল হইয়া সম্প্রদায়ে সর্ব্বত্র শ্রীগৌরোপাসনা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। স্বতন্ত্ররূপে শ্রীগৌরোপাসনা পূর্ব্বেও ছিল এখনও আছে ভবিষ্যতেও থাকিবে। স্বতন্ত্ররূপে শ্রীগৌরমন্ত্রোপাসনা নাই বলিয়া যাহারা বলে তাহাদের কল্পিত উক্তি কাহাকেও বিচলিত করিতে পারিবে না বলিয়া মনে হয়।

শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীবাসাঙ্গনের অধ্যক্ষ প্রভুপাদ শ্রীনিমাইচাঁদ গোস্বামীর নিকট শ্রীশ্রীগৌরমন্ত্রব্যবস্থাপত্র নামক একটী পুরাতন মুদ্রিত পুস্তক আছে। ঐ পত্রের ভূমিকায় যে বাংলা সাল দেওয়া হইয়াছে ঐ সময়েই উহা প্রকাশিত হইয়াছে। এ স্থলে ভূমিকাসহ ঐ ব্যবস্থাপত্র উদ্ধৃত করিতেছি—

Vrindavan Das

শ্রীশ্রীগৌরমন্ত্র ব্যবস্থাপত্র

শ্রীখণ্ডগৌরগণ হিতৈষিণী সভা হইতে প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গঃ।

—ঃ ভূমিকা ঃ—

সর্ব্বাবতারী স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু কলিযুগে সদোপাস্য একথা শাস্ত্র ও সদাচার সিদ্ধ। ৺জগদানন্দদাস পণ্ডিত বাবাজীর মতাবলম্বী কোন কোন গোস্বামী সন্তান 'শ্রীগৌরাঙ্গের ধ্যানমন্ত্র নাই' ইত্যাদি স্বকপোলকল্পিত কথার অবতারণা করিয়া সময়ে সময়ে বৈষ্ণবজগতে বিড়ম্বিত করতঃ গৌর-ভক্তগণের মর্ম্মে আঘাত দিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। আজকালও ঐ বিরুদ্ধ-মতপোষক দুই চারিজন সময়ে সময়ে উৎপাত সংঘটনের প্রয়াস পাইয়া থাকেন। জগদানন্দ বাবাজীর পূর্ব্বে কস্মিন্ কালেও এইরূপ গর্হিত কথা

উঠে নাই এবং উঠিবারও কোন হেতু নাই। অনূন্য ২৫ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত জগদানন্দ বাবাজীর কল্পিতমত-পোষক দুই এক জন গোস্বামী-সন্তান শ্রীগৌরাঙ্গের ধ্যান-মন্ত্র-গায়ত্রী ও ব্রতোপবাসাদি অমান্য করায় এবং শ্রীগৌরাঙ্গো-পাসনার স্রোত রোধ করিবার প্রয়াস পাওয়ায় শ্রীব্রজমণ্ডলের আচার্য্য সন্তান-গণ ও অভ্যাগত বৈষ্ণবগণ শ্রীগৌড়মণ্ডলের সম্মতি ও শ্রীগৌরোপাসনা শাস্ত্র-সদাচার-সম্মত এই মর্ম্মে ৩০/৪০ খানা ব্যবস্থাপত্র লইয়া বিরুদ্ধবাদী মন্ত্র-নাস্তিকগণের অসার কথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে শ্রীগৌরমন্ত্র অনাদি-কাল-প্রসিদ্ধ—শ্রীগৌরোপাসনা গুরু পরম্পরা প্রচলিত; সুতরাং তাহাদের মুখের কথায় বৈষ্ণবজগত যাহাতে প্রতারিত হইয়া অধঃপাতে যাইতে না পায়, তজ্জন্য শ্রীবৃন্দাবনধামের আচার্য্য ও বৈষ্ণববৃন্দ প্রকাশ্য সভায় সমবেত হইয়া একটি ব্যবস্থাপত্র স্বাক্ষর করেন এবং তাহার মর্ম্ম শ্রীগৌড়মণ্ডলের মুখ্য মুখ্য স্থান সমূহে জ্ঞাপন করান। সেই সময়েই—বিদ্যার বিলাসভূমি সর্ব্ব গৌরবসম্পন্ন শ্রীধাম নবদ্বীপ ও ভট্টপল্লীর স্বনামধন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও শ্রীগৌরাঙ্গের ধ্যান মন্ত্রে শ্রীগৌরাঙ্গোপাসনা একান্ত কর্ত্তব্য এবং শ্রীগৌরমন্ত্র শাস্ত্রসম্মত এই মর্ম্মে এক ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন। ইদানীং প্রায় বৎসরা-ধিককাল পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধ্যান মন্ত্রবিরোধী কোন কোন আচার্য্যসন্তান 'গৌরমন্ত্র নাই' এই কথা প্রচার করায় আচার্য্য বৈষ্ণব ও ভক্তবৃন্দ মর্ম্মাহত হয়েন, তাই তাঁহাদের পক্ষ হইতে শ্রীখণ্ডগৌরগণ হিতৈষিণী সভার সমুদ্যোগে বিরোধীগণের মতের মূলোৎপাটন করিবার জন্য ও যাহাতে ভবিষ্যতে বৈষ্ণব জগতকে আর বিড়ম্বিত হইতে না হয় তদভিপ্রায়ে সন১৩২০ সালের ২৬শে হইতে ২৮শে মাঘ শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীগৌরমন্ত্রের বিচার সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সেই সভায় বাদী নিরাশ করিয়া অনুকূল পক্ষ জয়লাভ করেন। সভার পূর্ব্বে শ্রীখণ্ডগৌরগণ হিতৈষিণী সভা প্রায় সমস্ত পাটবাড়ীর স্বাক্ষর গ্রহণ করেন এবং অধিবেশনের শেষে—সভাস্থলে সমবেত আচার্য্যসন্তানগণ বৈষ্ণবগণ ও ভক্তগণ ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত করিয়া স্বাক্ষর করেন। গৌরগণ! ভক্তগণ! আপনাদের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন যেন আর কেহ

বিরোধীদের কথায় কর্ণপাত না করেন। শ্রীগৌরোপাসনা ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই, শ্রীগৌরাঙ্গ উপাসনা না করিলে চিরদিনই আমরা অধন্য রহিব, আমাদের জন্যই শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলিয়াছেন—

অপ্যগণ্যমহাপুণ্যমনন্যশরণং হরেঃ।
অনুপাসিতচৈতন্যমধন্যং মন্যতে মতিঃ॥

শ্রীগৌরোপাসনা বিষয়ক * ব্যবস্থাপত্রসমূহ সাধারণে বিতরণের জন্য প্রকাশ করা হইল। শ্রীগৌরমন্ত্র বিষয়ে ক্রমদীপিকা, ঊর্দ্ধাম্নায় তন্ত্র, ঈশান সংহিতা, অনন্তসংহিতা, রুদ্র যামল, ব্রহ্ম যামল ও ভক্তিচন্দ্রিকা পটল প্রভৃতি ভূরি ভূরি প্রামাণিক গ্রন্থ আছে। ভক্তিচন্দ্রিকা পটল খণ্ডবাসী ঠাকুর শ্রীনরহরি মুখোদ্গীর্ণ। এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে—সত্বরে প্রকাশিত হইবে।

সম্পাদক—

শ্রীখণ্ডগৌরগণ-হিতৈষিণী সভা।

শ্রীসম্পাদক মহাশয়ের এই লিখন ক্রমেই শ্রীগৌরমন্ত্র ব্যবস্থাপত্র সমূহ উদ্ধৃত করা হইতেছে—

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গনিত্যানন্দাদ্বৈতচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীপ্রভুত্রয়ের জন্মদিনে উপবাস এবং প্রভুত্রয়ের মন্ত্র ও গায়ত্রী ও ধ্যান প্রভৃতি অশাস্ত্রীয় ও অকর্ত্তব্য বলিয়া শ্রীবৃন্দাবনস্থ কয়েকজন যে একটি উৎপাত উঠাইয়া ছিলেন তাহার মিমাংসার জন্য শ্রীগৌড়মণ্ডল হইতে ৩০/৪০ খানা ব্যবস্থাপত্র আনয়ন করা হয় এবং শ্রীশ্রীচুরাশীক্রোশ ব্রজমণ্ডলস্থ সমস্ত বৈষ্ণবগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আনয়ন করা হইয়াছিল, ১২৯৮ সালে অগ্রহায়ণ মাসে ৭।৮ দিন পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীবৈষ্ণবমণ্ডলীর বিরাট সভা হয়, তন্মধ্যে ২৪শে অগ্রহায়ণে একটি প্রতিজ্ঞাপত্র লেখা হয়, তাহাতে এরূপ লেখা

* শ্রীধাম বৃন্দাবনের পূর্ব্ব সংগৃহীত ব্যবস্থাপত্র, শ্রীধাম নবদ্বীপের পূর্ব্ব সংগৃহীত পণ্ডিত-মণ্ডলীর ব্যবস্থাপত্র, পাটবাড়ী সমূহের স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপত্র ইদানীন্তন নবদ্বীপ বিচার সভার ব্যবস্থাপত্র একত্রে প্রকাশিত হইল।

ছিল আমরা চিরকাল হইতে শ্রীশ্রীপ্রভুত্রয়ের জন্মদিনে উপবাস করিয়া থাকি এবং প্রভুত্রয়ের মন্ত্র গায়ত্রী প্রভৃতি শ্রীগুরুদেব হইতে পাইয়া আরাধনা করিতেছি এবং আমাদের স্ব স্ব গুরুদেব নিজ নিজ গুরুদেব হইতে এবং তাঁহারাও নিজ নিজ শ্রীগুরুদেব হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ইহা আমরা শুনিয়াছি, অতএব আমাদের গুরুপরম্পরাদ্বারা এবং শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা ও সদাচার দ্বারা যাহা সিদ্ধ হইয়াছে আমাদের সম্মতি তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য আর যাঁহারা প্রভুত্রয়ের মন্ত্র উপবাসাদি মানিবেন না তাঁহাদের সঙ্গে আহার ব্যবহার চলিবে না, মার্গশীর্ষ শুক্লা নবমী সম্বৎ ১৯৪৮ বাঙ্গলা ২৪শে অগ্রহায়ণ ১২৯৮ সাল এই প্রতিজ্ঞাপত্রে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনস্থ সমস্ত শ্রীপ্রভুসন্তানগণ এবং সমস্ত শ্রীদেবালয়ের কামদারগণ এবং প্রধান প্রধান কুঞ্জবাসীগণ এবং ব্রজবাসীগণ এবং শ্রীচারি-সম্প্রদায়ের মহান্তগণ স্বাক্ষর করিয়াছিলেন অবশেষে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সেবাধিকারী শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামীজীউ শ্রীশ্রীরাধাদামোদরের মন্দিরে বসিয়া সমস্ত পঞ্চগণের সম্মুখে নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া এই পক্ষকে পোষণ করিয়াছিলেন এই প্রতিজ্ঞাপত্রখানা কোনক্রমে শ্রীগোবিন্দজীউর ভাণ্ডার হইতে শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষুদিরাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অতত্ত্বাবধান হইতে বিনষ্ট হইয়াছে উক্ত বাবুজী আচার্য্যগণ ও বৈষ্ণবগণের সন্তোষার্থ সেইরূপ কাগজখানা প্রস্তুত করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সেইজন্য আপনারা এই কাগজে স্বাক্ষর করিয়া সনাতন ধর্ম্মের রক্ষা করিবেন।

আসামী	গ্রাম	আসামী	গ্রাম
শ্রীমধুসূদন গোস্বামী		শ্রীঅদ্বৈতদাস	মুখরাই
শ্রীধাম বৃন্দাবন, শ্রীরাধারমণ মন্দির		শ্রীঅর্জ্জুন দাস	বনসিংহ
শ্রীবনমালী গোস্বামী	”	* * *	* *
গোস্বামী দামোদরলাল শাস্ত্রী	”	শ্রীবিশ্বম্ভর দাস	কুশী
ইত্যাদি।		ইত্যাদি।	

এইরূপে ব্রজচুরাশীক্রোশের প্রধান প্রধান গোস্বামী ও বৈষ্ণবগণের স্বাক্ষর সংখ্যা ৪৪২ ঐ ছাপাপত্রে আছে। গ্রন্থবিস্তার ভয়ে সে সকল উদ্ধৃত করিলাম না।

ওঁ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরো বিজয়তাং।

১২৯৮ সাল। শ্রীধাম নবদ্বীপ।

প্রশ্নঃ—

শ্রীগৌরাঙ্গদেব মহাপ্রভুকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া পূজাদি করিতে পারা যায়, কি পৃথক্‌রূপে করা উচিত।

অস্যোত্তরং—

শ্রীগৌরাঙ্গদেবস্য মহাপ্রভোর্ভিন্নরূপত্বাৎ পৃথক্ রূপেণ তস্য ধ্যানপূজাদিকং কার্য্যং নতু শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রাদিনেতি বিদুষাং পরামর্শঃ

অত্র প্রমাণং—তোষণীধৃতনারদপঞ্চরাত্রং যথা—

মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ।

অপিচ শ্রীমদ্ভাগবতে—

মানসঃ সর্ব্বভূতানাং বাসুদেবঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ।
স এব দেবতালিঙ্গৈর্নামরূপবিকল্পিতৈঃ।
ইজ্যতে ভগবান্ পুম্ভিঃ স্ত্রীভিশ্চ পতিরূপধৃক্॥ ইত্যাদি।

আসামী	গ্রাম	আসামী	গ্রাম
পদরত্নোপাধিক—		তর্করত্নোপাধিক—	
শ্রীযুক্তমথুরানাথশর্ম্মণাং	নবদ্বীপ	শ্রীউমেশচন্দ্রশর্ম্মণাং	নবদ্বীপ
ইত্যাদি।		ইত্যাদি।	

এই পত্রে শ্রীনবদ্বীপবাসী বিশিষ্ট বিশিষ্ট গোস্বামী ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের স্বাক্ষর সংখ্যা ২৬ এবং কাটোয়া প্রভৃতি ৮টী গ্রামের গোস্বামী ও পণ্ডিতগণের স্বাক্ষর সংখ্যা ১৩।

এবং ঐ বঙ্গীয় প্রশ্ন—

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব মহাপ্রভুকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া পূজাদি করা যাইতে পারে, কি পৃথক্‌রূপে তাঁহার ধ্যান পূজাদি করা উচিত।

ইহার উত্তর—

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু ভিন্নরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অতএব তাঁহার পৃথক্‌রূপে ধ্যান মন্ত্র পূজা জন্মোৎসবাদি করা উচিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আসামী	গ্রাম	আসামী	গ্রাম
বড়আখড়ার মোহান্ত—		শ্রীবলাঙ্গণের মোহান্ত—	
শ্রীগোবিন্দদাস বৈষ্ণব	নবদ্বীপ	শ্রীহরিদাস বৈষ্ণব	নবদ্বীপ
ইত্যাদি।		ইত্যাদি।	

এই পত্রে প্রধান প্রধান মোহান্ত, ও বৈষ্ণবগণের স্বাক্ষর সংখ্যা ২৫।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরো বিজয়তাং।

শ্রীধাম নবদ্বীপ।

ব্যবস্থাপত্রং।

কলিযুগ-পাবনাবতারস্য পরমপুমর্থপ্রেমবিতরণপরায়ণস্য পূর্ণব্রহ্মস্বরূপস্য গৌর-ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য যাশোদেয়শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রধ্যানাদিতঃ পৃথঙ্মন্ত্রধ্যানাদি-কমপহ্নুবানানামিতরেষাং মায়য়া বিপ্লুতমতীনামবিদিতশাস্ত্রতয়া ধ্যানীয়মন্ত্রণীয়-ভেদাৎ ধ্যানমন্ত্রাদিভিন্নতায়াঃ শাস্ত্রসিদ্ধত্বমনবগচ্ছতাং মতিবিপ্লুতানাশয়ান্ নিরাকরিষ্ণবঃ।

মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।

রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুত ইত্যাদিনারদপঞ্চরাত্রবচনৈঃ।

মানসঃ সর্ব্বভূতানাং বাসুদেবঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ।

স এব দেবতালিঙ্গৈর্নামরূপবিকল্পিতৈঃ।

ইজ্যতে ভগবান্ পুম্ভিঃ স্ত্রীভিশ্চ পতিরূপধৃগিত্যাদিশ্রীমদ্ভাগবত-

বচনাদিভিশ্চ কৃষ্ণগৌরয়োর্ম্মন্ত্রধ্যানাদিপার্থক্যং ব্যবস্থাপয়াম:।

উপোদ্বলয়ামশ্চৈনাং ব্যবস্থাম্

এবং যুগানুরূপাভ্যাং ভগবান্ যুগবর্ত্তিভিঃ।

মনুজৈরিজ্যতে রাজন্ শ্রেয়সামীশ্বরো হরিরিতিভাগ-

বতীয়প্রমাণতল্লজেনেতি

শ্রীমন্ মাধ্বগৌড়েশ্বরসম্প্রদায়সিদ্ধান্তবিদুষাং বিদুষাং পরামর্শঃ

কলিযুগেঽস্মিন্ বৈষ্ণবজনোপাস্যতয়া সুপ্রসিদ্ধস্য স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীমৎকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবস্য স্বতন্ত্রধ্যানমন্ত্রাভ্যাং সহোপাসনা পদ্ধতিরনাদিকালত এব সর্ব্বত্র প্রথিতাস্তি সাতু শাস্ত্রসম্মতা সদাচারসিদ্ধাচেত্যেবং বিজ্ঞায় বয়মত্র স্বনামাক্ষর-সন্নিবেশং কুর্ম্ম ইতি। ১৩২০ সাল, ২০শে মাঘ।

স্বাক্ষরকারীর তালিকা।

আসামী	গ্রাম
শ্রীনিত্যানন্দবংশীয় গোস্বামীবর্গ।	
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র গোস্বামী	কলিকাতা
ইত্যাদি।	
শ্রীজ্যোতিকৃষ্ণ গোস্বামী	মানকর
ইত্যাদি।	

এই পত্রে স্বাক্ষরকারীগণের নাম সংখ্যা প্রায় ১০০। শ্রীগৌড়মণ্ডলের শ্রীনবদ্বীপ ও প্রায় সমস্ত পাটবাড়ী স্থানে স্থিত প্রধান প্রধান গোস্বামী পণ্ডিত ও ভক্তগণের স্বাক্ষর দেখা যায়, শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীমধুসূদন গোস্বামী, (সার্ব্বভৌম) প্রভৃতির এবং পুরীধামের শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস গোস্বামী স্বাক্ষরও আছে। আমরা শুনিয়াছি শ্রীনবদ্বীপস্থ শ্রীসোনার গৌরাঙ্গ মন্দিরে এই সভা হইয়াছিল।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গের স্বতন্ত্র মন্ত্র ও ধ্যানাদিদ্বারা তাঁহার উপাসনা হয় ইহা শাস্ত্র ও সদাচার প্রমাণে দেখান হইল। এক্ষণে "অন্তঃকৃষ্ণ" শ্লোক ব্যাখ্যার অবশিষ্ট অনুবাদ প্রকাশ করা হইতেছে—

অতএব পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র বাক্য সমূহের সমন্বয় থাকাহেতু শ্রীগৌরাঙ্গের পরমেশ্বরত্ব ও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাববিশেষত্ব সিদ্ধ হইতেছে। এই সকল শাস্ত্র বাক্যগত পদসমূহের শ্রীগৌরাঙ্গবিষয়ত্ব যথার্থরূপে বোধ হইতেছে অর্থাৎ এই সকল শাস্ত্র বাক্যেই শ্রীগৌরাঙ্গ প্রতিপাদিত হইতেছেন, ইহাতে অর্থান্তর কল্পনা করা উচিত নহে। কল্পনা করিলে শ্রুতহানি অশ্রুত কল্পনা প্রসঙ্গ হইবে। দ্বাপরে যিনি কৃষ্ণ তিনিই কলিযুগে গৌরাঙ্গ, ইহা শাস্ত্রবিদ্‌গণের তাৎপর্য্য (অভিপ্রায়)। অতএব যথোচিত ধ্যানমন্ত্রাদিযোগে শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য অকরণে প্রত্যবায় অনিবার্য্য বুঝিতে হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনা নিষ্ফল এইরূপ বলা সাহস মাত্র।

যে সকল কৌলটের (কুলটা মতি কর্ত্তৃক চালিত) অর্থাৎ মতিভ্রষ্ট ব্যক্তি তাহারা শ্রীকৃষ্ণ ভজনকে ছলনাতিশয় করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্বকে অন্যথা করিতে চায় অর্থাৎ অন্য প্রকার কল্পনা করে, এবং ভাবসিন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গের বিভিন্ন ভাবোত্থ বাক্যাবলী চিন্তা করিয়া বলে—ঐ গৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের দাস, তিনি পরমেশ্বর নহেন বলিয়া জল্পনা করে। মতিভ্রষ্ট ব্যক্তিরা আরও বলে মৃদঙ্গকরতালাদিদ্বারা যে সংকীর্ত্তন করা হয় উহা ধর্ম্মের অঙ্গ নহে এইরূপ স্বীয় দলগত কল্পিত বাক্যবলে সংকীর্ত্তন যজ্ঞের অপকৃষ্টতা সাধন করিয়া থাকে। শ্রীগৌরাঙ্গকে মৎস্যাদির ন্যায় অবতাররূপে কিম্বা সাধারণ মনুষ্যরূপে চিন্তা করিয়া থাকে। আচার্য্যবরেণ্য তাহাদের গণ্ডস্থলে (গালে) চাপড়মারার মত শ্রীগৌরাঙ্গের সিদ্ধান্তসম্বলিত তত্ত্ব মহিমা যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি……শ্লোকে বলিয়াছেন। "দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্" এই বিশেষণ দ্বারা সন্দর্ভকার শ্রীগৌরাঙ্গের পরমেশ্বরত্ব জ্ঞাপন করাইতেছেন। অলৌকিক গুণগণ যুক্ত ও ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ শ্রীগৌরাঙ্গকে যাহারা পরমেশ্বর বলিয়া জানে না তাহারা সত্ত্বগুণ বিবর্জ্জিত অভক্তই (অসুরই)। ভগবত্তত্ত্বসম্বন্ধে অসুরদের যে বোধ জন্মে না, তাহা

শ্রীযমুনাচার্য্য "ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ" ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীগৌরাঙ্গের স্তব।

যথা—(ভাঃ ১১।৫।৩৩, ৩৪)

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা টীকা—হে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং বন্দে। কীদৃশং? সদা ধ্যেয়ং পরমকারুণিকত্বাৎ। যতঃ পরিভবঘ্নং সংসারজন্যতিরস্কারনাশকং। অভীষ্টদা উহা বিতর্কোঽপি যস্য তথা তং। পুনঃ কীদৃশং? তীর্থাস্পদং তীর্থং পুরুষোত্তমক্ষেত্রং তদেব আস্পদং যস্য। শিবং ক্ষেমং বিরচয়তীতি শিববিরিঞ্চিঃ পৃষোদরাদিঃ। এতদেব নুতমত এব শরণ্যং শরণার্হং ভৃত্যানামার্ত্তিহং। হে প্রণতপাল! অতো ভবাব্ধিপোতম্।

সারার্থদর্শিনীটীকায়াং শ্লেষেণ—অস্যাপ্যবতারস্যাপ্যনেন স্তুতিনতী যথা—হে মহাপুরুষ হে পরমহংস মহামুনীন্দ্র! শিববিরিঞ্চিনুতং আচার্য্যহরিদাসাভ্যাং স্তুতম্ অন্যংসমানম্।

অর্থঃ—এই অবতারের (শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের) এই শ্লোকে (ও পরবর্ত্তী শ্লোকে) স্তুতি ও নতি উক্ত হইয়াছে। যথা—হে মহাপুরুষ হে পরমহংস মহামুনীন্দ্র! এই মহাপুরুষ শব্দের আর একটী অর্থ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থের টীকায় দেখা যায়—হে মহাপুরুষ স্বেশ্বরতাসূচকচিহ্ন-দীর্ঘ-ভুজগ্রীবাদ্যবয়ব! অর্থাৎ যাঁহার ঈশ্বরতাসূচক চিহ্ন—দীর্ঘ ভুজ ও গ্রীবাদি অবয়ব তিনি মহাপুরুষ। শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যভাব প্রকট সময়ে তদীয় মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গের মহাপুরুষত্ব লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন—

বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষ-ভূষণ।
এই শিশু অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ॥

তথাহি সামুদ্রকে তৃতীয়শ্লোকে—

পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্ব-পৃথু-গম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্ ॥

অর্থঃ—নাসা, ভুজ, হনু (কপোলের উর্দ্ধভাগ), নেত্র ও জানু এই পাঁচটী দীর্ঘ। ত্বক্, কেশ, অঙ্গুলিপর্ব্ব, দন্ত ও রোম এই পাঁচটী অঙ্গ সূক্ষ্ম। নেত্রান্ত, পাদকরতল, তালু, অধর, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও নখ এই সাত অঙ্গ রক্ত। বক্ষ, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি ও মুখ এই ছয় অঙ্গ উন্নত। গ্রীবা, জঙ্ঘা ও শিশ্ন এই তিন অঙ্গ হ্রস্ব। কটি, ললাট ও বক্ষ এই তিন অঙ্গ বিস্তীর্ণ। নাভি, স্বর ও বুদ্ধি এই তিন অঙ্গ গম্ভীর; এই সমুদায়ে বত্রিশ চিহ্নযুক্ত মহাপুরুষ।

নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্তচরণ।
এই শিশু সর্ব্বলোকের করিবে তারণ॥
এইত করিবে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার। চৈঃ চঃ আঃ ১৪
দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাতে
চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে॥
ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল হয় তার নাম।
ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল তনু চৈতন্য গুণধাম॥ ঐ আঃ ৩

শ্রুতিপ্রমাণেও শ্রীমন্মহাপ্রভু মহাপুরুষ নামে আখ্যাত—মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৩।১২। হে মহাপুরুষ আপনার চরণারবিন্দ বন্দনা করি। তাহা সদা ধ্যেয়, যেহেতু আপনি পরম কারুণিক। আপনার শ্রীচরণারবিন্দ ধ্যান হইতে সংসার জন্য তিরস্কার নাশ হইয়া থাকে। ঐ পাদপদ্ম ধ্যাতাগণের সর্ব্বাভীষ্ট পূরক বা সর্ব্বাভীষ্ট দাতা। অথবা অভীষ্টদ-রূপ বিচার যাঁহার (যে পাদ পদ্মের) আছে। ঐ পাদপদ্ম গঙ্গাদি সর্ব্বতীর্থের আশ্রয় অথবা পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বিরাজমান, সকলের মঙ্গলবিধান কর্ত্তা কিম্বা শিব ও ব্রহ্মাকর্তৃক অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীহরিদাস ঠাকুর কর্ত্তৃক স্তুত, শরণ্য (আশ্রয় যোগ্য), ভক্ত মাত্রের দুঃখ নাশক ও ভবসাগরের পোতস্বরূপ।

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা টীকা—ত্যক্ত্বেতি। আর্য্যঃ সন্ন্যাসোপদেষ্টা তস্য বচসা ভবান্ অরণ্যং যদগাৎ, কিং কৃত্বা সুদুস্ত্যজা সুরেষপি ঈপ্সিতং বাঞ্ছিতং রাজ্যং শোভমানত্বং যস্যাঃ সুরেপ্সিতরাজ্যা সা চ সা লক্ষ্মীনাম পত্নী তাং ত্যক্ত্বা রাজতীতি রাট্ তস্য ভাবো রাজ্যং শোভমানত্বং। ভবান্ কীদৃশঃ? ধর্ম্মিষ্ঠঃ ধর্ম্মে স্থিতঃ। অরণ্যং গত্বা কিমকরোদিত্যাহ—ঈপ্সিতং মনোঽভিলষিতং নীলাদ্রিমন্বধাবৎ। কীদৃশং? মায়য়া অমৃগমমৃগ্যং নিগুর্ণমিত্যর্থঃ। (ভাঃ ১১।২৫।২৫) 'মন্নিকেতন্তু নিগুর্ণম্' ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ। দয়া অস্যাস্তীতি দয়ী, মায়াদিত্বাদিন্, অথবা দয়নং দয়ঃ সোঽস্যাস্তীতি তথা তস্য ভাবো দয়িতা তয়া বিশিষ্টঃ পরমকৃপালুরিত্যর্থঃ। ইতি বহিরঙ্গাণাং দুঃসহমিতি তদুক্তা এবমমর্থমন্তর্জীবন্তি।

অর্থঃ—আপনি সন্ন্যাসোপদেষ্টার (শ্রীকেশবভারতীর) বাক্যে সুদুস্ত্যজা স্বীয়পত্নী শ্রীলক্ষ্মীকে অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করিয়া অরণ্য গমন করিলেন অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। যে শ্রীলক্ষ্মীর শোভমানত্ব দেবগণেরও বাঞ্ছিত। আপনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বাভিলষিত নিগুর্ণ স্থান শ্রীনীলাদ্রি (শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র) গমন করিলেন। হে মহাপুরুষ আপনি সর্ব্বদা স্বীয় ভক্তিধর্ম্মে স্থিত আছেন আপনি পরম দয়ালু আপনার শ্রীচরণারবিন্দ বন্দনা করি।

টীকাকার বলেন—এই দুই শ্লোকের অর্থ অভক্তগণের পক্ষে দুঃসহ হইলেও শ্রীগৌরাঙ্গভক্তগণের এই প্রকার অর্থ জীবনস্বরূপ বুঝিতে হইবে।

শ্রীপাদবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃতা সারার্থদর্শিনী টীকা—শ্লেষপক্ষে — অসুভ্যঃ প্রাণেভ্যোঽপি দুস্ত্যজা চ। সুরৈরপি ঈপ্সিতং রাজ্যং স্বকান্তেন সহ বিরাজমানত্বং যস্যাঃ সা চ লক্ষ্মীস্তাং ত্যক্ত্বা যৎ যঃ অরণ্যমগাৎ। তত্র হেতুঃ আর্য্যস্য বিপ্রস্য বচসা "তব সর্ব্বমপি গার্হস্থ্যসুখং ধ্বস্তং ভবত্বিতি যজ্ঞোপবীতং ত্রোটনপূর্ব্বকং যৎ শাপবচস্তেন।" ধর্ম্মিষ্ঠঃ ধর্ম্মবতাং মধ্যে অতিশয়েন শ্রেষ্ঠঃ।

বিপ্রবাক্যং যা অন্যথা ভবত্বিতি কৃতশাপস্বীকার ইত্যর্থঃ। গত্বা কিমকরোদিত্যত আহ মায়েতি। মায়াং কলত্রপুত্রাদিরূপাং মৃগাতি অন্বেষতীতি মায়ামৃগঃ সংসরাবিষ্টো জনস্তমন্বধাবৎ। কীদৃশং দয়া অতিশয়েনাস্তীতি দয়ী তস্য ভাবো দয়িতা তয়া হেতুনা ঈপ্সিতং স্বাভিলষিতং আলিঙ্গনমিষেণ স্বস্পর্শং দত্বা সংসারাব্ধৌ পতিতমপি তং প্রেমাব্ধৌ পাতয়িতুমিতি নিরুপাধি মহাকারুণ্যং দ্যোতিতম্।

অর্থঃ—প্রাণসমূহ হইতেও দুস্ত্যজা স্বকান্তের সহ বিরাজমানা এবম্ভূতা শ্রীলক্ষ্মীকে (বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে) ত্যাগ করিয়া যিনি অরণ্যে (নীলপর্ব্বতে) গমন করেন অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক নীলাচলে বাস করেন। কারণ কোন এক ব্রাহ্মণ এক সময়ে শ্রীবাস প্রাঙ্গণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্য দর্শন না পাইয়া সময়ান্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দেখিয়া সক্রোধে যজ্ঞোপবীত ত্রোটনপূর্ব্বক অভিশাপ করেন—"তোমার সর্ব্বপ্রকার গার্হস্থ্য সুখ ধ্বংস হউক।" যিনি ঐ বিপ্রের অভিশাপ বাক্যকে অন্যথা না করিয়া স্বয়ং গ্রহণ করিলেন; যেহেতু তিনি ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ। যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পুত্রকলত্রাদি মায়াকে অন্বেষণকারী সংসারাবিষ্ট জনগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রেম দিতে ধাবমান হইয়া ছিলেন; যেহেতু তিনি পরম দয়ালু। এই কারণে সংসারসাগরে পতিত জনগণকে আলিঙ্গন দানছলে স্বীয়স্পর্শ দান করিয়া তাহাদিগকে প্রেমসাগরে পাতিত করিতে যাঁহার অভিলাষ জন্মিয়াছিল, হে মহাপুরুষ সেই পরম দয়ালু আপনিই; অতএব আপনার শ্রীচরণারবিন্দ বন্দনা করি।

এই স্তবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিরুপাধি মহাকারুণ্যই প্রকাশ পাইতেছে।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থের টীকায় টীকাকার শ্রীপাদ আনন্দী গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্তবরূপে এই দুই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শেষ শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐ ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি।

ত্যক্ত্বেত্যাদির ব্যাখ্যা—হে মহাপুরুষ স্বেশ্বরতাসূচকচিহ্নদীর্ঘ-ভুজগ্রীবাদ্যবয়ব! হে ধর্ম্মিষ্ঠ যুগধর্ম্মপালক! হে আর্য্য সর্ব্বাবতারশ্রেষ্ঠ! স্বপ্রেমদানেনাপামর-কৃতার্থীকৃতত্বাৎ। তে চরণারবিন্দং বন্দে। যদিত্যব্যয়ং যঃ সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিত-

রাজ্যলক্ষ্মীং ত্যক্ত্বা বচসা বাঙ্মাত্রেণৈবানায়াসেনারণ্যং বৈরাগ্যমগাৎ প্রাপ্তবান্ কৃতবান্ বা করোতীত্যর্থস্য সর্ব্বধাত্বনুগতত্বাৎ। অরণং শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মশরণমর্হতীতি অরণ্যং বৈরাগ্যম্। সুদুস্ত্যজং সুরাণামীপ্সিতং প্রাপ্তুমিষ্টং রাজ্যং মহারাজাদি-সম্পৎ যস্যাঃ সা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যা সা চাসৌ লক্ষ্মীশ্চেতি তাং বিষ্ণুপ্রিয়াম্। মায়য়া মৃগমন্বেষণমন্বধাবৎ। দয়িতা প্রেমভক্তিস্তয়া ঈপ্সিতং যথা স্যাৎ তথা অন্বধাবৎ দূরীকৃতবানিত্যর্থঃ অন্তর্ভাব্যণ্যর্থত্বাৎ। য এবমেবং কৃতবান্ তস্য চরণারবিন্দং বন্দে। ইতি কলিকালোপাস্য-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণবন্দনং প্রকটিতং শ্লোকদ্বয়েনেতি। অবতারান্তরবন্দনব্যাখ্যাত্বাচ্ছন্নাবতারত্বেন নাভিপ্রায়িকী; অন্যথা অন্যদুক্তমন্যদ্ব্যাখ্যাতমিতি ন্যায়স্যাবসরঃ।

অর্থঃ—হে মহাপুরুষ! অর্থাৎ স্বীয় ঈশ্বরতা চিহ্নযুক্ত দীর্ঘ ভুজ ও গ্রীবাদি অবয়ববিশিষ্ট! হে ধর্ম্মিষ্ঠ! অর্থাৎ যুগধর্ম্মপালক! হে আর্য্য! সর্ব্বাবতার শ্রেষ্ঠ! যেহেতু আপনি আপামর সকলকে ব্রজপ্রেমদানে কৃতার্থ করিয়াছেন; আপনিভিন্ন কোনও অবতার কোনও কালে এই প্রকার প্রেম দান করিয়া সকলকে কৃতার্থ করেন নাই, এই কারণে আপনি সর্ব্বাবতার শ্রেষ্ঠ, আপনার চরণারবিন্দ বন্দনা করি। 'যৎ' এই শব্দটী অব্যয়, উহার অর্থ যঃ (যিনি)। যিনি দেবগণের বাঞ্ছিত সুদুস্ত্যজ রাজ্য লক্ষ্মীকে ত্যাগ করিয়া বাঙ্মাত্রে অর্থাৎ অনায়াসে অরণ্য প্রাপ্ত হইলেন অর্থাৎ বৈরাগ্য গ্রহণ করিলেন। 'অগাৎ' এই ক্রিয়াপদের অর্থ প্রাপ্তবান্ বা কৃতবান্। কৃ ধাতুর অর্থ সর্ব্ব-ধাতুর অনুগত হইয়া থাকে; এই কারণে বৈরাগ্য গ্রহণ বা স্বীকার করিয়াছেন, এই অর্থ প্রকাশ পায়। শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণযোগ্যতা লাভের নাম অরণ্য অর্থাৎ বৈরাগ্য। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং ভগবান বলিয়াই কেবল অসীম কারুণ্য গুণে জীব হিতার্থ তাদৃশ বৈরাগ্য ব্যঞ্জক সন্ন্যাসাশ্রম স্বীকার করিয়াছেন ইহাই তাৎপর্য্য। যে লক্ষ্মীর রাজ্য অর্থাৎ মহারাজাদিসম্পৎ দেবগণের অভিলষণীয়, সেই সুদুস্ত্যজা লক্ষ্মীকে (শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে) যিনি ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আর কি করিয়াছেন তাহা বলা হইতেছে—মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবৎ। অনু, হীনার্থে অব্যয়। অধাবৎ ক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভূত ণ্যর্থ আছে। অন্বধাবৎ বলিতে অনুধাবন

রহিত করা অর্থ বুঝায়। টীকাকার ইহাকে তাৎপর্য্যার্থে 'দূরীকৃতবান্' অর্থ করিয়াছেন। এই অংশের অর্থ—যিনি দয়িতাদ্বারা অর্থাৎ প্রেমভক্তিদ্বারা জীবগণের ঈপ্সিত (অভিলষিত) মায়ান্বেষণ দূর করিয়াছেন। যিনি এই প্রকার করিয়াছেন তাঁহার চরণকমল বন্দনা করি। এই শ্লোকদ্বয়ে বৈবস্বতমন্বন্তর অষ্টাবিংশচতুর্যুগীয় কলিকালের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা প্রকটিত হইয়াছে। এই দুই শ্লোকে অবতারান্তর অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনাপর ব্যাখ্যা যে দেখা যায়, ঐ ব্যাখ্যা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচ্ছন্নাবতারতা জন্যই বুঝিতে হইবে। শ্রীরামচন্দ্র-স্তবপর ব্যাখ্যা বক্তা শ্রীকর ভাজনের অভিপ্রায় নহে। তিনি সত্যাদিযুগক্রমে অবতার ও তদীয় স্তব বর্ণন করিয়াছেন। সত্যাদি যুগত্রয়ের স্তব যদি যথাক্রমে থাকে, কলিযুগীয় স্তব ব্যতিক্রম হইবে কেন? শ্রীকরভাজন দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ এবং দ্বাপর যুগোপযোগী স্তব উল্লেখ করিয়া কলিযুগীয় অবতারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং যথাক্রমে কলিযুগ অবতারের স্তবও বলিয়াছেন। তবে কলিযুগ অবতারের কথা উপক্রম করিয়া ত্রেতাযুগ অবতারের কথা স্তবে বর্ণিত হইলে অসঙ্গত হইবে। কেহ এক জিনিস খাইয়া অপর জিনিস বমন করে না, যাহা খায় তাহাই বমন করে। সেইরূপ কলিযুগ অবতারের প্রসঙ্গে তাঁহারই স্তব। ইহাকে ত্রেতাযুগ অবতার শ্রীরামচন্দ্র পর অর্থ করিলে—এক জিনিস খাইয়া অপর জিনিস বমন করার ন্যায়ের অবসর ঘটিবে অর্থাৎ অসঙ্গত বা বিসদৃশ অর্থ প্রকাশ পাইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীগৌরাঙ্গের স্বয়ং ভগবত্তা প্রকাশক স্তব শ্রবণ করিয়া সম্ভবতঃ গৌরবিরোধীগণের গাত্র দাহ হইবে। ঐ দাহ বৃদ্ধির জন্য আরও শাস্ত্রবাক্য প্রকাশ করিতেছি—

সর্ব্বজ্ঞ মুনি শ্রীবৈশম্পায়ন **শ্রীবিষ্ণুসহস্র নাম স্তোত্রে শ্রীগৌরাবতার সূচক নামমালা** প্রকট করিয়াছেন। যথা—

স্বর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তঃ নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥

শ্রীপাদ জীব গোস্বামীপ্রভু "কৃষ্ণবর্ণ শ্লোক ব্যাখ্যায়" ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদ আসন্ শ্লোকের (ভাঃ ১০।৮।১০) টীকায় এই বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, চৈঃ চঃ গ্রন্থাদিতেও এই বাক্য উদ্ধৃত আছে। চৈঃ চঃ গ্রন্থকার মতে এই শ্লোকে শ্রীগৌরাঙ্গের আদিলীলায়—সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ (গৌরাঙ্গ) বরাঙ্গ ও চন্দনাঙ্গদী এই চারিনাম, শেষ লীলায় সন্ন্যাসকৃৎ (পরিব্রাজক) শম শান্ত ও নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ এই চারি নাম প্রকাশ পাইয়াছে।

তপ্তহেমসমকান্তি প্রকাণ্ড শরীর।

* * * * *

আজানু লম্বিতভুজ কমল লোচন।
তিলফুল সম নাসা সুধাংশু বদন॥
শান্ত দান্ত নিষ্ঠা কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ।
ভক্তবৎসল সুশীল সর্ব্বভূতে সম॥
চন্দনের অঙ্গদ বালা চন্দন ভূষণ।
নৃত্যকালে পরি করে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন॥
এই সব গুণ লঞা মুনি বৈশম্পায়ন।
সহস্র নামে কৈল তাঁর নামের গণন॥
দুই লীলা চৈতন্যের আদি আর শেষ।
দুই লীলায় চারি চারি নাম বিশেষ॥ চৈঃ চঃ আঃ ৩

চৈঃ চঃ টীকাকার শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ ৪টী নামের অর্থ করিয়াছেন— সুবর্ণবর্ণঃ সুবর্ণং সুন্দরং কৃষ্ণবর্ণমিত্যর্থঃ। তং বর্ণয়তীতি সুবর্ণবর্ণঃ। বরাঙ্গঃ শ্রেষ্ঠাঙ্গঃ শমং ভগবন্নিষ্ঠতাবুদ্ধিঃ। নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ নিবৃত্তিপরায়ণঃ। অর্থ— সুবর্ণ সু—বর্ণ অর্থাৎ সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ, ইঁহাকে যিনি বর্ণন করেন তিনি সুবর্ণ-বর্ণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নামরূপলীলা বর্ণনকারী। বরাঙ্গ—শ্রেষ্ঠাঙ্গ। সম—ভগ-বন্নিষ্ঠতাবুদ্ধি। নিষ্ঠাদ্বারা শান্তিপরায়ণ—নিবৃত্তিপরায়ণ।

"নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ" এই অংশের পাঠান্তর "নিষ্ঠা শান্তিঃ পরায়ণম্" দেখা যায়। ইহাতে 'নিষ্ঠা' এক নাম 'শান্তিঃ' এক নাম 'ও পরায়ণ' এক নাম। এইরূপ পাঠান্তরে

এ শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ১০টী নাম প্রকাশ পায়। বিষ্ণুসহস্র নামস্তোত্রের ভাষ্যকার শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'সন্ন্যাসকৃৎ' ইত্যাদি পরার্দ্ধের ভাষ্যগত অর্থের উপক্রমে বলেন—অথ কৃষ্ণচৈতন্যতাং স্তোতয়ন্নাহ ষড়্‌ভিঃ। অর্থাৎ স্তোত্রকার ছয়টী নামে কৃষ্ণচৈতন্য স্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন।

'সুবর্ণবর্ণ' ইত্যাদি ১০টী নামের ভাষ্যগত অর্থ যথা—সুবর্ণস্যেব বর্ণো রূপমস্যেতি সুবর্ণবর্ণঃ। যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিমিতি শ্রুতেঃ। হেমবৎ স্পৃহণীয়ানি বর্ণাধিষ্ঠানান্যঙ্গানি যস্য স হেমাঙ্গঃ। বরাণি সৌন্দর্য্যবন্ত্যঙ্গানি অস্যেতি বরাঙ্গঃ। চন্দনে ভক্তচিত্তাহ্লাদকে অঙ্গদে অস্যেতি চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসং পরিব্রজ্যং করোতীতি সন্ন্যাসকৃৎ। শময়ত্যালোচয়তি রহস্যং হরেরিতি শমঃ। শম আলোচনে চুরাদিঃ। শাম্যত্যুপরমতি কৃষ্ণান্যবিষয়াদিতি শান্তঃ। নিতিষ্ঠন্ত্যস্যাং হরিকীর্ত্তনপ্রধানা ভক্তিযজ্ঞা ইতি নিষ্ঠা। কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধস ইতি স্মরণাৎ। শাম্যন্ত্যনয়া ভক্তিবিরোধিনঃ কেবালাদ্বৈতপ্রমুখা ইতি শান্তিঃ। মহাভাবান্তানাং ভাবভেদানাং পরময়নমিতি পরায়ণম্।

প্রত্যেক নামের ভাষ্যগত অর্থের অনুবাদ যথা—

সুবর্ণবর্ণ ঃ—সুবর্ণের ন্যায় বর্ণ অর্থাৎ রূপ ইঁহার আছে বলিয়া ইনি নামে সুবর্ণবর্ণ। যদা পশ্যঃ ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে ঈশ্বরের নাম রুক্মবর্ণ প্রমাণিত হইয়াছেন।

হেমাঙ্গ ঃ—শ্রীগৌরাঙ্গের বর্ণাধিষ্ঠান অঙ্গসমূহ হেমবৎ (সুবর্ণবৎ) স্পৃহণীয়, এই কারণে তাঁহার নাম হেমাঙ্গ।

বরাঙ্গ ঃ--এই শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গসমূহ সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ বলিয়া তিনি বরাঙ্গ।

চন্দনাঙ্গদী ঃ—ইঁহার বাহুভূষণ অঙ্গদদ্বয়ই চন্দন অর্থাৎ ভক্তগণের চিত্তাহ্লাদক এই কারণে ইঁহাকে চন্দনাঙ্গদী বল যায়।

সন্ন্যাসকৃৎ ঃ—ইনি পরিব্রজ্যা করেন বলিয়া ইঁহার নাম সন্ন্যাসকৃৎ।

শম ঃ—শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের রহস্য (নিগূঢ় প্রেমতত্ত্ব) আলোচনা করেন বলিয়া তাঁহার নাম শম। 'শম' ধাতু আলোচনার্থে চুরাদি।

শান্ত ঃ—শ্রীকৃষ্ণভিন্ন অন্য বিষয় হইতে উপরত থাকেন বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শান্ত।

নিষ্ঠা ঃ—ইহাতে হরিকীর্ত্তনপ্রধান ভক্তিযজ্ঞ সমূহ নিরন্তর অবস্থান করে বলিয়া ইহার (গৌরাঙ্গের) নাম নিষ্ঠা। অর্থাৎ হরিকীর্ত্তনপ্রধান ভক্তিযজ্ঞ সমূহ শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপ হইতে পৃথক্ নহে, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই নিরন্তর স্থিতি লাভ করে। এই কারণেই সংকীর্ত্তনপ্রধান ভক্তিযজ্ঞের শ্রীগৌরাঙ্গই প্রবর্ত্তক, ইহাই নিষ্ঠার অর্থ। ভাঃ ১১।৫।৩২ কৃষ্ণবর্ণ শ্লোকেও উক্ত আছে তিনি সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক। চৈঃ চঃ গ্রন্থকারও ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয় ছেন। (চৈঃ চঃ ১।৩)—

সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁরে যেই ভজে সেই ধন্য॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতের মঙ্গলাচরণেও উক্ত আছে—"সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ। অর্থাৎ সঙ্কীর্ত্তনের একমাত্র পিতা, ইত্যাদি উক্তিদ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে —এই গৌরাঙ্গাবতার ভিন্ন অন্য কোন অবতারে এতাদৃশ ব্রজপ্রেমরস বিভাবিত শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন প্রকট হন না। এতাদৃশ সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তকতা শ্রীগৌরাবতারের এক অসাধারণ লক্ষণ প্রকাশ পায় বুঝিতে হইবে।

শান্তি ঃ—ইহাদ্বারা ভক্তিবিরোধী কেবলাদ্বৈতবাদী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ প্রশমিত হয় বলিয়া ইহার (শ্রীগৌরাঙ্গের) নাম শান্তি।

পরায়ণ ঃ—মহাভাব পর্য্যন্ত যত প্রকার ভাবভেদ আছে, সকল প্রকার ভাবের পরমাশ্রয় বলিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গের নাম পরায়ণ।

শ্রীগৌরাবতারসূচক 'সুবর্ণবর্ণ' ইত্যাদি প্রতিটী নামের অর্থ অন্য কোন অবতারকে বুঝায় না বলিয়া প্রতিটী নামই শ্রীগৌরাবতারের অসাধারণ লক্ষণ বুঝিতে হইবে।

প্রশ্ন ঃ—শ্রীবিষ্ণুসহস্র নাম স্তোত্রে সুবর্ণবর্ণ ইত্যাদি শ্লোক সম্পূর্ণ নাই। ৯২ শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ 'সুবর্ণ' ইত্যাদি। এবং ৭৫ শ্লোকের পরার্দ্ধ 'সন্ন্যাসকৃৎ' ইত্যাদি। এক শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ আর এক শ্লোকের পরার্দ্ধ উভয়কে এক

করিয়া শ্লোক রচনা করাতে আর্ষবাক্যের ব্যতিক্রম হইয়াছে। ক্রমলঙ্ঘনপাঠে দোষও অনিবার্য্য। চৈঃ চঃ গ্রন্থকার এইরূপ শ্লোক রচনা করিলেন কেন ?

উত্তর ঃ—শ্রীভীষ্মদেব সহস্রনাম স্তোত্রে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের ও তদীয় অবতার সমূহের গুণকর্ম্মানুরূপ নাম ক্রমপূর্ব্বক উচ্চারণ করেন নাই। স্ফুরণানুরূপ নাম-মালার স্তব করিয়াছেন। বিদ্বচ্ছিরোমণি পরমভক্ত শ্রীভীষ্মদেবের রসনায় শ্রীগৌরাবতার সূচক গুণ লীলানুরূপ নামসমূহ ক্রমপূর্ব্বক এককালে স্ফুরিত না হইয়া কাল ভেদে স্ফুরিত হওয়ায় বাক্যভেদ হইয়াছে। শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বাক্যভেদে অবস্থিত শ্রীগৌরাবতার সূচক নামসমূহ লীলাক্রমে নিবদ্ধ করিয়া এক বাক্যে কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই সকল স্বতন্ত্র নামের স্তব এক বাক্যে সম্ভব হইতেছে, সুতরাং বাক্যভেদে উঁহাদের স্তব করা নিষ্প্রয়োজন —"সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো ন জায়তে।" এই জৈমিনী ন্যায়ানুসারে বুঝিতে হইবে। সুতরাং ব্যতিক্রমভাবে নির্দ্দেশ করা হয় নাই। ক্রমলঙ্ঘন করিয়া শ্রীভগবন্নাম মালা কীর্ত্তন করিলেও কোন দোষ হয় না, বরং মহাগুণই হইয়া থাকে।

পরমভাগবত মহা সর্ব্বজ্ঞ মুনি **শ্রীনারদ স্বপঞ্চরাত্র গ্রন্থে** ৪/৮ গোপাল সহস্র নাম স্তোত্রে সাঙ্গোপাঙ্গ (শ্রীনিত্যানন্দ অদ্বৈত সহ) শ্রীগৌরাঙ্গের সুবর্ণ-বর্ণ, সন্ন্যাসকৃৎ ও হেমাভ প্রভৃতি অবতার সূচক নামের স্তব করিয়াছেন তাহাও তোমাদের চৈতন্যের জন্য উল্লেখ করিতেছি—

৪৬। সন্ন্যাসকৃৎ সতাং ভর্ত্তা সাধুচ্ছিষ্টকৃতাশনঃ।
সাধুপ্রিয়ঃ সাধুগম্যঃ সাধ্বাচারনিষেবকঃ।

ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্ (ভাঃ ১০।৮৬।৫৯) বিশেষতঃ ভক্তাবতারহেতু ভক্ত-ভুক্তাবশেষ ভগবান গ্রহণ করিয়া থাকেন বুঝিতে হইবে। এই অর্থেই বলিয়াছেন —সাধুচ্ছিষ্টকৃতাশনঃ।

৫৪। স্বর্ণবর্ণো ন্যাসধারী দ্বিভুজো বহুবাহুকঃ ॥

৫৬। সুবর্ণবর্ণো হেমাভঃ পূতনান্তক ইত্যপি।

১২৬। ভক্তপ্রিয়ো ভক্তিদাতা⋯নিত্যানন্দশিদাত্মকঃ।

১১৭। চৈতন্যরূপশ্চৈতন্যশ্চেতনাগুণবর্জ্জিতঃ।

অদ্বৈতাচারনিপুণোঽদ্বৈতঃ পরমনায়কঃ।

অনুবাদঃ—ভক্তপ্রিয়, ভক্তিদাতা, নিত্যানন্দ, চিদাত্মক, চৈতন্যরূপ, চৈতন্য, চেতনাগুণবর্জ্জিত (চেতনাশক্তিদ্বারা ত্রিগুণাতীত)। অদ্বৈতাচারনিপুণ, অদ্বৈত, পরমনায়ক। ১০২। আজানুবাহুঃ। ১০৬। প্রেমপ্রদঃ। ১৫৪। শচী-সুতো জয়প্রদঃ। ইত্যাদি।

শ্রীগৌরাবতার সম্বন্ধে শ্রুতি প্রমাণ।

পূর্ব্বে অশ্বালয়ন শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, এক্ষণে অন্যান্য শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিতেছি—লঃ ভাঃ গ্রন্থে ১২ শ্লোক টীকায় ধৃত মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।১।৩—

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসন্দর্ভে এই বাক্যের ব্যাখ্যা যথা—

যদা (যস্মিন্ যুগে) পশ্যঃ দর্শকঃ (দর্শনোপযুক্তঃ সন্) অর্থাৎ তন্মন্ত্রেণ দীক্ষিতঃ সন্ ইত্যর্থঃ; অন্যথা 'পশ্যতে' ইত্যনেনৈব অর্থ লাভাৎ 'পশ্য' শব্দগ্রহণানর্থক্য-মাপতেৎ, 'ঘাসমত্তি মুখেন' ইতিবৎ। পশ্যতে উপাস্তে রুক্মবর্ণং (হিরণ্ময়-দেহধারিণং) কর্ত্তারং ('জন্মাদ্যস্য যতঃ' ইতি ব্রহ্মসূত্রপ্রতিপাদ্যং সৃষ্টিস্থিতি-ধ্বতিকারিণং) ঈশং (সর্ব্বপুরুষার্থদাতারং) পুরুষং ('পুরুষো না নরঃ পুমান্' ইত্যাভিধানিকৈরুক্তত্বাৎ—নররূপিণং) ব্রহ্মযোনিং (ব্রাহ্মণবংশে জাতং—'বেদ-স্তত্ত্বং তপো ব্রহ্ম ব্রহ্মা বিপ্রঃ প্রজাপতিঃ' ইত্যমরঃ), তদা (তৎসমকালিনমেব) বিদ্বান্ সাধকঃ পুণ্যপাপে (সংসারমূলীভূতে) বিধূয় (দগ্ধ্বা) নিরঞ্জনঃ (বিগত-ক্লেশঃ) পরমং সাম্যং (পরমাং শান্তিং) উপ (অনায়াসেন) এতি (প্রাপ্নোতি।)

ভাবার্থ :—রুক্মবর্ণ দেহধারী, জন্মস্থিতি ও লয়ের একমাত্র কর্ত্তা, সর্ব্বপুরুষার্থ দাতা নরবেশে ব্রাহ্মণবংশে জাত মহাপুরুষের মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া মাত্রই মনুষ্য

সংসার হইতে মুক্ত হইয়া থাকে এবং তাহার আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় উন্মূলিত হইয়া যায়, তখন সাধনা করিয়া সেই মনুষ্য পরমা শান্তি পাইয়া থাকে।

এই শ্রুতির রুক্মবর্ণ, ঈশ (সর্ব্ব পুরুষার্থ দাতা) এবং ব্রহ্মযোনি (ব্রাহ্মণ বংশে জাত) এই তিনটী পদ অসাধারণ বিশেষণ। কলিপাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যতিরেকে ঐ বিশেষণত্রয়ের কোথাও সুসঙ্গত হয় না। "সোনার রং" কোনও যুগাবতার পান নাই শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি বিপ্রবংশোদ্ভব নহেন—এবং সর্ব্ব পুরুষার্থ দান করিতে পারেন নাই। আর 'পরম সাম্য' কথাটীও প্রণিধান যোগ্য। সমস্য ভাবঃ সাম্যম্। সম শব্দে এ স্থলে শান্ত অর্থ বুঝিতে হইবে। "দুঃসঙ্গদীনস্য মনঃ সমং ব্যধাৎ" (ভাঃ ৭।৪) প্রীতিসন্দর্ভে (৭৭) সমং শান্তং। "সাম্য"—শান্ততা (নিষ্কামতা)। কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম,—অতএব শান্ত। ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলি 'অশান্ত'। (চৈঃ চঃ মঃ ১৯) এই প্রমাণে নিষ্কামতাহেতু কেবল ভক্তকেই শান্ত বলা হইয়াছে, ভোগকামী মুক্তিকামী ও সিদ্ধিকামীকে অশান্ত বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতও (৬।১৪। ৫) বলেন—প্রশান্তাত্মা (প্রকৃষ্ট রূপেণ নিষ্কামাত্মা) ভক্তই সুদুর্লভ। শ্রীগৌরাঙ্গ উপাসনায় পরম সাম্য প্রাপ্তির অর্থ—পরম নিষ্কাম ভক্তভাব প্রাপ্তি। অর্থাৎ প্রেম প্রাপ্তি ইহাই শ্রুতির অর্থ।

প্রশ্ন :—সগুণ ব্রহ্মের উপাসনায় জীব নির্গুণ ব্রহ্মের ঐক্য লাভ করে ইহাই বেদান্ত মত। এ স্থলে শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন—রুক্মবর্ণ ঈশ্বরের উপাসনায় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি অর্থাৎ মুক্ত হইয়া ঈশ্বর স্বরূপ সাম্য প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সেই উপাসক ঈশ্বর হইয়া যায়। "সাম্য" শব্দের বিশেষণ "পরম" থাকাতে এ স্থলে অর্থান্তর করিলে শ্রুতির আনর্থক্য হইয়া পড়ে। "পরম" শব্দে বৈষ্ণব শাস্ত্রে ঈশ্বর অর্থ বুঝায়—পরা সর্ব্বোৎকৃষ্টা মা লক্ষ্মাঃ শক্তয়ো যস্মিন্ স পরমঃ অর্থাৎ সর্ব্বশক্তির অধিষ্ঠান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তৎসমতা অর্থই সঙ্গত। জীবের ঈশ্বরাধীনতা অর্থ প্রকাশ পায় না। সুতরাং ভক্তি বা প্রেমলাভ অসম্ভব।

উত্তর :—জীব ও ঈশ্বর নিত্যই ভিন্ন। জীব মুক্ত হইলেও ঈশ্বরত্ব বা

ঈশ্বরস্বরূপ সাম্য লাভ করিতে পারে না। ব্রহ্মসূত্র (৪।৪।২১) বলেন—ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ। অর্থাৎ "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" এই শ্রুতি অনুসারে মুক্ত পুরুষের কেবল ভোগবিষয়েই ভগবৎসাম্য বলা হইয়াছে। তাৎপর্য্য—ভক্ত এবং ভগবান উভয়ের মিলনেই উভয়ে আনন্দোপভোগ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানকে পাইয়া ভক্ত, ও ভক্তকে পাইয়া ভগবান উভয়েই দর্শন স্পর্শন ও বিবিধ লীলাগত নানা প্রকার আনন্দোপভোগ করিয়া থাকেন। এই আনন্দভোগসাম্যেই ভগবৎ সাম্য বলা হইয়াছে। অন্যান্য বিষয়ে অর্থাৎ স্বরূপতঃ ও সামর্থ্যতঃ জীব ও ঈশ্বর নিত্যই ভিন্ন বুঝিতে হইবে। এক্ষণে আমরা শ্রুতির অর্থ বিশেষভাবে অবগত হইলাম যে—একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গোপাসনায় উপাসক পরমসাম্য প্রাপ্ত হয়, যে পরম সাম্যের চরম অর্থ উন্নত উজ্জ্বলরসেই পর্য্যবসিত হয়। তাহা গৌরস্বরূপ ভিন্ন অন্যস্বরূপ কর্ত্তৃক অর্পিত হয় না ইহা শ্রুতি জগতকে বুঝাইতেছেন। অসুর প্রকৃতি মানবের হৃদয়ে শ্রুতির অর্থ প্রকাশ পায় না বলিয়া সে শ্রীগৌরাবতারকে বুঝিতে পারে না। **শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রুতিপ্রসিদ্ধ "মহাপ্রভু"** নাম—লঃ ভাঃ টীকায় (১/২) ধৃত **শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ** (৩।১২) বাক্য—

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ।

অর্থঃ—সত্ত্বের (শুদ্ধ সত্ত্বের) প্রবর্ত্তক ইনিই মহাপ্রভু; পুরুষ (নররূপী, সর্ব্বাবতার শ্রেষ্ঠ বা) এই সুনির্ম্মল প্রাপ্তির (ভুক্তিমুক্ত্যাদি আত্মসুখরূপ মালিন্য রহিত প্রাপ্তির) ঈশান অর্থাৎ প্রেমগতিদাতা ঈশ্বর, জ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশ) এবং অব্যয় (অবিনাশী বা নিত্য)।

"সত্ত্ব" শব্দে শুদ্ধ সত্ত্ব অর্থ শ্রীভাগবত প্রমাণে পাওয়া যায়। (ভাঃ ১।৩।২৬) "হরেঃ সত্ত্বনিধেঃ" সত্ত্বস্য তৎপ্রাদুর্ভাবশক্তেঃ (কৃষ্ণসন্দর্ভ ২৬) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রাদুর্ভাব শক্তির নাম সত্ত্ব (বিশুদ্ধ সত্ত্ব)। প্রাকৃত সত্ত্ব গুণান্তর্গত বলিয়া তাহাতে শ্রীহরির প্রাকট্য অসম্ভব। আর এক অর্থ—স্বপ্রকাশতা লক্ষণ স্বরূপশক্তিবৃত্তি বিশেষ সত্ত্ব অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্ব। (ভগবৎসন্দর্ভ ১০)।

সত্ত্বের আরও অর্থ আছে—(ভাঃ ৮।৩।১১) "সত্ত্বেন" প্রতিলাভায়। সত্ত্বেন —বৈষ্ণবত্ত্বেন (শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী টীকা) অর্থ—সত্ত্ব বলিতে বৈষ্ণবত্ব অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্ম্ম। সতাং ভক্তানাং ভাবঃ "সত্ত্বং" এ অর্থও সঙ্গত হয়। শ্রীধর স্বামিপাদও স্থল বিশেষে 'সত্ত্ব' শব্দে শুদ্ধ সত্ত্ব অর্থ করিয়াছেন— ভাঃ ৪।২৩।১১ "সত্ত্বাত্মনঃ" সত্ত্বং শুদ্ধসত্ত্বং। শ্রুতিবাক্যে সত্ত্বের প্রবর্ত্তক বলিতে বৈষ্ণবধর্ম্মের ও স্বপ্রকাশতা লক্ষণ ভগবৎ প্রকাশক শক্তি বিশেষের প্রবর্ত্তক অর্থই সুস্পষ্ট বুঝাযায়। শ্রীবিষ্ণু সহস্রনাম ভাষ্যে (৫৭) সর্ব্বাগ্রণীত্বাৎ পুরুষঃ, পুরঃ বসন্ পুর অগ্রগমনে ধাতুঃ; এইরূপ অর্থ দেখা যায়। সর্ব্বাগ্রণী— সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সর্ব্বাবতার শ্রেষ্ঠ বা অবতারী অর্থ বুঝা যায়। স্বয়ং রূপ সম্বন্ধে পুরুষ শব্দের এতাদৃশ অর্থই সুসঙ্গত হয়।

গোপালতাপিনী শ্রুতির উত্তর বিভাগে (৬৩) শ্রীগৌরাঙ্গের ধ্যান দেখা যায়—

হিরণ্ময়ং সৌম্যতনুং স্বভক্তায়াভয়প্রদম্।
ধ্যায়েন্মনসি মাং নিত্যং বেণুশৃঙ্গধরন্তু বা॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্দর্ভ হইতে শব্দার্থ উদ্ধৃত করিতেছি—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য ধ্যানমিদং। হিরণ্ময়ং রুক্মবর্ণং। সৌম্যতনুং বিপ্রতনুং, সৌম্যো বিপ্র ইতি শব্দমালা। স্বভক্তায় স্বশিষ্যায় অর্থাৎ স্বমন্ত্রেণ দীক্ষিতায় ইত্যর্থঃ। "স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্" ইতি শ্রীরূপগোস্বামিপাদেনোক্তত্বাৎ। বেণুঃ —বংশদণ্ডং, বেণুঃ বংশ ইত্যমরঃ। শৃঙ্গং—(১) প্রভুত্বং অর্থাৎ "মহাপ্রভুঃ" ইতি উপাধিধরং (২) বেণু (বংশদণ্ড) সাহচর্য্যাৎ শৃঙ্গং জলপাত্রং। শৃঙ্গবৎ অলাবুপাত্রাদিঃ ইতি শ্রীপাদ রামভদ্র বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামী। (ক) শৃঙ্গং প্রভুত্বে শিখরে ইতি বিশ্বঃ। (খ) শৃঙ্গং—প্রভুত্বং চিহ্নং ক্রীড়াজলযন্ত্রং বিষাণমুৎকর্ষশ্চেতিমেদিনী।

পদ্যানুবাদ :—স্বর্ণবর্ণ, বিপ্রতনু, স্বমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তির অভয়প্রদ, বংশদণ্ডধারী অর্থাৎ সন্ন্যাসী ও মহাপ্রভু উপাধিধারী এই প্রকার আমাকে মনে মনে নিত্যই ধ্যান করিবে।

শ্রীমদ্ভাগবত টীকাকার শ্রীরামভদ্র বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামী পাদ বলেন—বংশ দণ্ড সহ শৃঙ্গ শব্দ থাকায় সাহচর্য্যার্থে শৃঙ্গ বলিতে শৃঙ্গ আকারে অলাবুনির্ম্মিত জলপাত্র বুঝায়। দেখা যায়—সন্ন্যাসীরা দণ্ড ও জলপাত্র বহন করিয়া থাকেন।

ভক্তিরত্নাকর পঞ্চমতরঙ্গে শ্রুতিপ্রমাণ ধৃত আছে। তথাহি **আথর্ব্বণস্য তৃতীয়কাণ্ডে** ব্রহ্মবিভাগানন্তরম্—ইতোঽহং কৃতসন্ন্যাসোঽবতরিষ্যামি সগুণো নির্ব্বেদো নিষ্কামো ভূগীর্ব্বাণস্তীরস্থোঽলকনন্দায়া কলৌ চতুঃসহস্রাব্দোপরি পঞ্চসহস্রাভ্যন্তরে গৌরবর্ণো দীর্ঘাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণযুক্ত ঈশ্বরপ্রার্থিতো নিজ-রসাস্বাদো ভক্তরূপো মিশ্রাখ্যো বিদিতযোগোঽস্যামিতি।

অর্থ ঃ—অথর্ব্ববেদ শাখান্তর্গত উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে (বা প্রকরণে) ব্রহ্মবিভাগ নিরূপণের পর কথিত আছে—মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া আমি (স্বয়ং ভগবান) কলির প্রথম সন্ধ্যায় চারিসহস্র বৎসরের পর পাঁচসহস্র বৎসরের মধ্যে এই গোলক ধাম হইতে পৃথিবীতে গঙ্গাতীরস্থ শ্রীনবদ্বীপ ধামে গৌরবর্ণ, চারিহস্ত পরিমিত আয়তদেহ মহাপুরুষের সমগ্র বত্রিশ লক্ষণযুক্ত, মিশ্র পদবীধারী ব্রাহ্মণরূপে অবতীর্ণ হইব। তখন মহাভাগবতের সকল সদ্‌গুণ ভূষিত, বৈরাগ্যযুক্ত, নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধ ভক্তিযোগ-তত্ত্বজ্ঞ ও নিজকৃষ্ণপ্রেমানন্দ রসাস্বাদক সন্ন্যাসী ভক্তরূপ হইব।

ঐ গ্রন্থে ধৃত আরও শ্রুতি প্রমাণ—তথাহি **অথর্ব্ববেদে পুরুষ-বোধিন্যাম্**—সপ্তমে গৌরবর্ণবিষ্ণোরিত্যনেন স্বশক্ত্যা চৈক্যমেত্য। প্রান্তে প্রাতরবতীর্য্য সহ স্বৈঃ স্বমনুশিক্ষয়তি।

ওড়িষ্যায় ময়ূরভঞ্জ এলাকায় বারিপদা নামক একটী সহরে স্থিত শ্রীভক্তি-বিনোদ গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীফকির মোহন দাস সাহিত্যাচার্য্যকর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত অথর্ব্ববেদীয় পুরুষবোধিনী শ্রুতির ষষ্ঠ প্রপাঠকে এই পদ্য আছে। প্রকাশক উক্ত দেশের বালেশ্বর জেলায় কান্তিহর নামক গ্রাম হইতে প্রাপ্ত প্রাচীন পুঁথিতে এই পদ্য দেখিয়াছেন। উক্ত প্রকাশিত গ্রন্থের পাঠান্তর ধৃত স্থলে "গৌরবর্ণো" এইরূপ পাঠ আছে। বৈদিক প্রয়োগহেতু "বিষ্ণুঃ" স্থানে "বিষ্ণোঃ" হইয়াছে বুঝিতে হইবে। পদ্যের অন্বয় ও অর্থ—

সপ্তমে বৈবস্বতমন্বন্তরে বিষ্ণুঃ (কৃষ্ণঃ) স্বশক্ত্যা হ্লাদিনীশক্তিসাররূপয়া শ্রীরাধয়া ঐক্যং প্রাপ্য গৌরবর্ণ ইতি, অনেন গৌরবর্ণস্বরূপেণ প্রান্তে কলৌ যুগে প্রাতঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং স্বৈঃ পার্ষদৈঃ সহ অবতীর্য্য স্বং স্বজনবৃন্দং অনু-নিরন্তরং শিক্ষয়তি হরে কৃষ্ণাদি উপদিশতি। যে 'পাঠে গৌরবর্ণ' পৃথক্ পদ নহে সেই পাঠে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনাহেতু প্রকরণ বশতঃ 'কৃষ্ণ' উহ্য করিয়া অন্বয় করিতে হইবে। অর্থাৎ কৃষ্ণঃ স্বশক্ত্যা ঐক্যমেত্য গৌরবর্ণবিষ্ণু ইতি "পীতবস্ত্রমিতিবৎ বিশেষ্যবিশেষণং"—গৌরবর্ণবিষ্ণুঃ [বেবেষ্টি স্বরূপ-নাম-গুণ-লাবণ্যেন ধ্যাতুর্হৃদয়মিতি বিষ্ণুঃ। লঃ ভাঃ অতুল সং ৭১ পৃষ্ঠা। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নিজস্বরূপ, নাম, গুণ ও লাবণ্য দ্বারা ধ্যাতার হৃদয়কে বেষ্টন করেন বলিয়া বিষ্ণু] অনেন গৌরবর্ণবিষ্ণুরূপেণ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

অর্থঃ—সপ্তমে অর্থাৎ বৈবস্বতমন্বন্তরে **শ্রীকৃষ্ণ** স্বীয় হ্লাদিনী শক্তির সারভূতা **শ্রীরাধার সহিত ঐক্যপ্রাপ্ত হইয়া গৌরবর্ণ** হইলে ঐ গৌর স্বরূপে কলিযুগে প্রথম সন্ধ্যায় স্বীয় পার্ষদবৃন্দ সহ অবতীর্ণ হইয়া নিজ ভক্ত গণকে হরেকৃষ্ণাদি কীর্ত্তন শিক্ষা দেন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থকারও এই শ্রুতির সংক্ষেপার্থ উল্লেখ করিয়াছেন—

কেহ কেহ এই কলি প্রথম সন্ধ্যায়।
স্ব শক্তি ঐক্য এ গৌরচন্দ্রবেদে গায়॥

অথর্ব্ববেদীয়া (পিপ্পলাদ শাখা) **শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ।** অথ পিপ্পলাদঃ সমিৎপাণির্ভগবন্তং ব্রহ্মাণমুপসন্নো, ভগবন্ মে শুভং কিমত্র চক্ষস্বেতি (১) স হোবাচ। ভূয় এব তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং সংবসেতি (২) স তথা ভূত্বা ভূয় এনমুপসত্যাহ—ভগবন্ কলৌ পাপাচ্ছন্নাঃ প্রজাঃ কথং মুচ্যেরন্নিতি (৩) কা বা দেবতা কো বা মন্ত্রো ব্রূহীতি (৪) স হোবাচ রহস্যং তে বদিষ্যামি—গঙ্গাতীরে **নবদ্বীপে গোলকাখ্যে ধাম্নি গোবিন্দো দ্বিভুজো গৌরঃ** সর্ব্বাত্মা মহাপুরুষো মহাত্মা মহাযোগী ত্রিগুণাতীতঃ সত্ত্বরূপো ভক্তিং কাঙ্ক্ষতীতি। তদেতে শ্লোকা ভবন্তি (৫)—

একো দেবঃ সর্ব্বব্যাপী মহাত্মা
গৌরো রক্ত-শ্যামলশ্বেতরূপঃ।
চৈতন্যাত্মা স বৈ চৈতন্যশক্তি
র্ভক্তাকারো ভক্তিদো ভক্তিবেদ্যঃ॥ ৬।
নমো বেদান্তবেদ্যায় কৃষ্ণায় পরমাত্মনে
সর্ব্বচৈতন্যরূপায় চৈতন্যায় নমো নমঃ॥ ৭।

বেদান্তবেদ্যং পুরুষং পুরাণং চৈতন্যাত্মানং বিশ্বযোনিং মহান্তম্। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যপন্থা বিদ্যতেঽয়নায় (৮) স্বনাম-মূলমন্ত্রেণ সর্ব্বং হ্লাদয়তে বিভুঃ (৯) দ্বে শক্তী পরমে তস্য হ্লাদিনী সম্বিদেব চ ইতি (১০) স বা এতং মূলমন্ত্রং জপতি হরিরিতি কৃষ্ণ ইতি রাম ইতি (১১) হরতি হৃদয়গ্রন্থিং বাসনারূপানিতি হরিঃ। কৃষিঃ স্মরণে তচ্চ ণ তদুভয়মেলনমিতি কৃষ্ণঃ। রমতি সর্ব্বমিতি রাম আনন্দস্বরূপঃ। অত্র শ্লোকাঃ (১২) "মন্ত্রো গুহ্যঃ পরমভক্তিবেদ্যঃ (১৩) নামান্যষ্টাবষ্ট চ শোভনানি, তানি নিত্যং যে জপন্তি ধীরাস্তে বৈ মায়ামতিতরন্তি নান্যঃ। য ইমং মন্ত্রং পরমরহস্যং নিত্যমাবর্ত্তয়তি স পূতো ভবতি (১৪) চৈতন্য এব সঙ্কর্ষণো বাসুদেবঃ পরমেষ্ঠী রুদ্রঃ শক্রো বৃহস্পতিঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ যৎকিঞ্চিৎ সদসৎ কারণং সর্ব্বম্। তদত্র শ্লোকাঃ (১৫)

যৎকিঞ্চিদসদিত্যুক্তং ক্ষরং তৎ কার্য্যমুচ্যতে। ১৬।
সৎ কারণং পরং জীবস্তদক্ষরমিতীরিতম্" ১৭।
ক্ষরাক্ষরাভ্যামুপরঃ পরমঃ পুরুষোত্তমঃ।
চৈতন্যাখ্যং পরং তত্ত্বং সর্ব্বকারণকারণমিতি। ১৮।

য এনং রসয়তি ভজতি ধ্যায়তি স পাপ্মানং তরতি, স পূতো ভবতি, স তত্ত্বং জানাতি, স তরতি শোকং গতিস্তস্যাস্তে নান্যস্যেতি (১৯) ওঁ হরিঃ শান্তিঃ॥

অর্থঃ—অনন্তর পিপ্পলাদ সমিৎ হস্তে স্বপিতা ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে যথোচিত মান্য করিয়া বলিলেন ভগবন্ আমার কিসে শুভ হয় তাহা বলুন। ১। ব্রহ্মা বলিলেন তুমি পুনর্ব্বার শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত সহ এক বৎসর যাপন কর। ২। তিনি সেই প্রকার

আচরণ করিয়া পুনর্ব্বার পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— ভগবন্ কলিযুগে পাপাচ্ছন্ন মনুষ্যগণ কি সাধনে মুক্তি লাভ করিতে পারে? ৩। কলিযুগের উপাস্য দেবতা কে? মন্ত্র বা কি? তাহা বলুন। ৪। ব্রহ্মা বলিলেন তোমাকে রহস্য বলিতেছি—গঙ্গাতীরে শ্রীনবদ্বীপরূপ গোলক ধামে শ্রীগোবিন্দ দ্বিভুজ গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া কলিযুগে ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বাত্মা, মহাপুরুষ (বত্রিশ লক্ষণযুক্ত) মহাত্মা মহাযোগী (চিচ্ছক্তিমান্) ত্রিগুণাতীত ও সত্ত্বরূপ (বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ)। তৎসম্বন্ধে এই সকল শ্লোক উল্লেখ করা যায়। ৫।—সর্ব্বব্যাপী মহাত্মা শ্রীগৌরাঙ্গদেব সত্য যুগে শ্বেত, ত্রেতায় রক্ত ও দ্বাপরে শ্যামলরূপ প্রকটন করেন, যেহেতু তিনি এক অর্থাৎ অবতার মুখ্য বা অবতারী। তিনিই চৈতন্যাত্মা (চৈতন্যস্বরূপ) ও চৈতন্য শক্তি অর্থাৎ চিদ্রূপা শক্তি (স্বরূপশক্তি) যাঁহাতে বিরাজিত। তিনিই ভক্তাকার, ভক্তিদ ও ভক্তিবেদ্য। ৬। শ্রীচৈতন্যকে নমস্কার করি। তিনিই বেদান্তবেদ্য পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ও সকলের চৈতন্য স্বরূপ। ৭। বেদান্ত-বেদ্য পুরাণ পুরুষ জগৎকারণ মহান্ সেই চৈতন্য বিগ্রহকেই (শ্রীচৈতন্যমহা-প্রভুকেই) অনুভব করিয়া মনুষ্য মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারে। ইহাভিন্ন মৃত্যু লঙ্ঘন করিয়া শ্রীহরিধামে গমন করিতে দ্বিতীয় উপায় নাই। ৮। বিভু (গৌরাঙ্গ) স্বনামরূপ মূলমন্ত্র (শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র) দ্বারা স্থাবর জঙ্গম মাত্রকে আনন্দিত করিয়া থাকেন। ৯। সেই গৌরাঙ্গের হ্লাদিনী ও সংবিৎ নামক দুই পরাশক্তি (স্বরূপশক্তি) আছেন। উপলক্ষণে সন্ধিনী নামও বোদ্ধব্য। সংবিৎ দ্বারা ভগবৎ জ্ঞান ও হ্লাদিনীদ্বারা প্রেমভক্তি এই দুইয়ের প্রবর্ত্তন করেন বলিয়া এই শক্তিদ্বয়ের নাম বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ১০। সেই শ্রীগৌরাঙ্গই হরি, কৃষ্ণ ও রাম নামরূপ মূলমন্ত্র জপ করিয়া থাকেন। ১১। এই নামত্রয়ের অর্থ—বাসনারূপ হৃদয়গ্রন্থিকে হরণ করেন বলিয়া 'হরি'। 'কৃষি' স্মরণে, এবং 'ণ' এই উভয়ের মিলনে কৃষ্+ণ='কৃষ্ণ'। 'ণ' প্রত্যয় আনন্দ বাচক হেতু যাঁহার স্মরণে পরমানন্দ হয় তিনিই 'কৃষ্ণ'। সকলকে সুখ দান করেন বলিয়া রাম অর্থাৎ আনন্দ স্বরূপ। এই বিষয়ে শ্লোক আছে।

১২। এই মন্ত্র পরম গুহ্য, উহা ভক্তিবেদ্য। ১৩। অষ্ট ও অষ্ট অর্থাৎ হরে কৃষ্ণেতি ষোল নাম পরম শোভন, যাঁহারা এই ষোড়শ নাম নিত্য জপ করেন তাঁহারা ধীর, তাঁহারাই মায়া অতিক্রম করেন। অন্য কেহ মায়া অতিক্রম করিতে পারে না। যিনি এই পরম রহস্য মন্ত্র (হরে কৃষ্ণেতি মূল মন্ত্র বা মহামন্ত্র) নিত্যই আবর্ত্তন (পুনঃ পুনঃ পাঠ) করেন অর্থাৎ সংকীর্ত্তন করেন তিনি প্রেম পাইয়া পবিত্র হন। ১৪। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুই সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেব অর্থাৎ এই দুই ভগবৎস্বরূপ শ্রীচৈতন্যের প্রাভববিলাস, ("প্রাভব বিলাস বাসুদেব সঙ্কর্ষণ" চৈঃ চঃ)। তিনিই ব্রহ্মা ও রুদ্র অর্থাৎ ব্রহ্মা রুদ্র তাঁহার গুণাবতার। তিনিই ইন্দ্র বৃহস্পত্যাদি সর্ব্ব দেবরূপে (বিভূতিরূপে) বিরাজিত। তিনিই স্থাবর জঙ্গমাদি সর্ব্বভূতরূপে অর্থাৎ প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার কার্য্য, তদ্রূপে। যাহাকিছু সদসৎ কারণ তৎসমস্তই তিনি। তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীচৈতন্য ভগবান নিজের অবিচিন্ত্য শক্তিযোগে অবিকৃত থাকিয়াও ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হন। দেব মনুষ্যাদি উপলক্ষিত সমস্ত জঙ্গম ও সমস্ত স্থাবর অর্থাৎ প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই মায়িক পরিণাম বলিয়া তাঁহাতে অভিন্ন রূপে উপচার করা হইয়াছে। তিনি কিন্তু মায়া প্রপঞ্চ হইতে পৃথক্, সর্ব্ব-কারণকারণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। এই বিষয়ে শ্লোক উল্লেখ করা হইতেছে। ১৫।—যাহাকিছু অসৎ বলা হইয়াছে, সেই সকল কার্য্যকে ক্ষর বলা যায়। ১৬। 'সৎ'কে যে শ্রেষ্ঠ কারণরূপে বলা যায় উহা জীব, উহাকে অক্ষররূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৫। এই ক্ষর ও অক্ষর হইতে অতীত পরম (নিখিল শক্তির অধিষ্ঠান) চৈতন্যাখ্য পরতত্ত্ব পুরুষোত্তম সর্ব্ব কারণকারণ। ১৮। যিনি এই শ্রীচৈতন্য নামক পরতত্ত্বকে অনুভব করেন, ভজন করেন কিম্বা ধ্যান করেন, তিনি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্র হন তিনি তত্ত্ব জানেন, ও শোক মুক্ত হন, তাঁহারই গতি আছে **অন্যের (চৈতন্য অভক্তের) গতি নাই বুঝিতে হইবে।** ১৯।

অথর্ব্ববেদীয় দেবদর্শিশাখায় শ্রীচৈতন্যাবতার

উক্ত আছে—ইত্যাথর্ব্বণিদেবদর্শিশাখায়াং শ্রীচৈতন্যাবতারনিরূপণে নবমোঽধ্যায়ঃ। এই দেবদর্শিশাখা উৎকলাক্ষরে যন্ত্রস্থ। পূর্ব্বোক্ত শ্রীভক্তিবিনোদ গ্রন্থাগারের সম্পাদক এই গ্রন্থ ছাপাইতেছেন। তিনি আমাকে এক প্রাচীন পুঁথি আকারে ছাপা গ্রন্থের কিয়দংশ অর্থাৎ একটী খণ্ডিত পত্র আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে "ইত্যাথর্ব্বণি" ইত্যাদি অধ্যায়ের সূচনায় গৌরাবতার স্পষ্ট আছে তাহাই উল্লেখ করিলাম।

তন্ত্রে শ্রীচৈতন্যাবতার দৃষ্ট হয়।

কলৌ জন্ম সমাসাদ্য চৈতন্যং ন ভজন্তি যে
তেষাং চ নিষ্কৃতির্নাস্তি কল্পকোটিশতেন বা।

ব্রহ্মযামলঃ—২।৭ অর্থ—কলিযুগে জন্ম লাভ করিয়া যাহারা শ্রীচৈতন্যের ভজন করে না তাহাদের শতকোটি কল্পেও নিস্তার নাই।

শব্দ কল্পদ্রুমে ধৃত শ্রীগৌরাঙ্গ ও চৈতন্যদেব—

গৌরাঙ্গং গৌরদীপ্তাঙ্গং পঠেৎ স্তোত্রং কৃতাঞ্জলিঃ।
নন্দগোপসুতঞ্চৈব নমস্যামি গদাগ্রজম্॥

ইতি **ব্রহ্মযামলে** চৈতন্যকল্পে চৈতন্যস্তবঃ।

অপিচ—গৌরাঙ্গো নাদগম্ভীরঃ স্বনামামৃতলালসঃ ইতি **কৃষ্ণযামলম্**। কপিল তন্ত্রাদির বাক্য পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

চৈতন্যঃ—ভগবদবতারবিশেষঃ। তস্য প্রমাণং যথা—শ্রুত্বা তু……**অনন্ত-সংহিতা** হইতে উদ্ধৃত বহু শ্লোক দ্রষ্টব্য। শব্দকল্পদ্রুমকার রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুর শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, তজ্জন্য উক্ত গ্রন্থ সমূহ চক্ষে দেখিয়া প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিশ্বসারতন্ত্রে ও কপিলতন্ত্রে শ্রীগৌরাবতার নির্ণায়ক বহু শ্লোক আছে।

শ্রীগৌরাবতার বিষয়ে সংহিতা প্রমাণ।

শব্দকল্পদ্রুমে ধৃত অনন্তসংহিতা দ্রষ্টব্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসন্দর্ভে ধৃত **মনু-সংহিতায়াম্**—

প্রশংসিতারং সর্ব্বেষামনীয়াংসমণুষ্বপি।
রুক্মাভং স্বপ্নধীগম্যং বিদ্যাত্তং পুরুষং পরম্॥

'প্রশংসিতারং' ইত্যত্র প্রশাসিতারমিত্যপি পাঠো দৃশ্যতে ক্বচিৎ। অন্য টীকায়াং—রুক্মাভং (উপাসনাবিশেষে শুদ্ধস্বর্ণাভং। স্বপ্নধী আত্মধী।

উর্দ্ধাম্নায়সংহিতায়াং—কলৌ পুরন্দরাৎ শচ্যাঃ গৌররূপো বিভুঃ স্মৃতঃ। মহাপ্রভুরিতি খ্যাতঃ সর্ব্বলোকৈকপাবনঃ। ..... এই সংহিতার তৃতীয়াধ্যায়ে গৌরমন্ত্রোদ্ধার উক্ত আছে। ওঁ গৌরায় নম ইত্যেষ মন্ত্রো লোকেষু পূজিতঃ ইত্যাদি। ঈশানসংহিতার বাক্য পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত হরিদাস দাস কর্ত্তৃক সংকলিত পরতত্ত্ব গৌর নামক গ্রন্থে **বায়ুপুরাণের শ্রীগৌরচন্দ্রোদয়** নামক একটী অধ্যায় উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ইহার **টীকাকর্ত্তা শ্রীপাদ রামনারায়ণ গোস্বামী** ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবন ধামে প্রকট ছিলেন। এই অধ্যায়ে সপরিকর গৌরাঙ্গের অবতার কথা শ্রীশতানন্দ গৌতম সম্বাদে উল্লেখ আছে। অধ্যায়ের নামও মূলে বর্ণিত আছে—ইতি শ্রীবায়ুপুরাণে পরমহংসসংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শেষকাণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রোদয়ো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ। শ্রীগোবর্দ্ধন নিবাসী **সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ দাস বাবা** প্রকট কালে (১৫০ বৎসর পূর্ব্বে) শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধে যত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে বায়ু পুরাণের এই অধ্যায়টী ধৃত আছে। বোম্বাই ও কলিকাতা হইতে প্রকাশিত বায়ুপুরাণের শ্লোক সংখ্যা ১১ বা ১২হাজার। বায়ুপুরাণের শ্লোক সংখ্যা ২৪০০০। মৎস্য পুরাণে ইহার প্রমাণ আছে।

মৎস্য পুরাণ (বঙ্গবাসী সং—১৮৯ পৃঃ) ৫৩ অঃ ১৮ শ্লোক—

শতকল্প প্রসঙ্গেন ধর্ম্মান্ বায়ুরিহাব্রবীৎ।
যত্র তদ্বায়বীয়ং স্যাদ্রুদ্রমাহাত্ম্যসংযুতম্।
চতুর্বিংশহস্রাণি পুরাণং তদিহোচ্যতে॥

সুতরাং অবশিষ্ট ১২০০০ শ্লোক লুপ্ত আছে স্বীকার করিতে হইবে। তাহার মধ্যে এই গৌরাঙ্গচন্দ্রোদয় নামক অধ্যায় নিশ্চয় আছে। এই অধ্যায়ের টীকা বাদ দিয়া মূল শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

শ্রীশতানন্দ উবাচ—

ব্রূহি তাত কৃপাসিন্ধো ভক্তানুগ্রহকাতর।
পরিত্রাণায় লোকানাং হেতুং কল্মষচেতসাম্॥ ১
ন তপশ্চ ন চেজ্যা চ ন ধ্যানং জ্ঞানমব্যয়ম্।
ন দানং সত্ত্বসংযুক্তং কলৌ ন দীর্ঘ জীবনম্॥ ২
কোনোপায়েন নিস্তারো ভবিষ্যতি কলৌ যুগে। ৩

শ্রীগৌতম উবাচ—

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া পুত্র! গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং মম।
এতদ্ গুহ্যতমং বাক্যং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ॥ ৪
বৈকুণ্ঠনগরং গত্বা সেন্দ্রৈর্দেবগণৈঃ সহ।
বক্তা শ্রীলোকনাথং বৈ করুণাময়বিগ্রহম্॥ ৫

শ্রীশতানন্দ উবাচ—

কথং বৈ ব্রহ্মণা তাত পৃষ্টঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ।
কারণং তত্র বা কিং বৈ কথ্যতাং মুনিপুঙ্গব। ৬

শ্রীগৌতম উবাচ—

শৃণু পুত্র! প্রযত্নেন কলৌ কল্মষসজ্ঞকে।
সর্ব্বে পাপরতা লোকাশ্চণ্ডা মিথ্যাভিবাদিনঃ॥ ৭
স্বাধ্যায়াদিনা রহিতা দেবতাতিথিবঞ্চকাঃ।
পরস্বলোলুপাঃ কেচিৎ পরদারাভিগামিনঃ॥ ৮
ইতি বীক্ষ্য সমুদ্বিগ্না ধরণী ভারসঙ্কুলা।
ধেনুরূপধরা দীনা কৃপণা মলিনাননা॥ ৯
গত্বা বৈ ব্রহ্মসদনং রোদমানা পুনঃ পুনঃ।
সগদ্গদবচো ভূত্বা স্তুত্বা ব্রহ্মাণমীশরম্॥ ১০

সর্ব্বে কলিমলগ্রস্তাঃ পাপিষ্ঠা লোভতৎপরাঃ।
মহাপাতকসংযুক্তা দেবদ্বিজবিনিন্দকাঃ। ১১
তেষাং পাদপ্রহারেণ কম্পতে মামকী তনুঃ।
তস্মাৎ লোক-পরিত্রাণং পৃথিব্যাং কেন জায়তে॥ ১২
তদেব কুরু দেবেশ! যেন শান্তির্ভবেন্মম।
ইত্যুক্ত্বাধোমুখী ভূয় স্থিতা ভূরস্থরাকুলা॥ ১৩
ততঃ সঞ্চিন্ত্য দেবেশং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
বৈকুণ্ঠনগরং গত্বা স্তুত্বা তং পুরুষোত্তম্॥ ১৪
জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ! জয় বৈকুণ্ঠনায়ক।
জয় দেব কৃপাসিন্ধো জয় লক্ষ্ম্যাঃ পতে প্রভো॥ ১৫
জয় নীলাম্বুজ-শ্যাম নীলজীমূতসৌভগ।
কন্দর্পকোটি-সৌন্দর্য্য জয় শ্রীবৎসলাঞ্ছন॥ ১৬
জয় পীতাম্বরধর জয় কৌস্তুভভূষণ।
জয় পদ্মপলাশাক্ষ জয় পদ্মানন প্রভো॥ ১৭
জয় পাদপদ্মদ্বন্দ্ব তিলপুষ্প-সুনাসিক।
জয় নাথ জগদ্বন্ধো বিনতাসুতবাহনঃ॥ ১৮
জয় চক্র-গদা-পদ্ম-শঙ্খহস্ত চতুর্ভুজ।
জয় পদ্মা-ধরিত্রীভ্যাং নিষেবিতঃ পদাম্বুজঃ॥ ১৯

শ্রীগৌতম উবাচ—

ইতি সংস্তূয়মানোঽপি শ্রীকৃষ্ণঃ করুণানিধিঃ।
ব্রহ্মাণং দেবদেবেশো জগাদ কৃপয়ান্বিতঃ॥ ২০
কিং বৃত্তং জগতীনাথ ব্রূহি কিং করবাণি তে।
ইত্যুক্তঃ পদ্মযোনিশ্চ প্রোবাচ শ্রীগদাগ্রজম্॥ ২১

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

কলৌ পাপরতা লোকাঃ স্বাধ্যায়-বিধি-বর্জ্জিতাঃ।
শূদ্রবৃত্তির্দ্বিজাঃ শূদ্রা ব্রাহ্মণ-দ্বেষকারিণঃ॥ ২২

দ্বিজানাং গুণতো নীচাঃ শূদ্রা মন্ত্রপ্রদায়িনঃ।
শিশ্নোদরপরা বিপ্রা বিপ্রত্বে সূত্রধারিণঃ॥ ২৩
মহাহারাঃ খর্ব্বকায়া অলসা মন্দবুদ্ধয়ঃ
জনাস্ত্বদ্‌বিমুখাঃ সর্ব্বে পরদ্রব্যাভিলাষিণঃ॥ ২৪
অসৎপথরতাঃ সর্ব্বে অগম্যাগামিনস্তথা।
ত্যক্তস্বধর্ম্মকর্ম্মাণো দেবদ্বিজ-বিনিন্দকাঃ॥ ২৫
ইতি তদ্ভারমগ্না সা ধরণী রুদতী পুনঃ।
তস্মাল্লোকপরিত্রাণং পৃথিব্যাং কেন জায়তে।
তৎ কুরুষ জগন্নাথ দীনদুর্গতিনাশন॥ ২৬

শ্রীগৌতম উবাচ—

ইতি সজ্ঞাপিতো দেবো ব্রহ্মণা প্রভুরচ্যুতঃ।
স দেবানাহ তদ্ বিষ্ণু র্গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং বচঃ॥ ২৭
দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিণঃ।
কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥ ২৮
কৃতে জপৈর্মম প্রীতিস্ত্রেতায়াং হোম-কর্ম্মভিঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যাভিঃ কলৌ সঙ্কীর্ত্তনৈরপি॥ ২৯

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

ব্রূহি মে করুণাসিন্ধো কীর্ত্তনং কিং স্বরূপকম্।
কথং বাত্র ভগবতঃ পরা প্রীতির্ভবিষ্যতি॥ ৩০

শ্রীভগবানুবাচ—

শৃণু ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যামি সংকীর্ত্তনমতঃ পরম্।
সমাহিতমনা ভূত্বা সারাৎসারতরং হি যৎ॥ ৩১
মৃদঙ্গৈঃ করতালৈশ্চ স্বর-ভাব-সমন্বিতৈঃ।
রাগরাগান্বিতং গানং যতঃ স্যাত্তুল্যকীর্ত্তনম্॥ ৩২
তে শব্দেনোচ্যতে রাধা না শব্দেনোচ্যতে জনঃ।
তেনেতি শ্রুতিমাত্রেণ যথৈবার্দ্রতরোঽভবং॥ ৩৩

তথা চাত্র ভবিষ্যামি ভক্তানুগ্রহকাম্যয়া ॥
সহস্রশোঽবতারা মে গীতা ব্রহ্মন্ যুগ যুগে ॥ ৩৪
বাণমার্গৈর্বেদমার্গৈ রিপুণাং তত্র সংক্ষয়ম্ ।
ভক্তানাং তারণং কৃত্বা খ্যাপিতং স্বযশঃ ক্ষিতৌ ॥ ৩৫
কলৌ নষ্টদৃশামেষ মৎপন্থার্ক উদেষ্যতি । ৩৬

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ৩৭

সকৃদ্ দ্বিস্ত্রি র্যথাশক্তি যাবজ্জীবমথাপি বা ।
ব্যাহরন্ শ্বপচোঽপি স্যান্মম ভক্তো ন সংশয়ঃ ॥ ৩৮
সর্ব্ববেদবিদো বিপ্রাঃ পুরাণাগমপারগাঃ ।
ন চেন্মদ্ভক্তভক্তাস্তে দূরে তিষ্ঠন্তি বারিতাঃ ॥ ৩৯
অপি চেৎ সুদুরাচারঃ পুক্কশঃ শ্বপচোঽথবা ।
মদ্ভক্তভক্তিকৃৎ স স্যান্মম কৌস্তুভসন্নিভঃ ॥ ৪০
ভক্তরূপমহং ধৃত্বা ভক্তাজ্ঞাপ্রতিপালকঃ ।
মৎপরানুদ্ধরিষ্যামি ঘোরসংসারসাগরাৎ ॥ ৪১
তিলকাঞ্চিতভালাঃ শ্রীতুলসীকণ্ঠিকাশ্রিতাঃ ।
শঙ্খচক্রলসদ্বাহুমূলাঃ কৌপীনবাসসঃ ॥ ৪২
মদ্ভক্তা বিচরিষ্যন্তি কলৌ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৪৩
স্বর্ণদীতীরমাস্থায় নবদ্বীপ-জনালয়ঃ ।
তত্র দ্বিজকুলং প্রাপ্তো ভবিষ্যামি জনালয়ে ॥ ৪৪
ভক্তিযোগপ্রদানায় লোকস্যানুগ্রহায় চ ।
সন্ন্যাসরূপমাস্থায় কৃষ্ণচৈতন্যরূপধৃক্ ॥ ৪৫
আনন্দাশ্রুকলাপূর্ণঃ পুলকাবলিবিহ্বলঃ ।
ভক্তিযোগং প্রদাস্যামি হরিকীর্ত্তনতৎপরঃ ॥ ৪৬
তেনৈব সর্ব্বলোকানাং নিস্তারো বৈ ভবিষ্যতি ।
মন্নাম-স্মরণাৎ কিঞ্চিৎ কলৌ নাস্ত্যেব বৈদিকম্ ॥ ৪৭

মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নিশ্চিন্তম্।
তৎস্বয়ং ভুবি ভক্তা বৈ জায়ধ্বং ভক্তিতৎপরাঃ। ৪৮
যেন লোকস্য নিস্তারস্তৎ কুরুধ্বং মমাজ্ঞয়া।
ধরিত্রী ভবিতা চাভী ময়ৈব দ্বিজদেহিনা। ৪৯
সত্যস্তত্র স্বগোপানাং শান্তা তু **কমলালয়া।**
নাম্না গদাধর ইতি বিখ্যাতো ধরণীতলে॥ ৫০
বলরামো মমৈবাংশঃ সোঽপি মৎপৃষ্ঠমেষ্যতি।
নিত্যানন্দ ইতি খ্যাতো ন্যাসিচূড়ামণিঃ ক্ষিতৌ॥ ৫১
কৃত্বাবধূতবেশং স ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ বহূন্।
গ্রাহয়িত্বা জনানিত্থং গৃহিণামাশ্রমং ততঃ॥ ৫২
জাহ্নব্যাদিভিরাত্মনং দর্শয়িষ্যতি মানবান্॥ ৫৩
কামদেব ইতো গত্বা ধ্রুবানন্দেতি সংজ্ঞিতঃ।
জাহ্নবীশিষ্যতামেত্য লোকান্নিস্তারয়িষ্যতি॥ ৫৪
নৈচীং তনুং সমাস্থায় লোকশিক্ষার্থ-তৎপরঃ।
বিখ্যাতো হরিদাসো যো মম ভক্তিং করিষ্যতি॥ ৫৫
রুদ্রোঽবতীর্য্য মদ্ভক্তিং **শ্রীমদদ্বৈতসজ্ঞকঃ।**
গ্রাহয়িষ্যতি লোকাংশ্চ যত্নাৎ কারুণিকঃ প্রভুঃ॥ ৫৬
নারদং শ্রীনিবাসেতি রামানন্দেতি তুম্বুরুঃ।
বিখ্যাতিং প্রাপ্য মদ্ভক্তৌ কুরুতাং ভক্তিমব্যয়ে॥ ৫৭
বৃহস্পতির্বাসবগুরুঃ সার্ব্বভৌমো ভবিষ্যতি।
নানান্তেবাসিনস্তত্র শাস্ত্রাণ্যধ্যাপয়িষ্যতি॥ ৫৮
পুনঃ শিরোমণির্ভূত্বা ন্যায়াদীন্ প্রথয়িষ্যতি॥ ৫৯
চন্দ্রো ভবেদ্ বর্দ্ধমানো যস্য দয়ালুতাবধিঃ।
এবমন্যে ভবিষ্যন্তি দেবাঃ স্বাংশেন ভারতাঃ॥ ৬০
তত্রৈব ভবিতা ব্রহ্মন্ ব্যাসঃ কেশব-ভারতিঃ।
সন্ন্যাসস্যোপদেশেন ভবিষ্যতি গুরুর্মম॥ ৬১

ইন্দ্রোঽবতীর্য্য মতিমান্ পৃথিব্যাং পৃথিবীপতিঃ।
প্রতাপরুদ্রো বিখ্যাতো মদ্ভক্তানাং সমাশ্রয়ঃ॥ ৬২
অন্যে দেবগণাঃ সর্ব্বে মদ্ভক্তা মৎপরায়ণাঃ।
কুর্ব্বন্তি মামকীং ভক্তিং শৃণু ব্রহ্মন্ সমাহিতঃ॥ ৬৩
সর্ব্বে সমাগমিষ্যামঃ স্বস্থানং পুনরচ্যুতম্।
প্রকাশং মম দেবাত্মাঃ ভক্তাঃ কৃষ্ণপরায়ণাঃ॥ ৬৪
ইদং যঃ শৃণুয়ান্নিত্যং ভক্তিতঃ পরিকীর্ত্তয়েৎ।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাত্তস্য নশ্যতি॥ ৬৫

শ্রীগৌতম উবাচ—

তেতো দেবগণাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
প্রণম্য দেবদেবেশং গন্তারঃ স্বপুরং যথা॥ ৬৬

ইতি **বায়ুপুরাণে** পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শেষকাণ্ডে **গৌরাঙ্গ-চন্দ্রোদয়ো নাম** চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

সংক্ষিপ্তার্থ:—শ্রীশতানন্দ শ্রীগৌতমকে জিজ্ঞাসা করেন—হে ভক্তানুগ্রহ কাতর! হে কৃপাসিন্ধো! কলিযুগে কল্মষচিত্ত ব্যক্তিগণের কি উপায়ে নিস্তার আছে বলুন? ঐ যুগে তপস্যা, ধ্যান, জ্ঞান, দান ও সত্ত্বসংযুক্ত দীর্ঘ জীবন নাই। (৩) শ্রীগৌতম বলিলেন—হে পুত্র! তুমি গুহ্য হইতে গুহ্যতম সুন্দর প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা সমাহিতচিত্তে শ্রবণ কর। শ্রীব্রহ্মা ইন্দ্রাদিদেবগণ সহ শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন করিয়া শ্রীলোকনাথকে এই পরমাদ্ভুত গুহ্যতম প্রশ্ন নিবেদন করেন। (৫) শ্রীশতানন্দ বলিলেন—শ্রীব্রহ্মা কি কারণে শ্রীভগবানকে এই রূপ প্রশ্ন করেন হে মুনিশ্রেষ্ঠ তাহা বলুন। (৬) শ্রীগৌতম বলেন হে পুত্র! পযত্নসহকারে শ্রবণ কর—কল্মষনামক কলিযুগে সকল মনুষ্য পাপী, ক্রোধী, মিথ্যাবাদী, স্বাধ্যায়াদি রহিত ও দেবতাতিথিবঞ্চক। কেহ কেহ পরধন লোলুপ ও পরদারাভিগামী। এইরূপ পাপীগণের ভারে আক্রান্তা ধরণী তাহা-দের দুষ্কৃতি দেখিয়া সমুদ্বিগ্নচিত্তে গোরূপ হইয়া কান্দিতে কান্দিতে মলিন মুখে শ্রীব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং গদ্গদ্বাক্যে তাঁহাকে স্তব করিয়া

বলিলেন—কলিমলগ্রস্ত সমস্ত জন পাপিষ্ঠ, লোভী, মহাপাতকসংযুক্ত ও দেব-দ্বিজবিনন্দক ; তাহাদের পদাঘাতে আমার দেহ কম্পমান হইতেছে। হে দেবেশ ! তাহাদের পরিত্রাণ কিসে হয় তাহাই করুন যাহাতে আমার শান্তি হয়। এই রূপ ধরণী বলিয়া অধোমুখী হইয়া অবস্থান করিলে শ্রীব্রহ্মা তাহা সম্যক্ প্রকারে চিন্তা করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠে দেবগণসহ গমন করত শ্রীভগবানের স্তব করিলেন—হে কৃষ্ণ জগন্নাথ হে বৈকুণ্ঠ নায়ক আপনার জয় হউক ইত্যাদি স্তব করিলে করুণাসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বলিলেন কি বৃত্তান্ত ? আমাকে কি করিতে হইবে তাহা বল। (২১) শ্রীব্রহ্মা বলিলেন হে জগন্নাথ ! কলি-যুগে জাত লোক সকল পাপে রত ও ব্রাহ্মণদ্বেষকারী। ব্রাহ্মণগণও শূদ্র-বৃত্তিসম্পন্ন, শিশ্নোদরপরায়ণ ও বিপ্রত্বে কেবল সূত্রধারী। তিন বর্ণ হইতে শূদ্র গুণে নীচ হইলেও তাহারা মন্ত্রদাতা হইয়াছে। জনসমূহ আলস্যপরায়ণ, মন্দবুদ্ধি, ত্বদ্বিমুখ, বহুভোজী, পরদ্রব্যাভিলাষী, অসৎ পথরত, অগম্যাগমী, স্বধর্ম্ম বিবর্জ্জিত ও দেবদ্বিজবিনিন্দক। তাহাদের ভারে আক্রান্তা ধরণী পুনঃ পুনঃ রোদন করেন। হে দীনদুর্গতিনাশন ! যে উপায়ে পৃথিবীস্থজনগণের পরিত্রাণ হয়, তাহাই করুন। (২৬) শ্রীগৌতম বলিলেন—ব্রহ্মার নিবেদনে প্রভু অচ্যুত দেবতাদিগকে গুহ্য হইতে গুহ্যতম বাক্য বলিলেন—হে দেবগণ তোমরা ভক্ত রূপে কলিতে জন্মগ্রহণ কর আমিও শচীসুতরূপে প্রকট হইব। সত্যে জপ দ্বারা, ত্রেতায় হোমদ্বারা ও দ্বাপরে পরিচর্য্যাদ্বারা ও কলিতে কেবল সংকীর্ত্তন দ্বারা আমার প্রীতি হইয়া থাকে। (২৯)

শ্রীব্রহ্মা বলিলেন—হে করুণাসিন্ধো ! কীর্ত্তনের স্বরূপ কি ? ঐ কীর্ত্তনে আপনার পরা প্রীতি কেমন করিয়া হয় ? তাহা বলুন। শ্রীভগবান বলিলেন—হে ব্রহ্মন্ তুমি সমাহিত চিত্তে সারাৎসার কীর্ত্তন স্বরূপ শ্রবণ কর—মৃদঙ্গ করতাল ও স্বরভাবসমন্বিত যে রাগরঙ্গময় আমার গান হয় যাহাতে পাঁচ দশ-জন মিলিত হইয়া সমস্বর (ধ্বনি) করে, তাহাকেই সংকীর্ত্তন বলে। সংকীর্ত্তন হইতে যে "তে ও না" ধ্বনি শুনা যায়, তাহার অর্থ—"তে" শব্দে 'রাধা' ও না শব্দে জন। অর্থাৎ 'ত্বৎ' শব্দের অভিধেয় ভগবানের শক্তিস্বরূপা রাধা কে

বুঝায়। 'না' শব্দ নৃশব্দের প্রথমার একবচন ইহা পুরুষ বোধক, সুতরাং 'না' শব্দে শ্রীরাধাপতি পুরুষোত্তমই। সুতরাং 'তেনা' এই ধ্বনি শ্রবণমাত্রেই যথাযথভাবে আমি দ্রুতচিত্ত হইয়া থাকি। (৩৩) হে ব্রহ্মন্ যুগে যুগে আমার যেমন সহস্র সহস্র অবতার অতীত হইয়াছে, তদ্রূপ ভক্তানুগ্রহমানসে কলিযুগে অবতীর্ণ হইব; ঐ সংকীর্ত্তন পরম প্রিয় বলিয়া উহাদ্বারা ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে বাণদ্বারা অসুর সংহার ও বেদ বিহিত কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানভক্তিদ্বারা ভক্তগণকে কৃপা করিয়া থাকি। কলিযুগে কিন্তু নষ্টদৃষ্টি ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে **"হরে কৃষ্ণেতি"** পদ্মরূপ সূর্য্য উদয় হইবে অর্থাৎ "হরে কৃষ্ণেতি" নাম প্রচার করিব। **নিরপরাধ মানব** এই নাম একবার উচ্চারণ করিয়া **স্বল্পাপরাধী** দুইবার উচ্চারণ করিয়া ও **মহাপরাধী** যাবজ্জীবন এই নাম গ্রহণ করিয়া পবিত্র হইয়া থাকে। চণ্ডালও এই নাম গ্রহণ করিলে আমার ভক্ত হয়, সংশয় নাই (৩৮) সর্ব্ববেদবিৎ ও পুরাণাগম পারগমনকর্ত্তা ব্রাহ্মণও যদি আমার ভক্ত না হয়, সেও আমাকে পায় না। সুদুরাচার চণ্ডালও যদি আমার ভক্ত হয়, সেও আমাকে পায়, যেহেতু সে আমার কৌস্তুভমণি সদৃশ বুঝিতে হইবে। (৪০) আমি ভক্তরূপে প্রকট হইয়া ভক্তগণের আদেশ প্রতিপালন করিব এবং ঘোর সংসার হইতে মৎপর ব্যক্তিদিগকে উদ্ধার করিব॥ কলিযুগে **বহু ব্যক্তি ভাগবতোত্তম** হইবে, **তাহাদের ললাটে তিলক, কণ্ঠে শ্রীতুলসীমালা, বাহুমূলে শঙ্খ চক্র চিহ্ন ও পরিধানে কৌপীন** এই প্রকার বাহ্যিক চিহ্ন থাকিবে। ভক্তি-যোগ প্রদানদ্বারা লোকগণকে কৃপা করিতে শ্রীগঙ্গাতটে শ্রীনবদ্বীপ গ্রামে দ্বিজ-কুলে আমি অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিব, আমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইবে। আনন্দাশ্রুকলায় পূর্ণ হইব, আমার সর্ব্বাঙ্গে পুলক প্রকাশ পাইবে, হরিকীর্ত্তনে তৎপর হইয়া ঐ কীর্তন দ্বারা সকল লোককে নিস্তার করিব ইহা-ভিন্ন অন্য উপায় নাই। আমার নামভিন্ন বৈদিক কর্ম্মাদিদ্বারা নিস্তার নাই বুঝিতে হইবে। আমার ভক্তগণ যেখানে গান করেন আমি সেই খানেই থাকি সুতরাং হে দেবগণ তোমরা শীঘ্র ভক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ কর, ইহা আমার

আদেশ। আমি ব্রাহ্মণরূপেই পৃথিবীকে অভয় দান করিব। (৪৯) আমার ব্রজ গোপ মধ্যে শান্তা অর্থাৎ মদেকপরা কমলালয়া (মূল লক্ষ্মী) শ্রীগদাধর নামে সেই নবদ্বীপে প্রকট হইবে। আমার অংশ শ্রীবলরাম ক্ষিতিতে নিত্যানন্দ নামে প্রকট হইবেন। তিনি অবধূতবেশে ন্যাসীচূড়ামণি হইয়া বহুজনকে ভাগবতধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়া (প্রেম বিতরণ করিয়া) শেষে নিজ শক্তি শ্রীজাহ্ন-বাদিসহিত নিজকে গৃহাশ্রমীরূপে মানবসমাজে প্রকাশ করিবেন। (৫৩) আমার নিকট হইতে কামদেব অর্থাৎ প্রদ্যুম্ন গিয়া গৌড়মণ্ডলে ধ্রুবানন্দ নামে প্রকট হইয়া শ্রীজাহ্নবীর শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়া লোক নিস্তার করিবে। শ্রীব্রহ্মা যবন তনু গ্রহণ পূর্ব্বক হরিদাস নামে, শ্রীরুদ্র অদ্বৈত নামে প্রকট হইয়া লোকদিগকে ভক্তি গ্রহণ করাইবেন। শ্রীনারদ শ্রীবাসরূপে ও তুম্বুরু রামানন্দ রূপে আমার ভক্ত হইয়া ভক্তি আচরণ করিবেন। ইন্দ্রাদিদেবগণের গুরু বৃহস্পতি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নামে প্রকট হইয়া বহু শিষ্যকে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইবেন। তিনি পুনরায় রঘুনাথ শিরোমণিরূপে প্রকট হইয়া ন্যায়াদিশাস্ত্র বিস্তার করিবেন। চন্দ্র বর্দ্ধমানরূপে ও অন্যান্য দেবতা অংশে—ভারতীয় জন-রূপে প্রকট হইবে। (৬০) শ্রীব্যাস কেশবভারতীরূপে প্রকট হইয়া আমার সন্ন্যাসোপদেষ্টা গুরু হইবেন। ইন্দ্র প্রতাপরুদ্ররূপে প্রকট হইয়া আমার ভক্ত-গণের সমাশ্রয় হইবে। অন্যান্য দেবগণ আমার ভক্তরূপে প্রকট হইয়া ভক্তি আচরণ করিবে। আমরা আবার স্বস্থানে (অপ্রকটধামে) আগমন করিব, কৃষ্ণপরায়ণ দেবাদি ভক্তগণও আমার সহিত পুনরাবৃত্তিরহিত স্বপ্রকাশাত্মক সেই ধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। ইহা যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ কীর্ত্তন করিবে তাহার কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ সদ্যই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। শ্রীগৌতম বলিলেন শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার আদেশ পাইয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা ও দেবগণ দেব-দেবেশ শ্রীভগবানকে প্রণাম করিয়া স্বস্বধামে গমন করিয়াছিলেন। (৬৬) পরতত্ত্ব গৌরনামক গ্রন্থে এই অধ্যায়ের সটীক বিস্তার অর্থ আছে দ্রষ্টব্য।

উপ পুরাণেও গৌরতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ

দেখা যায়। শ্রীচৈঃ চঃ গ্রন্থে (আঃ ৩) উক্ত আছে—

উপ পুরাণেহ শুনি শ্রীকৃষ্ণ বচন।
কৃপা করি ব্যাস প্রতি কহিয়াছেন কথন॥

তথাহি উপপুরাণে—

অহমেব ক্বচিদ্‌ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥

অর্থঃ—শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে ব্রহ্মন্! আমিই কোনও কলিযুগে [অর্থাৎ বৈবস্বতমন্বন্তর অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় কলিযুগে] সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া পাপহত নরসকলকে হরিভক্তি (আমার ভক্তি) গ্রহণ করাইব।

উপসংহারে ব্যক্তব্য ঃ—

শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের অনুভূতি বাক্য ও তাঁহাদের কর্ত্তৃক উদ্ধৃত শাস্ত্রবাক্যসমূহ অধিকাংশই এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিয়া এবং শাস্ত্রানুসারিণী সদ্‌যুক্তিও দেখাইয়া গৌরদ্বেষীগণের কল্পিত মত নিরসন করিলাম। উদ্ধৃত বাক্যাবলীর মূল গ্রন্থ অধিকাংশই স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং কতিপয় বাক্য কোন কোন বিশিষ্ট প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি আমার কল্পিত বাক্য একটীও এই প্রবন্ধে নাই। সদ্‌যুক্তি সহকারে বহু প্রমাণ বাক্য এই প্রবন্ধে নিবদ্ধ হইলেও কেহ কেহ এক প্রকার কল্পিত বাক্য শুনিয়া সংশয় মুক্ত হইবেন বলিয়া মনে হয় না। তথাপি কল্পিত বাক্য উত্থাপন করিয়া নিরসন করিতেছি—

কেহ কেহ বলেন—শ্রীগৌরতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীচৈঃ চঃ গ্রন্থকার উক্ত গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত ও উপপুরাণের বাক্য প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এই তিন শাস্ত্র ব্যতীত শ্রীগৌরতত্ত্ব সম্বন্ধে অন্য কোন শাস্ত্রের নামও উল্লেখ করেন নাই। শ্রীরূপ গোস্বামী কেবল ভাগবত প্রমাণে, শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীভাগবত ও ভারত প্রমাণে শ্রীগৌরতত্ত্ব দেখাইয়াছেন তাঁহারাও অন্যান্য শাস্ত্র প্রমাণ

উদ্ধৃত করেন নাই। গোস্বামীগণ কেবল শ্রীভাগবত ও ভারত ব্যতীত অন্য কোন শাস্ত্র প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই। তাঁহারা যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই, সেই সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিলে তাঁহাদের কথার উপরে অধিক কথা বলা হয় বলিয়া অনেকে ঐ সকল প্রমাণ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। এইরূপ কল্পিত উক্তির উত্তর—

শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈঃ চঃ গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীভাগবত ও ভারত বাক্য ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্র প্রমাণও সূচিত আছে। উভয় শাস্ত্র মনযোগ দিয়া অনুশীলন করিলে অন্যান্য শাস্ত্র যে—প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

"বেদ গুহ্য চৈতন্য চরিত্র" (চৈঃ ভাঃ আঃ ১)।

বেদদ্বারা ব্যক্ত হৈবে সকল পুরাণে। (ঐ আঃ ৬)

তোমারে সে চারিবেদ বুলে অন্বেষিয়া। (ঐ মঃ ৬)

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণে ইহারি তত্ত্ব গায়। (ঐ মঃ ৬)

শ্রীচৈঃ ভাঃ গ্রন্থে শ্রীগৌরতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রমাণরূপে বেদ পুরাণাদির নামও উল্লেখ আছে। শ্রীচৈঃ চঃ গ্রন্থেও দেখা যায়—

ভাগবত ভারত-শাস্ত্র আগম পুরাণ।

চৈতন্য কৃষ্ণ অবতারের প্রকট প্রমাণ॥ চৈঃ চঃ আঃ ৩

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈঃ চঃ গ্রন্থে শ্রীগৌরতত্ত্ব সম্বন্ধে পরম বিদ্বান্ শ্রীপাদরূপ গোস্বামী প্রভৃতি পরম মহদ্গণের সাক্ষাৎ অনুভূতি বাক্যাবলী সবিস্তার উল্লেখ করিয়াছেন এবং শ্রীভাগবত, ভারত ও উপপুরাণের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াও ক্ষান্ত হন নাই। সুস্পষ্টভাবে উক্ত পদ্যে আগম (তন্ত্র) ও পুরাণের নাম উল্লেখ করিলেন। আগম ও পুরাণের উপলক্ষণে সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রে যে শ্রীগৌরতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ বাক্য আছে, তাহা আর বুঝিতে কষ্ট হয় না।

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতি শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদগণ শ্রীগৌরাঙ্গের স্বয়ং ভগবত্তা বিষয়ে প্রত্যক্ষানুভবী। তাঁহাদের সাক্ষাদনুভূতি ব্যঞ্জক বাক্যাবলী ভক্তগণকে সন্তোষ দান করিলেও ইতর ব্যক্তিদিগকে তাহা দিতে পারে না। কারণ

ইতর ব্যক্তিদের মহদনুভূতির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা বা আস্তিক্য জন্মে না। এই কারণে তৎকালিন পরিকরগণের বাক্যাবলীকে প্রমাণিত করিবার জন্য বহু শাস্ত্র প্রমাণের প্রয়োজন আছে বলিয়া পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ নানা শাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাৎকালিক আচার্য্যগণও নিজদের বাক্যসহ শ্রীমদ্ভাগবত বাক্যও গৌরতত্ত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তাঁহারা অন্যান্য শাস্ত্রবাক্য যে উদ্ধৃত করেন নাই তাহার কারণ শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র প্রমাণ চক্রবর্ত্তী। ঐ শাস্ত্রবাক্য থাকিতে অন্যান্য শাস্ত্রবাক্যের প্রয়োজন হয় না। মহাভারতও প্রধান শাস্ত্র। তাঁহার বাক্যও অনেকে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ভাগবত ভারত দুই শাস্ত্রের প্রধান। চৈঃ চঃ মঃ ৬

অধিকাংশ ব্যক্তির শ্রুতি ও পুরাণাদির প্রতি যেমন শ্রদ্ধা দেখা যায় তেমন শ্রীভাগবত ও ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা উদয় হয় না। এই কারণে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ শ্রীগৌরতত্ত্বসম্বন্ধে বেদ পুরাণাদির বাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীপাদ নরহরি চক্রবর্ত্তী (ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থকার) শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ রামনারায়ণ গোস্বামী ও শ্রীপাদ আনন্দী গোস্বামী ইঁহারা শ্রীগোস্বামীপাদগণের পরবর্ত্তীকালে পরম বিদ্বান্ ও পরম সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। শ্রীরামনারায়ণ বায়ুপুরাণোক্ত গৌরাঙ্গচন্দ্রোদয় অধ্যায়ের টীকা করিয়াছেন। শ্রীনরহরি ও শ্রীবলদেব কতিপয় শ্রুতি ও পুরাণের প্রমাণ শ্রীগৌরতত্ত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীআনন্দী গোস্বামী শ্রীগৌরতত্ত্ব সম্বন্ধে চৈতন্য চন্দ্রামৃত টীকায় বহু পুরাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহাদের পরবর্ত্তীকালে শ্রীসিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবা শ্রীগৌরতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্রীখণ্ডবাসী পরম বিদ্বান্ শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুর মহাশয় শ্রীভক্তিচন্দ্রিকা পটল গ্রন্থের টীকায় শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ, কপিলতন্ত্র ও বৃহন্নারদীয় পুরাণের প্রমাণ বাক্য শ্রীগৌরতত্ত্ব সম্বন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় সকলের অবগতির জন্য শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরচন্দ্রের সঙ্গীয় পরিকরগণ তাঁহাকে (শ্রীগৌরকে) সর্ব্বশাস্ত্র প্রতিপাদ্যরূপে অনুভব করিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন। পরবর্ত্তী

আচার্য্যগণ সাক্ষাৎ পরিকরগণের শ্রীগৌরতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুভূতিব্যঞ্জক বাক্যাবলীকে প্রমাণিত করিবার জন্য বহু শাস্ত্র প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। অভক্ত ও ভক্তাভাস ব্যক্তির নিকট সাক্ষাৎ পরিকরগণের বাক্যও গ্রাহ্য হয় না, ইহা অনেক ভক্ত জানেন। পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ বহু শাস্ত্র প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া সাক্ষাৎ পার্ষদগণের বাক্যাবলীর মর্য্যাদা বা গৌরব রক্ষা করিয়াছেন, ইহা অনায়াসে জানা যায়। ইষ্টদেব সম্বন্ধে বহু শাস্ত্র বাক্য উদ্ধৃত করাতে সাক্ষাৎ পার্ষদগণের আনন্দ বর্দ্ধন ও তাঁহাদের বাক্যাবলীর গৌরব রক্ষা এবং জগতের পরমোপকার সাধিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

যাহারা মাৎসর্য্যবশতঃ কল্পিত বাক্যে শ্রীগৌরচন্দ্রের স্বয়ং ভগবত্তা খণ্ডন পূর্ব্বক তাঁহাকে ভক্ত জীব বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছে বা করিতেছে সেই সকল গৌরদ্বেষী নরাধম নরকগামী অসুরগণের অশাস্ত্রীয় বাক্যরূপ কবল হইতে সাধারণ ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। এই কারণেই এই প্রবন্ধে মহদনুভবাদি বহু প্রমাণ নিবদ্ধ করিলাম। কেহ কেহ বলেন গৌরদ্বেষীরা যাহা বলে বলুক যাহা লিখে লিখুক। আমরা তাহা কানে শুনিব না কিম্বা তাহাদের লিখনও চক্ষুতে দেখিব না। এই প্রকার বলিলে সম্প্রদায় বৃদ্ধি পাইবে না। এবং অনেকেই গৌর বিমুখ হইয়া পড়িবে এবং অসুরদের অপসিদ্ধান্তরূপ বাক্যজালে আবদ্ধ হইয়া মহতী দুর্গতি লাভ করিবে। সর্ব্বশাস্ত্র প্রতিপাদ্য স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব সর্ব্বতোভাবে প্রচার করিয়া দুষ্ট মত গুলিকে সমূলে নষ্ট করিতে হইবে ইহাই শ্রীগৌরভক্তদের শ্রীচরণে প্রার্থনা।

ইতি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গাভ্যাং নমঃ

যেষাং কৃপালবেনোঽয়ং গ্রন্থঃ সংকলিতো ময়া।
তেষু শ্রীগৌরভক্তেষু রতিঃ স্যান্মে ভবে ভবে॥

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

Vrindavan Das

প্রভুসন্তান ও আচার্য্যসন্তান প্রভৃতি বহু-শাস্ত্রবিৎ পরম মহদ্‌গণের

অভিমত ও আশীর্ব্বাদ

শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশীয় প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত নিমাইচাঁদ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

অশেষ শ্রদ্ধেয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাভাজন পরমবৈষ্ণব নানাশাস্ত্রাভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনদাস বাবাজী মহোদয়ের সঙ্কলিত "শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বামৃত" গ্রন্থখানি যথাসম্ভব পঠনান্তে পরমপ্রীত হইলাম। পরমকারুণিক প্রাণকোটীপ্রিয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বয়ংভগবত্তা নিখিলশাস্ত্রপারঙ্গম শ্রীশ্রীরূপসনাতনাদি গোস্বামিপাদগণ বেদাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অবগত হইয়া তাঁহাদের রচিত গ্রন্থে পূর্ব্বপক্ষ-উত্তর পক্ষাবলম্বনে মীমাংসা করিয়াছেন, এবং তদানীন্তন নানাদিগ্‌দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত বিচারদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদিগের গ্রন্থ সমালোচনা করিলেই সম্যগ্ জ্ঞাত হওয়া যায়, অতএব শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বয়ং ভগবত্তা বিষয়ে বিদ্বৎসমাজে কোন সংশয় আছে বলিয়া মনে করি না। পণ্ডিতমন্য কোন কোন ব্যক্তি বিরুদ্ধ মতবাদ ব্যক্ত করিলে তাহারা চিরাচরিত স্বরবিবোধী।

শ্রীদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনদাসজীর গ্রন্থখানি সময়োচিত বিরুদ্ধমতসমালোচক দিগের মুষলস্বরূপ, তিনি সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রীয় যুক্তিদ্বারা গ্রন্থটীকে প্রকৃতোপযোগী করিয়াছেন ভক্তসমাজে এবং বিদ্বদ্‌গোষ্ঠীতে উক্ত পুস্তকটীর বহুল প্রচার প্রার্থনা করি, বিশেষতঃ শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীচরণকমলে বাবাজী মহারাজের প্রেম-ভক্তি কামনা করি।

শ্রীনিত্যানন্দ দাসানুদাস—

শ্রীনিমাইচাঁদ গোস্বামী

শ্রীশ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীধাম নবদ্বীপ

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ।

শ্রীশ্যামসুন্দরপত্রিকার পরিচালক বৈষ্ণবদর্শন পরীক্ষক প্রভুপাদ শ্রীল অনাদি-মোহন গোস্বামী পঞ্চতীর্থ লিখিয়াছেন—

"কলিঘোর অন্ধকার পাপাচ্ছন্নময়। পূর্ণশশধর ভেল চৈতন্য উদয়॥"

কলি মানুষের চিত্তকে অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত করিয়াছে। তাহার প্রভাবে মানুষের আহারশুদ্ধি নাই, চিত্তশুদ্ধি নাই, সাধুসঙ্গ নাই। বহুসাধু তাঁহাদের সাধনার প্রবৃত্তি হারাইয়া বেশমাত্র সম্বল করিয়া বিষয়ীর পিছনে পিছনে ছুটাছুটি করিতেছেন। গৃহস্থ আশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থতাকেই গার্হস্থ্যাশ্রমের চরম সার ভাবিতেছেন। ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থ জনশ্রুতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এক কথায় পাপপ্রবৃত্তি আপামর সকলের হৃদয়কে অল্প বিস্তর আচ্ছন্ন করিয়াছে। শাস্ত্র রহিয়াছেন কিন্তু তাঁহার তাৎপর্য্য গ্রহণ সাধারণ বুদ্ধির অতীত হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন হরিনামেও কাহারও আদর বুদ্ধি দেখা যাইতেছে না।

বাত্যাবিক্ষুব্ধ পরম দুর্যোগময়ী অন্ধকার নিশিথিনীর মত এমনই দুর্দ্দৈবপূর্ণ কলির প্রথম সন্ধ্যায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমাধব শ্রীরাধাভাবকান্তি সমুজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি ধারণ করিয়া নদীয়াপুরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবমাত্রে কলির প্রচণ্ড তাণ্ডব স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। নাস্তিক আস্তিক হইয়াছিল, পণ্ডিত তাহার পাণ্ডিত্য অভিমান ভুলিয়া অখিল শাস্ত্রের চরম তাৎপর্য্য শ্রীকৃষ্ণভক্তির অনুশীলনে রত হইয়াছিল। হিন্দুবিদ্বেষী যবনগণও বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া ভজন সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কত নসরৎ মহম্মদ ভক্তরাজ নাসিরমামুদ হইয়াগিয়াছিল। কত বিজুলী খাঁ ও জগাই মাধাই চাপাল গোপাল তাঁহার করুণা দৃষ্টিতে ভাগবত বর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন। কে তাঁহার সংখ্যা করিবে? নীলাচলের পণ্ডিতপ্রধান বাসুদেব সার্ব্বভৌম কাশীর অসংখ্য সন্ন্যাসীর গুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতী সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বহু পরমহংস মহাপুরুষ সাধু সন্ত এই ভারতের বুকে বারংবার আবির্ভূত হইয়াছেন। কিন্তু সম্প্রদায় ও দল নির্বিশেষে অসংখ্য বাঙ্গালী তথা ভারতবাসী

কাহাকেও তো মন্দিরে মন্দিরে ভগবান বুদ্ধিতেও উপাসনা করে নাই একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গই "স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতঃ" নিজমহিমায় অসংখ্য জনের অন্তরে ও মন্দিরে পরমেশ্বররূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

কিন্তু যাহাদের প্রবৃত্তি অসুরী তাহাদিগকে গৌরনিন্দা হইতে নিবৃত্তি করা সম্ভব নহে। বহু ভাবে তাহারা শ্রীগৌরের নিন্দা করিয়া চলিয়াছে কারণ "অসুর প্রকৃতি কৃষ্ণে কভু নাই জানে"। তবে কোমলশ্রদ্ধ সাধারণ জন যাহাতে এই সকল কুতার্কিক কুপণ্ডিতের সংশয় সৃষ্টিকারী মতবাদে বিভ্রান্ত না হন সেইজন্য এই সকল উক্তির প্রতিবাদের প্রয়োজন আছে।

সম্প্রতি শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ যোগনাথতলা নূতন ভজনকুটীর নিবাসী বৃন্দাবনদাসজী "শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বামৃত" নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া এই গৌরনিন্দকগণের কুতর্কজাল খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। এই গ্রন্থ পাঠে পণ্ডিত ও সাধারণ পাঠক সকলেই সমভাবে উপকৃত হইবেন।

বৈষ্ণব সমাজে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধ্যান-মন্ত্রাদি সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। তবে তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি বৈষ্ণব শ্রীদাস গোস্বামী পাদের "শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিত্বে স্মর মনঃ" এই উপদেশ অনুযায়ী শ্রীমাধব বুদ্ধিতেই শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনা করিয়া থাকেন। ইঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের মন্ত্রাদি কামবীজ সংযুক্ত করিয়া যাজন করেন। আর কতকগুলি বৈষ্ণব স্বতন্ত্রভাবে শ্রীগৌরাঙ্গকে ভাবনা করিয়া বিশ্বসারতন্ত্রোক্ত মায়াবীজ বা প্রণবসংযুক্ত করিয়া শ্রীগৌরমন্ত্র যাজন করেন। আমাদের মনে হয় বিশুদ্ধ গৌড়ীয় মতানুযায়ী কামবীজ সংযুক্ত করিয়া শ্রীগৌরমন্ত্রাদি যাজন করা উচিত। প্রণবের বলে ঐশ্বর্য্যদ্যোতনা করে। মায়াবীজ মায়িক বিষয়াদিসুখ দ্যোতনা করে। এই জন্য হরিভক্তি বিলাসে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে ঐ সকল বীজের আদর করা হয় নাই। কৃষ্ণপ্রেমদ্যোতক কামবীজেরই আদর করা হইয়াছে। এই বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণে আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীঅনাদিমোহন গোস্বামী
কাটোয়া ভাগবত সেবাশ্রম

৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫।

শ্রীমদদ্বৈতবংশীয় প্রভুপাদ শ্রীল দীনেশচন্দ্র গোস্বামী বি, এ ভাগবতশাস্ত্রী লিখিয়াছেন—

শ্রীল বৃন্দাবনদাস বাবাজীমহারাজ বিরচিত "শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বামৃত" পাঠ করিয়া খুব আনন্দ লাভ করিলাম। এই গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বয়ং ভগবত্তা বহু শাস্ত্র প্রমাণে ও নানা শাস্ত্রীয় যুক্তিদ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। গ্রন্থকার পণ্ডিত ভজনশীল প্রকৃত বৈরাগ্যবান্, রসতত্ত্ববেত্তা অথচ নিরভিমান। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার এইসব গুণে প্রীত হইয়া তাহাদ্বারা এই গ্রন্থ প্রণয়ন করাইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের খুব হিত সাধন করিয়াছেন, ইহাই আমার বিশ্বাস। গ্রন্থকার শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লেখ করতঃ তাঁহার চমৎকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং"……ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা অতিমনোরম হইয়াছে। যে উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ রচনা করা হইয়াছে তাহা শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় সফল হইয়া গ্রন্থের বহুল প্রচার হউক এই কামনা করি।।

শ্রীদীনেশ চন্দ্র গোস্বামী
বি. এ., ভাগবত শাস্ত্রী
শ্রীনবদ্বীপ।

গ্রন্থ কর্ত্তার অধ্যাপক মহাশয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা (কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ বৈষ্ণবদর্শন-বেদান্ত তীর্থ) আশীর্ব্বাদ সহ অভিমত দিয়াছেন—

শ্রীমান্ বৃন্দাবন দাসের সঙ্কলিত "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্বামৃত" গ্রন্থে যে সকল প্রমাণ বচন উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে পরতত্ত্ব শিরোমণি শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর স্বয়ং ভগবত্তা বিশেষ রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। যদ্যপি গোস্বামিপাদগণ এই সকল প্রমাণ অবগত হইয়াছিলেন তথাপি সর্ব্বশাস্ত্রশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০.৮।১৩ "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য" ইত্যাদি এবং ১১।৫।৩২ "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" ইত্যাদি দুইটি শ্লোককে বিশেষ প্রমাণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমজ্জীব

গোস্বামী চরণ কৃষ্ণবর্ণশ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বিশেষরূপে শ্রীগৌরকে নিরূপণ করিয়া সেই গৌরস্বরূপের পরমতত্ত্ব স্থাপন করিয়াছেন। প্রমাণ শিরোমণি মহদনুভবের উপর জোর দিয়া শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন—বহু বহু মহানুভব বহুবার শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের ভগবত্তা সূচক অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র-পার্ষদ সমন্বিতরূপে শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। সর্ব্বসম্বাদিনীর প্রথমেই বর্ণনা করিয়াছেন কোটি কোটি মহাভাগবত বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা যাঁহারা ভগবত্তা বিনিশ্চয় করিয়াছেন, স্বয়ং ভগবত্তাই তাঁহার নিজস্ব রূপ। যে স্বয়ং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অবলম্বন করিয়া অন্যত্র দুর্ল্লভ সহস্র সহস্র প্রেমপীযূষময়ী জাহ্নবীধারা তদীয় নিজাবতার প্রকটনে প্রচারিত হইয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধেয় শ্রীভগবানকেই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র এই কলিযুগে বৈষ্ণবগণের উপাস্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। "গৌড়বরেন্দ্র-বঙ্গসুহ্মোৎকলাদিদেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধেঃ" অর্থাৎ গৌড় বরেন্দ্র, বঙ্গ, সুহ্ম ও উৎকলাদি দেশবাসী মহানুভবগণের মধ্যে তাঁহার এই ভগবত্তা মহা প্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপের স্বয়ংভগবত্তা তাৎকালিক বিদ্বদনুভবের দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছেন। শ্রীমান্ বৃন্দাবনদাসের এই গ্রন্থে বহুশাস্ত্রপ্রমাণ বিন্যস্ত থাকায় শ্রীগৌরাঙ্গের স্বয়ংভগবত্তাপ্রকাশক মহদনুভূতি ও ভাগবতীয় শ্লোকার্থ সুদৃঢ়-ভাবে স্থাপিত হইয়াছে এবং বিরুদ্ধবাদীগণের সর্ব্বপ্রকার কল্পিত মত নিরস্ত হইয়াছে। সম্প্রদায়ের হিতসাধক বর্ত্তমানকালোপযোগী এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া শ্রীমান্ বৃন্দাবনদাস ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছে, সে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীচরণকমলে প্রেমভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হউক, ইহাই আমার আশীর্ব্বাদ।

ইতি—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা

শ্রীধাম বৃন্দাবন ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫।

শ্রীনবদ্বীপধামস্থ রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র ব্যাকরণ বেদান্ত বৈষ্ণবদর্শন তর্ক তর্কতীর্থ মহাশয়ের অভিমত—

শ্রীধাম নবদ্বীপ
গভর্ণমেণ্ট. সংস্কৃত কলেজ
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনদাস ব্যাকরণ ভক্তিতীর্থ মহোদয় প্রণীত শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্বামৃত গ্রন্থখানা আদ্যন্ত পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। যদিও পূর্ব্বাচার্য্যগণ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তা সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা করিয়াছেন তাহাই প্রমাণরূপে যথেষ্ট তথাপি অসূয়া পরবশ হইয়া কতকগুলি পণ্ডিতম্মন্য কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারতত্ত্ব সম্বন্ধে বিবিধ মন্তব্য পূর্ব্বক সরলমতি জনসাধারণের মনে সংশয়ের বীজ রোপণ করিয়াছেন, জনগণকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইতেছেন এ চেষ্টা আজ চলিতেছে।

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ। এই শ্রীভগবৎ উক্তিদ্বারা পরতত্ত্ব-বিমুখ জনগণের নিকটে সর্ব্বদাই অপ্রকাশিত থাকেন। উলূক যদি সূর্য্য মহিমা স্বীকার না করে তাহা হইলে সূর্য্যের কিছুই ক্ষতি হয় না। কিন্তু বিমুখ জনগণের বাক্যে ও সান্নিধ্যে যাঁহারা প্রতারিত হইতেছেন তাঁহারা এই গ্রন্থ-খানাদ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

পণ্ডিত মহোদয় শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ও সংহিতা হইতে বিভিন্ন প্রমাণ উদ্ধার করিয়া সহজ সরল ভাষায় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারতত্ত্বটি বিশেষ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। বিরুদ্ধ-বাদিবর্গের মতের প্রতিবাদ না করিলে জনসাধারণের চিত্তের সংশয়াপনোদন হয় না। এ কার্য্যে তিনি ব্রতী হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নিকট কৃতজ্ঞভাজন হইয়া থাকিবেন। অলমতি বিস্তরণে।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র তর্কতীর্থ
অধ্যাপক, বৈষ্ণব দর্শন বিভাগ।

শ্রীখণ্ডবাসী পরমভক্তিরসিক শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের অভিমত পত্র—

পরম ভাগবত—

শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনদাস সমীপেষু—

আপনার প্রেরিত শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বামৃত গ্রন্থ-পাঠে বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আপনি নিশ্চয়ই নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদগণের আশীর্ব্বাদ লাভ করিবেন। ভারতে তাৎকালিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, সন্ন্যাসীগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতী এবং শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, গোপালভট্ট গোস্বামী, নরহরি ঠাকুর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যাঁহার পরতত্ত্বসীমা অবগত হইয়া যাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, সেই পরতত্ত্বসীমা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর ভগবত্তায় বিশ্বাস না করে তাহাদের সম্বন্ধে বলা চলে—

দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ॥ চৈঃ চঃ

সেইসকল দুর্ভাগ্য জীবের মঙ্গল কামনায় আপনি শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণে নিবেদন করিয়া বলুন—

"এ সব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ"।

গৌর ভক্তের প্রার্থনায় তাহাদের কোন জন্মে একদিন শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ সেবা প্রাপ্তি হইবে। ইতি—

শ্রীগৌরগুণানন্দ ঠাকুর
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫।

শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীযুক্ত নিত্য কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছেন—

I have read carefully 'Gourangatattyamrita' written by Pundit Brindaban Das Bhakti-vyakaran tritha. In this little book he has tried his best to prove that Lord Gouranga was none but an incarnation of God. In support of his statement he has cited proofs from Sruti, Puran, ahd many other Shastras. From a very long time temples of Lord Gouranga have been built all over Bengal nay Ihdia. and His image is being worshipped. Erudite scholars like Sarbabhouma Bhattacharya. Prokashananda Saraswati and many other scholars of name and fame worshipped him as God. Deliverance of Jagai-Madhai and Chapal Gopal also indicate his god hood and miraculous powers. The devotees of Lord Gouranga will find great pleasure in going through this book.

N. Kabiraj

Retired Headmaster, Nabadwip Bakultala
Multipurpose School, 15. 6. 1968.

শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীযুক্ত অমীয়ানন্দঠাকুর সরস্বতী ভক্তিরত্ন মহাশয়ের অভিমত পত্র—

পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনদাস সমীপেষু—

আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব শ্রীযুক্ত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট প্রেরিত আপনার শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বামৃত নামক সুযুক্তিপূর্ণ গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অশেষ করুণাবশতই যে আপনি এইরূপ দুরূহ কার্য্যে সফলকাম হইয়াছেন তাহা বুঝিয়াছি। অবশ্য পূর্ব্বে অনেকেই এইরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন কিন্তু তাহা তঁহোদের গ্রন্থের প্রয়োজনমত কোথাও আংশিকভাবে কোথাও বা বিক্ষিপ্তভাবে নিবদ্ধ করিয়াছেন। অধিকন্তু আপনি সামগ্রীকভাবে আপনার বক্তব্য শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বামৃত গ্রন্থে সবিস্তরে যথাযথরূপে উপস্থাপিত করিয়া ভক্ত ও সজ্জনবর্গের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। আশাকরি পরবর্ত্তী সংস্করণে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের মহাভাব রসরাজ স্বরূপের ও 'গৌরাঙ্গ মন্ত্র' বিষয়ে আলোচনা আরও বিশদভাবে করিবেন। যাহাতে সকলে সহজে এই বিষয়গুলি অনুধাবন করিতে পারে। ইতি—

শ্রীঅমীয়ানন্দঠাকুর সরস্বতী ভক্তিরত্ন
কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ
অধ্যক্ষ—শ্রীখণ্ড-মধুমতী সমিতি
১১। ২। ৭৫।

তত্ত্বসন্দর্ভের টীকাকার শ্রীযুক্ত গৌরকিশোর গোস্বামী বেদান্ততীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

Opinion :—

I have gone through the book Sri "Gouranga-tattwamrita (শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বামৃত)" composed in Bengali by the author Sj Pandit Brindaban Das Parameswara-ttwa (পরমেশ্বরতত্ত্ব) of Sree Sree Gourangamahapravu and his Puja, mantra, ect has been written by the said author with various Sastriya Praman (শাস্ত্রীয় প্রমাণম) etc. From differient sastras. I agree with his opinion about Sree Sree Gourangamahapravu's pranam, mantras, puja and parameswarattwa (পরমেশ্বরত্ব) etc. with the author. I desire the spread of a book like this.

The printing is good and printing mistake is almost nill.

Dated
Nabadwip
18.5.68.

Yours faithfuly
Gour Kishor Goswami

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর মন্দিরস্থ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সমিতি হইতে অভিমত ও আশীর্ব্বাদ পত্র— (আষাঢ় ২ গৌরাঙ্গাব্দ ৪৮২)

সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্রীগোবিন্দগোপাল গোস্বামী কাব্যতীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন— আপনার লিখিত "শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বামৃত" পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অতীব আনন্দিত হইলাম। আপনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তা সম্বন্ধে যে সকল অকাট্য প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা অতিশয় সুন্দর হইয়াছে। আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করি তাঁহার কৃপায় এই পুস্তক পাঠ করিয়া সকলেই তাঁহার আশ্রয় লাভ করুক। ইতি—

শ্রীগোবিন্দ গোপাল গোস্বামী
সভাপতি
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সমিতি

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সমিতির মুখ্যপ্রচারক যাদবপুরবিশ্ববিদ্যালয়সংস্কৃতবিভাগের অধ্যাপক ডঃ শ্রীযুক্ত সীতানাথ গোস্বামী ব্যাকরণ বেদান্ততীর্থ এম, এ, ডি, ফি, ল (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত) মহাশয় লিখিয়াছেন—

শ্রীবৃন্দাবন দাস ব্যাকরণ-ভক্তিতীর্থ-ভাগবতশাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত "শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বামৃত" গ্রন্থখানি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একখানি জনপ্রিয় গ্রন্থরূপে খ্যাতি অর্জ্জন করিবে, ইহা বোধ করি নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। ভগবান্ মার্ত্তণ্ড যখন তিমিররাশি ভেদ করিয়া প্রভাতে উদিত হন তখন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রই সেই আলোক দর্শন করিয়া কৃতার্থ হয়; দিনমণির উদয়বার্ত্তা কাহারও নিকট ঘোষণা করিতে হয় না। কিন্তু শতসহস্র ভেরিপটহনিনাদ সহকারে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিলেও কোনও অন্ধব্যক্তি মধ্যাহ্নসূর্য্যের জ্বলন্ত প্রভা অবলোকন করিতে পারে না। বিপরীতক্রমে অনন্ত যুক্তিবলে অবলম্বন করিয়া যদি সূর্য্যের তমঃস্বরূপতা

বহ্নির শীতলতা প্রমাণিত করিতে কেহ প্রয়াসী হন তবে তাঁহার সেই অনুমান বাধিত হইবে, সেই অনুমানকে অনুমানাভাস বলিয়াই বুঝিতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বয়ংভগবত্তা বিদ্বদনুভবের দ্বারা প্রমাণিত করিয়া গ্রন্থকার অন্যান্য প্রমাণের সাহায্য লইয়াছেন। শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস পুরাণ ইত্যাদি কোনও প্রমাণই পরিত্যক্ত হয় নাই এবং প্রত্যেকটি শব্দপ্রমাণের মূল অন্বেষণ করিয়া স্থাননির্দ্দেশপূর্ব্বক গ্রন্থকার তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং অসংস্কৃতজ্ঞ ভক্ত জনসাধারণের হিতার্থে সর্বত্র তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে অসাধারণ দয়ার পূর্ণতম বিকাশ ঘটিয়াছিল তাহা অন্যান্য অবতারের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। এই তত্ত্বটি বহু উদাহরণ সাহায্যে প্রতিপাদিত করিয়া গ্রন্থকার একটি পঞ্চাবয়ব অনুমান প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই অনুমানকে সুদৃঢ় করার জন্য তিনি অন্বয় ও ব্যতিরেক রূপে দ্বিবিধ ব্যাপ্তির উপন্যাস করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারত্ব ও ভগবত্ত্বের উপপাদনের জন্য গ্রন্থকার শ্রীবৃন্দাবন দাস মহাশয় অনেকগুলি শব্দ প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, গোপালতাপিন্যুপনিষদ্, বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্র, নারদপঞ্চরাত্র, ব্রহ্মযামল, কৃষ্ণযামল, অনন্তসংহিতা, বায়ুপুরাণ প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য। এতদ্ব্যতীত 'শাস্ত্রের-প্রধান' শ্রীভাগবত ও ভারত হইতে শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের প্রমাণ তো উদ্ধৃত হইয়াছেই।

সকল বেদান্তী শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতিকে অবলম্বন করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান গ্রন্থকারও সাম্প্রদায়িক ধারায় শ্রীবৃন্দাবনধামে শাস্ত্ররাশি অধ্যয়ন করিয়া সেই পূর্ব্বাচার্য্যগণের শৈলী গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা সুসঙ্গতই হইয়াছে।

এতগুলি প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকার না করেন তবে তাঁহাকে অন্ধ বলা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এতাদৃশ অন্ধব্যক্তি সূর্য্যসহস্রেরও প্রভা দেখিতে পারিবেন না, ইহাতে

আর আশ্চর্য্য কি? নিরুক্তকার যাস্কাচার্য্য বলিয়াছেন—নৈষ স্থাণোরপরাধো যদেনমন্ধো ন পশ্যতি, পুরুষাপরাধঃ স ভবতি।

গ্রন্থকারের অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠা তাঁহার অধীত বিষয়কে স্বার্থপ্রকাশক করিয়াছে। তিনি তিনটি ধামের সহিত নিবিড়ভাবে সংবদ্ধ থাকিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্বের অধিকারী হইয়াছেন। উৎকল প্রদেশের পুরীজিলা তাঁহার আদি-নিবাস, শ্রীবৃন্দাবনধামে তাঁহার শিক্ষা এবং শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীগৌরাঙ্গচরণ অবলম্বন করিয়া দীর্ঘকাল বাস তাঁহার মধ্যে যোগ্যতা আনয়ন করিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থের ব্যাপক প্রচার ও শ্রীগৌরাঙ্গচরণে তাঁহার অচলা মতি কামনা করিতেছি। ইতি—৬ই আষাঢ়, ১৩৭৫

শ্রীসীতানাথ গোস্বামী
মুখ্যপ্রচারক,
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সমিতি, শ্রীধাম নবদ্বীপ।

শ্রীরাধাকুণ্ডের শ্রীপাদ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী-গাদীস্থ মহান্ত ও গৌড়েশ্বর বৈষ্ণব সম্মিলনীসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ দাস বাবাজী মহারাজ এবং শ্রীকুণ্ডবিরক্ত বৈষ্ণবপক্ষের সদস্য পরমবৈষ্ণবগণ লিখিয়াছেন—

শ্রীল বৃন্দাবন দাস পণ্ডিতজী মহারাজ!

আপনার লিখিত "শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বামৃত" গ্রন্থখানি বাস্তবিকই অমৃত ধারার ন্যায় হইয়াছে। আপনি যে অজস্র পরিশ্রম করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বয়ং ভগবত্তা ও মন্ত্রাদি সম্বন্ধে বহুগ্রন্থানুসন্ধান করিয়া উহা সুষ্ঠভাবে ও প্রাঞ্জল ভাষায় স্থাপন করিয়াছেন তজ্জন্য আপনাকে আমাদের "শ্রীকুণ্ডবিরক্ত বৈষ্ণব পক্ষ" তরফ এবং শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী-গাদীর মহান্তজীর পক্ষ হইতে ও সভাপতি শ্রীশ্রীগৌড়েশ্বর বৈষ্ণব সম্মিলনীর পক্ষ হইতে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

অশিষ্ট ব্যক্তিগণ বা নাস্তিকগণও এই গ্রন্থ পড়িলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-তলে আসিয়া আশ্রয় নিবেন। আপনি বেদ, উপনিষৎ, পুরাণ, সংহিতা এবং অন্যান্য গ্রন্থের যথার্থ প্রমাণদ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বয়ং ভগবত্তা অতীব সুন্দর ভাবে স্থাপন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রতি ঘরে ঘরে প্রচার বাঞ্ছনীয়, এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়া আপনি জীবজগতের অশেষ হিত সাধন করিলেন। শ্রীমন্মহা-প্রভুর অশেষ করুণায় আপনি এ গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন। ইতি—

দস্তখত :—

শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস মহান্ত, শ্রীরাধাকুণ্ড।
শ্রীভাগবত দাস (ভক্তিতীর্থ)।
শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস।

দস্তখত :—

শ্রীজয়নিতাই দাস।
শ্রীরাধারমণ দাস।
শ্রীহরিদাস।